[illegible]-পরিষৎ-গ্রন্থমালা—১ম গ্রন্থ।

কায়স্থতত্ত্ব-কৌমুদী।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার
বেদার্থচিন্তামণি।

বৈশাখ ১৩৩৫

কায়স্থ-পরিষৎ,
২৯ নং হজুরীমল লেন,
কলিকাতা।

মূল্য আট

প্রকাশক—
শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা,
সম্পাদক, কায়স্থ-পরিষৎ,
২৯ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার
প্রণীত গ্রন্থসমূহ :—

কায়স্থসমাজের সংস্কার (২য় সং)		...	১৲
উপনয়ন-পদ্ধতি	...	... ...	।৹
নিত্যকর্ম্মমঞ্জরী	...	... ...	॥৹
বৈদিকী সন্ধ্যাপদ্ধতি		... ...	৶৹
বঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য		... ...	॥৹

কায়স্থ-পরিষৎ কর্ত্তৃক এই পুস্তকের
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

কটন প্রেস,
৫৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

Sri Kumud Nath Dutta
14C, KALI KUMAR BANERJEE LANE
TALA, CALCUTTA-2.

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

অল্পকথায় কায়স্থতত্ত্ব অবগত হইতে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। কায়স্থসমাজে উপনয়নসংস্কারপ্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা কি, না করিলে কি ক্ষতি হইবে, এই প্রশ্নও অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অতএব এই পুস্তকে কায়স্থজাতির উৎপত্তিবিষয়ক প্রামাণিক শাস্ত্রতত্ত্ব এবং তাহার গৌরবময় অতীতের অখণ্ডনীয় ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত উপনয়নহীনতাপ্রযুক্ত বাঙ্গালার কায়স্থ-জাতির সামাজিক ও আধ্যাত্মিক যে অসাধারণ ক্ষতি হইয়াছে এবং বৈষয়িক ক্ষতিরও সম্ভাবনা হইয়াছে এবং পরন্তু এক্ষণে পুনরায় উপনয়ন-সংস্কার ও বেদাধিকার গ্রহণ করিয়া জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন ও সম্ভ্রমরক্ষা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যুক্তিপ্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা ইচ্ছা করি প্রত্যেক কায়স্থগৃহেই এই ক্ষুদ্র পুস্তক সম্যক্ পঠিত ও আলোচিত হয়, তদুদ্দেশ্যে ইহার মাত্র আট আনা মূল্য নির্দ্দেশ করা হইল। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কোন ত্রুটী লক্ষ্য করিলে তাহা আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব।

ইতি—

২০ নং হজুরীমল লেন কলিকাতা
১০ই বৈশাখ, ১৩৩৫।

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা বি, এল,
সম্পাদক, কায়স্থ-পরিষৎ।

কায়স্থতত্ত্ব-কৌমুদী।

কায়স্থবীজপুরুষ চিত্রগুপ্তদেব।

(ক)

চিত্রগুপ্তদেবের উৎপত্তিবিষয়ে বাচস্পত্যাভিধানধৃত ভবিষ্যপুরাণের বিবরণই প্রথমে বলিতেছি। দত্তাত্রেয় বলিতেছেন—একদা অশেষ শাস্ত্রবিদ্ ভীষ্মদেব ত্রিকালজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি পুলস্ত্যসমীপে গমন করিয়া বলিলেন, "হে মহামুনে, জগতে কায়স্থোৎপত্তি খ্যাত আছে, আমি তাহা পুনরপি বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বিষ্ণুভক্ত, দানশীল, পিতৃযজ্ঞপরায়ণ, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কাব্যালঙ্কারবেত্তা, স্ববর্গপ্রতিপালক, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপ্রতিপালক যে কায়স্থগণ, তাঁহাদের বিষয় আপনি আমাকে বলুন।" তদুত্তরে মহর্ষি বলিলেন, "ব্রহ্মা এই জগৎ ও চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়া দীর্ঘকাল ধ্যানস্থ হইয়া থাকেন, তদবস্থায় তাঁহার শরীর হইতে এক দিব্যপুরুষ উৎপন্ন হন, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার মুখশ্রী, শঙ্খের ন্যায় তাঁহার গ্রীবাদেশ, তাঁহার শিরা সকল প্রচ্ছন্ন, তিনি মহাবাহু, শ্যামবর্ণ, ও কমললোচন, লেখনী, ছেদনী ও মসীপাত্র তাঁহার হস্তে বিরাজিত। তিনি আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মার দৃষ্টিসমক্ষে অবস্থিত রহিলেন। তখন ব্রহ্মার ধ্যানভঙ্গ হইল এবং সম্মুখে ঐ দিব্যপুরুষকে দর্শন করিয়া তিনি অতিমাত্র আনন্দিত হইলেন। ঐ পুরুষ ব্রহ্মার নিকট তাঁহার

কর্ত্তব্য ও বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা বলিলেন, “আমার শরীর (কায়) হইতে তুমি নির্গত হইয়াছ, অতএব তোমার কায়স্থসংজ্ঞা হইল, চিত্রগুপ্ত নামে তুমি জগতে খ্যাত হইবে, আমার নিশ্চলা আজ্ঞাক্রমে ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের জন্য ধর্ম্মরাজপুরে তোমার স্থিতি হউক, যথাবিধি ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত ধর্ম্ম তোমার পালনীয়, জগতে তুমি প্রভাব-সমন্বিত সন্ততি সৃষ্টি কর।” (১)

---

(১) দত্তাত্রেয় উবাচ—

ত্রিকালজ্ঞং মহাপ্রাজ্ঞং পুলস্ত্যমুনিপুঙ্গবম্।
উপসংগম্য পপ্রচ্ছ ভীষ্মঃ শাস্ত্রভৃতাং বরঃ॥
কায়স্থোৎপত্তয়ো লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে।
ভূয় এব মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥
বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ পিতৃযজ্ঞপরায়ণাঃ।
সুধিয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ॥
পোষ্টারো নিজবর্গাণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে॥

* * *

পুলস্ত্য উবাচ—

তচ্ছরীরান্মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ।
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ॥
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ।
নিঃসৃত্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥

* * *

ব্রহ্মোবাচ—

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভুতস্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি॥

(খ)

পদ্মপুরাণ-সৃষ্টিখণ্ডের বাচস্পত্যাধৃত বিবরণ এইরূপ :—

ক্ষণকাল ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলে পর ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে লেখনী ও মসীপাত্র সহ এক দিব্যরূপ পুরুষ বিনির্গত হন। তিনি চিত্রগুপ্তনামে জগতে খ্যাত হন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক তিনি ধর্ম্মরাজসমীপে প্রাণিগণের সদসৎ-কর্ম্মলেখনে নিযুক্ত হন। সেই অতীন্দ্রিয়জ্ঞানিপুরুষ ব্রহ্মার আদেশে দেবাগ্নিতে যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণ ভোজনকালে তাঁহাকে আহুতি দিয়া থাকেন। ব্রহ্মকায়োদ্ভব বলিয়া কায়স্থজাতি বলা হয়। তদ্বংশীয় কায়স্থগণ পৃথিবীতে নানা গোত্রে বিভক্ত আছেন। (২)

এই বিবরণ হইতে উপলব্ধি হয়, চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মার সর্ব্বকায়ে স্থিত

ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।
স্থিতির্ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্॥
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।
প্রজাঃ সৃজস্ব ভো পুত্র ভুবি ভাবসমন্বিতাঃ॥

(২) চিত্রগুপ্তধর্ম্মশ্চ তদুৎপত্তিসহিতঃ পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে উক্তো যথা—

ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্ বিনির্গতঃ।
দিব্যরূপঃ পুমান্ বিভ্রৎ মসীপাত্রঞ্চ লেখনীম্॥
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ।
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্মলেখায় স নিরূপিতঃ॥
ব্রহ্মণাঽতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্নের্যজ্ঞভুক্ স বৈ।
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাৎ আহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ॥
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে।
নানা গোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ॥

অর্থাৎ কায়-স্থ ছিলেন, তৎপর সেই কায় হইতে বিনির্গত হইয়া "কায়স্থ" এই জাতিনাম প্রাপ্ত হন।

(গ)

বাচস্পত্যাভিধানে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড হইতেও চিত্রদেব ও তৎসম্ভূত কায়স্থজাতির উৎপত্তিকথা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

সকল বস্তুর আশ্রয় বিচিত্র ভগবান্ জগতের হেতু। তাঁহা হইতে উৎপন্ন বৈচিত্র ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জগতের সকল তথ্য অবগতির জন্য ব্রহ্মা চিত্র ও বিচিত্র এই উভয়কে সচিবরূপে ধর্ম্মরাজকে প্রদান করেন। তাঁহারা অসৎদিগের দণ্ডদাতা, রাজনীতিবিশারদ, কায়স্থনামে খ্যাত এবং সকল কায়স্থের পূর্ব্বজাত। লেখনবিষয়ে নৈপুণ্যহেতু তাঁহারা শ্রেষ্ঠকার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

চিত্র ও বিচিত্র বর্ণধর্ম্মসম্বন্ধে ব্রহ্মার উপদেশ প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা বলিলেন, "তোমরা দুইজন ক্ষত্রিয়বর্ণস্থ, দ্বিজন্মা ও মহাশয়" ইত্যাদি (৩)

---

(৩) পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে সূতং প্রতি শৌনকাদ্যুক্তিঃ—

বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভগবচ্ছশ্বদাশ্রয়ঃ।
তদুদ্ভবোপি বৈচিত্রো জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ॥
চিত্রো বিচিত্র ইতি তদ্বিজ্ঞপ্তৌ তাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ দত্তাবস্য তু বেধসা॥
অসতাং দণ্ডনেতারৌ নৃপনীতিবিচক্ষণৌ।
কায়স্থসংজ্ঞয়া খ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বজৌ॥
লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্যপরায়ণৌ।

* * *

ব্রহ্মোবাচ—
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ॥

(ঘ)

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে চিত্রগুপ্তদেবের আর এক প্রকার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে (৪) :—

শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "হে দেবি, পুরাকালে পৃথিবীতে মিত্র নামে সতত সর্ব্বভূতের হিতে রত এক ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার চিত্র নামে এক পরমতেজস্বী পুত্র ও চিত্রা নামে এক রূপবতী ও শীলবতী কন্যা জন্মে। এ দুইয়ের জন্মমাত্রেই মিত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তাহার ভার্য্যা তাঁহার সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করেন। ঐ দীন শিশুদ্বয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন এবং মহারণ্যে শৈশব হইতেই ব্রতশীল হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া সূর্য্যবিগ্রহ স্থাপন করিয়া পরম তপস্যায় লিপ্ত হন। * * এইরূপে মিত্রকুলোদ্ভব চিত্র সর্ব্বজ্ঞতা

(৪) মিত্রো নাম পুরা দেবি ধর্ম্মাত্মাভূদ্ধরাতলে।
কায়স্থঃ সর্ব্বভূতানাং নিত্যং প্রিয়হিতে রতঃ॥
তস্যাপত্যং দ্বয়ং যজ্ঞে ঋতুকালাভিগামিনঃ।
পুত্রঃ পরমতেজস্বী চিত্রোনাম বরাননে॥
তথা চিত্রাভবৎ কন্যা রূপাঢ্যা শীলমণ্ডনা।
আভ্যাং তু জাতমাত্রাভ্যাং মিত্রঃ পঞ্চত্বমাপ্তবান্॥
অথ তস্য চ সা ভার্য্যা সহ তেনাগ্নিমাবিশৎ।
অথ তৌ বালকৌ দীনাবৃষিভিঃ পরিপালিতৌ॥
বৃদ্ধিং গতৌ মহারণ্যে বালাবেব স্থিতৌ ব্রতে।
প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য তপঃ পরমমাস্থিতৌ॥
প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং ভাস্করং বারিতস্করম্।
* * * *
ততঃ সর্ব্বজ্ঞতাং প্রাপ্তশ্চিত্রো মিত্রকুলোদ্ভবঃ।
তং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মরাজস্তু বুদ্ধ্যা চ পরয়া যুতং॥

লাভ করেন। পরমাবুদ্ধিযুক্ত তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ জানিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন—'এই মেধাবী লেখক হইলে আমার সর্ব্বসিদ্ধি এবং পরমাশান্তি লাভ হইবে।' ধর্ম্মরাজ এইরূপে চিন্তা করিতেছেন, এ দিকে চিত্র একদা অগ্নিতীর্থে যাইয়া স্নানার্থ লবণসমুদ্রে প্রবেশ করিলেন। এমন সময় ধর্ম্মরাজের আদেশে যমকিঙ্করগণ চিত্রকে সশরীরে যমপুরীতে লইয়া গেলেন। সেই চিত্রই বিশ্বচারিত্রলেখক চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হন। * * চিত্রপ্রতিষ্ঠিত সেই সূর্য্যবিগ্রহই প্রভাসক্ষেত্রে চিত্রাদিত্য নামে খ্যাত হইয়াছে।"

(ঙ)

আবার গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মা প্রথমে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং বিষ্ণু তাহা পালন করেন; রুদ্র জগৎ সংহার করিলে ব্রহ্মা পুনরায় তাহা নির্ম্মাণ করেন। তিনি সর্ব্বগত বায়ু এবং বর্দ্ধনশীলতেজোবিশিষ্ট সূর্য্যকে সৃষ্টি করেন। তৎপর চিত্রগুপ্তসহ ধর্ম্মরাজকে সৃষ্টি করেন। (৫)

চিন্তয়ামাস মেধাবী লেখকোঽয়ং ভবেদ্ যদি।
ততো মে সর্ব্বসিদ্ধিস্তু নিবৃত্তিশ্চ পরা ভবেৎ॥
এবং চিন্তয়তস্তস্য ধর্ম্মরাজস্য ভামিনি।
অগ্নিতীর্থগতশ্চিত্রঃ স্নানার্থং লবণাম্ভসি॥
স তত্র প্রবিশন্নেব নীতস্তু যমকিঙ্করৈঃ।
সশরীরো মহাদেবি যমাদেশপরায়ণৈঃ॥
স চিত্রগুপ্তনামাভূদ্ বিশ্বচারিত্রলেখকঃ।

এসিয়াটিক সোসাইটীর হস্তলিপি ১২৩ অঃ, ও "বঙ্গবাসী" সংস্করণ ১৩৯ অঃ।

(৫) ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পূর্ব্বং বিষ্ণুনা পালিতং তদা।
রুদ্রঃ সংহারমূর্ত্তিশ্চ নির্ম্মিতো ব্রহ্মণা ততঃ॥

(চ)

গরুড়পুরাণে আর এক স্থলে উক্ত হইয়াছে, ধর্ম্মরাজপুরীতে বিংশতি-যোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুর আছে, তথায় কায়স্থগণ প্রাণিগণের নিখিল পাপপুণ্যদর্শনে নিযুক্ত আছেন। (৬)

(ছ)

মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে

চিত্রগুপ্তরহস্যনামক ১৩০ অধ্যায়ে উক্ত আছে যে একদা ঋষিগণ, পিতৃগণ ও দেবগণ তপোবৃদ্ধা অরুন্ধতী দেবীর নিকট ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিতে উপস্থিত হন। দেবী অরুন্ধতী কপিলাদানাদি ধর্ম্মরহস্য বলিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপর যম বলিলেন, আপনার রমণীয় দিব্য ধর্ম্মকথা আমি শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আমার প্রিয় চিত্রগুপ্ত-কথিত ধর্ম্ম শ্রবণ করুন। এই ধর্ম্মরহস্য মহর্ষিদিগের এবং আত্মহিত-কামী মনুষ্যগণের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করা উচিত। যম চিত্রগুপ্তকথিত বিভিন্ন ধর্ম্মরহস্য বিবৃত করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া মহাদীপ্তিশালী সূর্য্যদেব পুলকিত হইলেন এবং সমুদয় দেবগণ ও পিতৃগণকে বলিলেন, মহাত্মা চিত্রগুপ্তকথিত ধর্ম্মের গূঢ়রহস্য আপনারা শ্রবণ করিয়াছেন,

---

বায়ুঃ সর্ব্বগতঃ সৃষ্টঃ সূর্য্যস্তেজোবিবৃদ্ধিমান্।
ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্টশ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ॥

৺রসিকমোহন চটোপাধ্যায় প্রকাশিত গরুড়পুরাণ—প্রেতকল্পে ৭ম অঃ।

(৬) চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যোজনানান্তু বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ॥

২।১৯ অঃ, বঃ সঃ গরুড়পুরাণ।

যে মানব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে এইরূপ দান করে তাহার আর ভয় নাই। (৭)

ধর্ম্মরহস্যবেত্তা চিত্রগুপ্ত দেবসমাজে কিরূপ সম্মানিত ছিলেন মহাভারতের এই বাক্য হইতে তাহা জানা যাইতেছে। যাঁহারা চিত্রগুপ্তকে ধর্ম্মরাজসদনে পাপপুণ্যের লেখকমাত্র মনে করেন এই সকল প্রমাণে তাঁহাদের অজ্ঞতা দূরীভূত হইবে।

(জ)

চিত্রগুপ্ত যে রণক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইতেন তাহারও প্রমাণ দৃষ্ট হয়। দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"মহাবল চিত্রগুপ্তও যমধ্বজাসমন্বিত ও মহিষারূঢ় হইয়া এবং বজ্রদণ্ড ধারণ করিয়া, নিষ্ঠুর কৃতান্ত সদৃশ দেবাসুরযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।" (৮)

(৭) রমণীয়া কথা দিব্যা যুষ্মত্তো যা ময়া শ্রুতা।
শ্রূয়তাং চিত্রগুপ্তস্য ভাষিতং মম চ প্রিয়ম্॥
রহস্যং ধর্ম্মসংযুক্তং শক্যং শ্রোতুং মহর্ষিভিঃ।
শ্রদ্দধানেন মর্ত্ত্যেন আত্মনো হিতমিচ্ছতা॥
* * * *
অয়ং চৈবাপরো ধর্ম্মশ্চিত্রগুপ্তেন ভাষিতঃ।
ফলমস্য পৃথক্তেন শ্রোতুমর্হন্তি সত্তমাঃ॥
* *
চিত্রগুপ্তমতং শ্রুত্বা হৃষ্টরোমা বিভাবসুঃ॥
উবাচ দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পিতৃংশ্চৈব মহাদ্যুতিঃ।
শ্রুতং হি চিত্রগুপ্তস্য ধর্ম্মগুহ্যং মহাত্মনঃ॥

(৮) আরূঢ়শ্চিত্রগুপ্তশ্চ কালকেতুসমন্বিতঃ।
কৃতান্তো নিষ্ঠুর ইব বজ্রদণ্ডো মহাবলঃ॥
দেবীপুরাণ, ৩৯ অঃ, বঃ সং।

(ঝ)

প্রসিদ্ধ যমতর্পণমন্ত্র হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে চিত্রগুপ্তদেব চতুর্দ্দশ যমের অন্তর্গত এক যম, এবং সর্ব্ববর্ণের তর্পণীয় ও প্রণম্য। (৯)

(ঞ)

ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্ববর্ণ ভোজনকালে অগ্রে চিত্রগুপ্তদেবকে অন্নবলি দান করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। (১০)

(ট)

ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে চিত্রগুপ্তদেবের পূজার বিধান চিরপ্রসিদ্ধ।

(ঠ)

চিত্রগুপ্তদেবের বংশবিস্তারসম্বন্ধে "ব্যবস্থাদর্পণ"-ধৃত যমসংহিতার বিবরণ এইরূপ :—

ব্রহ্মা স্থাবর জঙ্গম সমুদয় সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মরাজকে প্রাণিমাত্রের পাপ-পুণ্যের বিচারভার অর্পণ করেন। ধর্ম্মরাজ সেই গুরুভার বহনে অসমর্থ হইয়া ব্রহ্মার সমীপস্থ হইয়া বলিলেন, আমি একাকী এই বিপুল ভার বহনে অসমর্থ, আমাকে উপযুক্ত সহকারী প্রদান করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি স্থির হও, আমি তোমাকে উপযুক্ত সহকারী প্রদান করিতেছি, এই

---

(৯) যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ ॥
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ ॥

মৎস্যপুরাণ বঃ সঃ, ১০২ অঃ

(১০) চিত্রগুপ্তবলিং দত্ত্বা তদন্নং পরিষিচ্য চ।
অমৃতোপস্তরণমসীত্যাপোশনক্রিয়াং চরেৎ ॥

উশনঃসংহিতা ৩।৯৮, ব :

বলিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। তৎপর তাঁহার কায় হইতে চিত্রগুপ্ত নামে এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে ধর্ম্মরাজপুরে তাঁহার সহকারিত্ব গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। চিত্রগুপ্ত তপস্যা করিয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন এবং তদনন্তর ধর্ম্মরাজের সহিত মিলিত হইলেন।

এই সময় ধর্ম্মশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ অপত্যার্থী হইয়া ব্রহ্মার আরাধনা করেন। ব্রহ্মার প্রসাদে তিনি ইরাবতী নামে এক কন্যা লাভ করেন এবং চিত্রগুপ্তের সহিত সেই কন্যার বিবাহ দেন। তাঁহার গর্ভে চিত্রগুপ্তের ৮টী পুত্র হয়—চারু, সুচারু, চিত্র, মতিমান্, হিমবান্, চিত্রচারু, অরুণ ও অতীন্দ্রিয়। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী দেবকন্যা দক্ষিণা। তাঁহার গর্ভে চারি পুত্র হয়—ভানু, বিভানু. বিশ্বভানু ও বীর্য্যবান্। এই বিখ্যাত দ্বাদশ পুত্র মহীতলে বিরাজ করেন। চারু মথুরাতে বাস করিয়া মাথুর নাম প্রাপ্ত হন। সুচারু গৌড়দেশে বাস করিয়া গৌড় আখ্যা, চিত্র ভট্টনদীতীরে বাস করিয়া ভট্টনাগরিক, ভানু শ্রীবাসনগরে বাস করিয়া শ্রীবাস্তব সংজ্ঞা, অম্বাদেবীর আরাধনা করিয়া হিমবান্ অম্বষ্ঠ আখ্যা, মতিমান্ ভার্য্যাসহ স্থানান্তরে যাইয়া সখসেন আখ্যা, এবং বিভানু সুরসেন প্রদেশে যাইয়া সুরধ্বজ (সূর্য্যধ্বজ) নাম প্রাপ্ত হন। (১২)

(১২) এতস্মিন্নেব কালে তু ধর্ম্মশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ।
অপত্যার্থী চ ধাতারমারাধ্যমভজত্তদা॥
পরমেষ্ঠিপ্রসাদেন লব্ধ্বা কন্যামিরাবতীম্।
চিত্রগুপ্তায় তাং দত্ত্বা বিবাহমকরোত্তদা॥
চিত্রগুপ্তেন সা কন্যা অষ্টৌ পুত্রানজীজনৎ।
চারুঃ সুচারু শ্চিত্রাখ্যো মতিমান্ হিমবান্ তথা
চিত্রচারুশ্চারুণশ্চ অষ্টমোঽতীন্দ্রিয় স্তথা।
দ্বিতীয়া দেবকন্যা চ দক্ষিণা যা বিবাহিতা॥
তস্যাং পুত্রাশ্চ চত্বার স্তেষাং নামানি বৈ শৃণু।

পূর্ব্বে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু অধুনা স্মৃতিশাস্ত্রে নিম্ন বর্ণের পক্ষে উচ্চ বর্ণের কন্যা বিবাহ করায় নিষেধ দৃষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের কন্যা কেন বিবাহ করিলেন, এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। যমসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে ধর্ম্মশর্ম্মা ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া ইরাবতী নামে কন্যা লাভ করেন, এই কন্যা যে ধর্ম্মশর্ম্মার ঔরসজাতা তাহার প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ তিনি ব্রহ্মার মানসজাতা। তাহা হইলে ইরাবতীকে চিত্রগুপ্তের সহিত বিবাহ দেওয়াতে কোন দোষ হয় নাই। পরন্তু "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।"—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নিয়মভঙ্গেও দোষ হয় না। তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন এবং তাহা হইতে যদুবংশের উৎপত্তি হয়। ১৯৩০ সংবতে প্রদত্ত কাশীর পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাতেও এইরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের ব্যবস্থাপত্রে এই উপাখ্যান সবিস্তার উদ্ধৃত করিয়া উহা "অহল্যাকামধেনু" নামক প্রাচীন নিবন্ধের নবমবৎসধৃত ভবিষ্য-পুরাণীয় বচন উল্লেখ করিয়াছেন।

ভানুস্তথা বিভানুশ্চ বিশ্বভানুশ্চ বীর্য্যবান্॥
পুত্রা দ্বাদশ বিখ্যাতা বিচেরুস্তে মহীতলে।
মথুরায়াং গতশ্চারু র্মাথুরস্ত্বমিতো গতঃ॥
চারু র্গৌড়দেশে তু তেন গৌড়োঽভবন্নৃপ।
ভট্টনদীং গতশ্চিত্রো ভট্টনাগরিকঃ স্মৃতঃ॥
শ্রীবাসনগরে ভানু স্তস্মাচ্ছ্রীবাস্তসংজ্ঞকঃ।
অম্বামারাধ্য হিমবান্ তেনাম্বষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ॥
সভার্য্যো মতিমান্ গত্বা সখসেনত্বমাগতঃ।
সুরসেনং বিভানুশ্চ তেন সুরধ্বজঃ স্মৃতঃ॥

এক্ষণে চিত্রগুপ্তদেবের বর্ণধর্ম্মসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বাচস্পত্যধৃত পুরাণবচনের কথাই প্রথমে বলিতেছি। চিত্রগুপ্তদেব ব্রাহ্মণাদি সর্ব্বমানবের ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের অধিকার প্রাপ্ত হওয়াতে নিশ্চিত রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহাকে অসাধুদিগের দণ্ডনেতা ও রাজনীতিবিচক্ষণ এবং তৎসন্ততিগণকে ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক বলাতে তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব সূচিত হইতেছে। পরন্তু তাঁহার ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়বর্ণে স্থিতি সুস্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে। স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বর্ত্তমান আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে তদীয় ভুবনবিখ্যাত অভিধানে কায়স্থজাতিবিষয়ক প্রমাণপরম্পরা উদ্ধৃত করিয়া স্বয়ং যে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

"এবং চিত্রগুপ্তবংশ্যানাং চন্দ্রসেনবংশ্যানাঞ্চ (১৩) ক্ষত্রিয়বদুপনয়ন-বেদাধিকারে স্থিতে কালবশাৎ তদন্বয়জাতানাং উপনয়নাদিলোপাৎ

---

(১৩) বাচস্পত্য অভিধানে এবং অন্য বহু পুস্তক ও ব্যবস্থাপত্রে স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে বর্ণিত চান্দ্রসেনি কায়স্থদের উৎপত্তি বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার স্থূল কথা এই—পরশুরাম রাজর্ষি চন্দ্রসেনকে নিহত করিয়া তাঁহার গর্ভবতী পত্নীর অন্বেষণে দালভ্য ঋষির আশ্রমে গমন করেন এবং রাজমহিষীকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে ঋষিকে অনুরোধ করেন। দালভ্য তাঁহার সৎকার পূর্ব্বক রাজমহিষীকে উপস্থিত করিয়া বলেন—আপনার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করিলাম, এক্ষণে আমার একটী প্রার্থনা আছে তাহা আপনাকে পূর্ণ করিতে হইবে। রাম তাহাতে সম্মত হইলে মহর্ষি বলিলেন—এই রাজমহিষীর গর্ভস্থ শিশুটীকে আমি চাই। তদুত্তরে রাম বলিলেন—আমি ক্ষত্রিয়ান্তকারী, যাহার জন্য আমি আসিয়াছি আপনি তাহাই চাহিলেন! যাহা হউক, আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেই হইবে, কিন্তু আমার আজ্ঞা এই যে

ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বম্, ব্রাত্যানাঞ্চাকৃতপ্রায়শ্চিত্তানাং উপনয়নাদিরাহিত্যাৎ শূদ্রধর্ম্মত্বম্। * * ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তঞ্চ মিতাক্ষরায়ামাপস্তম্বেনোক্তং যথা যস্য পিতৃপিতামহাবনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং, যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশবার্ষিকং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং। * * বহুকালপতিতসাবিত্রীকস্যাপি প্রাগুক্ত-আপস্তম্ববচনেন প্রায়শ্চিত্তস্য বিধানাৎ তথা প্রায়শ্চিত্তাচরণে চ উপনয়নাদ্যধিকারিতা ভবিতুমর্হত্যেব।"

অর্থাৎ চিত্রগুপ্তবংশীয়দিগের এবং চন্দ্রসেনবংশীয়দিগের ক্ষত্রিয়বৎ উপনয়ন ও বেদাধিকার ছিল, কালবশে তাঁহাদের সন্ততিগণের উপনয়নাদি লোপহেতু এক্ষণে ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব হইয়াছে। ব্রাত্যগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ না করিলে উপনয়নাদিলোপহেতু তাহাদের শূদ্রবৎ ধর্ম্ম পালনীয় হয়। মিতাক্ষরাতে আপস্তম্বোক্ত ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের এই বিধান রহিয়াছে :—"যাহার পিতা ও পিতামহ অনুপনীত তাহাকে সংবৎসর ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে। আর যাহার প্রপিতামহাদিরও উপনয়ন স্মরণ হয় না তাহার দ্বাদশবার্ষিক ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যব্রত সম্পন্ন করিলে পর উপনয়ন হইবে।" সুতরাং বহুপুরুষযাবৎ যাহাদের উপনয়ন লোপ হইয়াছে তাহাদেরও

এই শিশু এখনও কায়-স্থ, সে ভূমিষ্ঠ হইলেও তাহার কায়স্থসংজ্ঞা হইবে, চিত্রগুপ্তের লেখ্যবৃত্তি তাহাকে শিক্ষা দিবেন, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধধর্ম্ম হইতে তাহাকে বারিত করিবেন। যথাকালে রাজমহিষীর গর্ভে সোমরাজ নামে পুত্র হয়, তিনি চিত্রগুপ্তবংশীয়া কন্যা বিবাহ করেন। তদ্বংশধরগণ যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ব্রত ও তীর্থে রত হন।

বর্ত্তমানে মহারাষ্ট্রে তাঁহাদের বাস, তথায় তাঁহারা চান্দ্রসেনি কায়স্থ প্রভু নামে পরিচিত।

পূর্ব্বোক্ত আপস্তম্ববচনমতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়নাদি সংস্কার গ্রহণের অধিকার আছে।

অতঃপর চিত্রগুপ্তদেবের বিভিন্ন উৎপত্তিবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(১) ভবিষ্যপুরাণীয় বিবরণ এই যে ব্রহ্মার কায় হইতে লেখনী ও মসীপাত্রসহ চিত্রগুপ্ত নামে এক দিব্য পুরুষ উৎপন্ন হন, তিনিই আদিকায়স্থ, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের জন্য তিনি ধর্ম্মরাজের সহকারী হইয়াছিলেন।

(২) পাদ্ম পাতালখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে বিচিত্র জগতের সকল তথ্য অবগতির জন্য ব্রহ্মা চিত্র ও বিচিত্র নামক দুই পুরুষকে সচিবরূপে ধর্ম্মরাজকে প্রদান করেন, তাঁহারা কায়স্থ নামে খ্যাত এবং সর্ব্বকায়স্থের পূর্ব্বজাত।

(৩) গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি রুদ্র সংহার করিলে ব্রহ্মা পুনরায় সৃষ্টি করেন, এবং বায়ু ও সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়া চিত্রগুপ্তসহ ধর্ম্মরাজকে সৃষ্টি করেন। যমলোকে বিংশতিযোজন-বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুরে কায়স্থগণ নিখিলজীবের পাপপুণ্য দর্শন করেন।

(৪) স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—পুরাকালে মিত্রনামে এক ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ ছিলেন, তাঁহার পুত্র চিত্র তপস্যাদ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া সশরীরে যমপুরে নীত হন এবং বিশ্বচারিত্রলেখক চিত্রগুপ্ত নাম খ্যাত হন।

ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারে চিত্র বা চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজের সহকারী এবং তিনি কায়স্থ এই বিষয়ে এই চারিটি পুরাণ প্রায় একমত। ভবিষ্য, পদ্ম ও স্কন্দপুরাণমতে ধর্ম্মরাজ পূর্ব্ব হইতে ছিলেন, চিত্রগুপ্ত পরে উৎপন্ন হইয়াছেন; কিন্তু গরুড়পুরাণমতে চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজের সহজন্মা। তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ইহা দ্বিতীয় সৃষ্টির কথা, সুতরাং অন্য পৌরাণিক বৃত্তান্তের

সহিত ইহার বিরোধ আছে এমন বলা যাইতে পারে না। কিন্তু ভবিষ্যপুরাণমতে ব্রহ্মকায় হইতে চিত্রগুপ্ত, পদ্মপুরাণমতে ব্রহ্মা হইতে চিত্র ও বিচিত্র, এবং স্কন্দপুরাণমতে মিত্র নামক কায়স্থ হইতে চিত্র বা চিত্রগুপ্ত উৎপন্ন হইয়াছেন। এস্থলে বহু প্রভেদ। প্রথমতঃ পদ্মপুরাণীয় বিচিত্র নামটী একটা সমস্যা উৎপাদন করিতেছে। প্রভাসখণ্ডে ১২৩ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে চিত্রই পরে চিত্রগুপ্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এই অধ্যায়ে বিচিত্র নামক কোন কায়স্থের উল্লেখ নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী ১৪৩ অধ্যায়ে যমলেখক মহাতপা বিচিত্রের নাম দৃষ্ট হয় :—

বিচিত্রেণ মহাদেবি লেখকেন যমস্য চ
স্থাপিতং তন্মহালিঙ্গং তপঃ কৃত্বা সুদুশ্চরম্ ॥২।১৪৩

প্রভাসখণ্ড বঃ সঃ

১৪২ অধ্যায়ে চিত্র-প্রতিষ্ঠিত চিত্রেশ্বর শিবলিঙ্গ, ১৪৩ অধ্যায়ে বিচিত্র-প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রেশ্বর শিবলিঙ্গ এবং ১৪৬ অধ্যায়ে ধর্ম্মরাজ-প্রতিষ্ঠিত যমেশ্বর শিবলিঙ্গের বর্ণনা রহিয়াছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে বিচিত্র নামেও একজন যমলেখক, তপোবলসম্পন্ন কায়স্থ ছিলেন। তিনি চিত্রের ভ্রাতা নহেন, কিরূপে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা প্রভাসখণ্ডে উক্ত হয় নাই। পাদ্ম পাতালখণ্ডে বলা হইয়াছে ব্রহ্মা ধর্ম্মরাজকে চিত্র ও বিচিত্র নামে দুইজন সচিব দিয়াছিলেন, এক্ষণে মুদ্রিত প্রভাসখণ্ডের প্রমাণেও দেখিতেছি চিত্র ব্যতীত বিচিত্র নামেও একজন প্রসিদ্ধ প্রভাবসম্পন্ন যমলেখক ছিলেন। অতএব স্কন্দপুরাণ ও পদ্মপুরাণের প্রমাণে এ বিষয়ে কোন বিরোধ নাই বলা যাইতে পারে। ভবিষ্যপুরাণীয় আখ্যানে কেবল চিত্রগুপ্তেরই কথা আছে, কিন্তু তদ্দ্বারা বিচিত্র নামক অপর একজন যমলেখকের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হইতেছে না, কারণ গরুড়পুরাণে দেখিতে পাই চিত্রগুপ্তপুরে বহু কায়স্থ নিখিলজীবের পাপপুণ্যদর্শনে নিযুক্ত আছেন।

দ্বিতীয় প্রভেদটী গুরুতর। স্কন্দপুরাণমতে চিত্রগুপ্ত আদি কায়স্থ নহেন, কারণ তাঁহার পিতা মিত্রও কায়স্থ ছিলেন, আর অন্য পৌরাণিক প্রমাণে চিত্র বা চিত্রগুপ্তই আদিকায়স্থ। পরন্তু স্কন্দপুরাণীয় চিত্র ব্রহ্মকায়সম্ভূত নহেন, ভবিষ্যপুরাণীয় এবং পাদ্ম সৃষ্টিখণ্ডোক্ত চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায়োদ্ভব। পণ্ডিতগণ বলেন দেবতাদের যে ভিন্নভিন্নরূপ উৎপত্তি পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে তাহা ভিন্ন ভিন্ন কল্পের উৎপত্তি। যদি তাহাই হয় তবে উৎপত্তিকথা তর্কের বিষয়ীভূত নহে। কিন্তু কোন্‌টী কোন্ কল্পের উৎপত্তি পুরাণে তাহার উল্লেখ নাই।

কোন কোন কৃতবিদ্য বন্ধু সময় সময় বলেন, "চিত্রগুপ্ত কাল্পনিক দেবতামাত্র, কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন, তাঁহার উৎপত্তিও একরূপ নহে, তাঁহার সম্বন্ধে এত গবেষণার কি প্রয়োজন? তাঁহাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ স্বীকার করিলেই বা কি লাভ, না করিলেই বা কি ক্ষতি?"

তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছি—চিত্রগুপ্ত কাল্পনিক দেবতা নহেন; বিভিন্ন কালের বিভিন্ন ব্যক্তির লিখিত মহাভারত, স্মৃতিসংহিতা, বহু পুরাণ প্রাচীন কাব্য ও নাটক এবং অধুনাতন বৈষ্ণবশাস্ত্রেও যাঁহার নাম দৃষ্ট হয়, তাঁহাকে অনৈতিহাসিক কাল্পনিক ব্যক্তি বলা যায় না। আমাদের মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদিশাস্ত্রই প্রাচীন কালের ইতিহাস। অতএব প্রাচীনকালে চিত্রগুপ্ত নামে এক প্রসিদ্ধ প্রতিভাবান্ পুরুষ ছিলেন ইহা অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই। পুরাণাদিতে প্রাচীন ইতিহাস বহু কল্পনাজালে জড়িত হইয়া দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে ইহা সত্য, তথাপি তাহা হইতেই প্রাচীন ঐতিহাসিক সত্য কল্পনামুক্ত করিয়া লোকের জ্ঞানগোচরে আনিতে হইবে, তাহাকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। শিব, বিষ্ণু, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী সকল দেবতারই উৎপত্তি-বিষয়ে পরস্পর বিভিন্নরূপ বিবরণ নানা শাস্ত্রগ্রন্থে দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের আরাধনা কেহ ত্যাগ করেন নাই, ঐরূপ

নামধেয় মহামহিমময় দেবপুরুষ বা মহাশক্তিমতী দেবনারী ছিলেন না এরূপ মনে করিবারও কোন হেতু নাই। বস্তুতঃ আর্য্যশাস্ত্রের কল্পনার ও অতিরঞ্জনের ভিতরেই প্রাচীন সত্যের সন্ধান লইতে হইবে।

ভবিষ্যপুরাণীয় কায়স্থোৎপত্তিপ্রসঙ্গকে অলঙ্কারমুক্ত করিলে একটী বৃহৎ সত্য প্রতিভাত হয়। তাহা এই যে, চিত্রগুপ্তই আদিলেখক, আর্য্যভারতে তিনিই প্রথমে লেখনী ও মসীসংযোগে লিপিকৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পুরাকালে শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রগুলি গুরুপ্রমুখাৎ শিষ্যপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল, তখন কিছু লিখিত হইত না। আর্য্যসমাজ ক্ষত্রিয়শ্রেণী গঠন করিয়া তাহার উপর প্রজাপালনের ভার অর্পণ করিলে, রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রজাবৃদ্ধি সহকারে তাহাদের অশেষবিধ ভূমিপরিমাণ, রাজস্বের হিসাব, সদসৎ কর্ম্মাদি কেবল স্মরণে রাখিয়া রাজ্যপরিচালন অসম্ভব হইয়াছিল। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, এই অসুবিধা প্রজাপালক ক্ষত্রিয়দিগেরই হইয়াছিল। তখন যে প্রতিভাবান্ ক্ষত্রিয় মসী ও লেখনীযোগে লিখন-কৌশল আবিষ্কার করিয়া সেই অসুবিধা দূর করিয়াছিলেন, তিনিই পুরাণের আলঙ্কারিক ভাষায় লেখনী, ছেদনী ও মসীভাজনসহ ব্রহ্মকায় হইতে আবির্ভূত হইলেন, এইরূপ বলা হইয়াছে। চিত্র বা লিপি রক্ষা করিতেন বলিয়া তিনি চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি মূলে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়াই তাঁহার হস্তে অসি দেওয়া হইয়াছে, আর তজ্জন্যই যথাবিধি ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে ইহাও বলা হইয়াছে।

চিত্রগুপ্ত লিপিকৌশল আবিষ্কার করিয়া আর্য্যসভ্যতায় এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, সশরীরে হিমালয়ের পরপারে যমলোকে নীত হইয়াছিলেন, তথায় ধর্ম্মরাজ যমের সহকারী বিশ্বচরিত্রলেখক পদে আসীন হইয়াছিলেন, তপস্যা দ্বারা দেবত্ব ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপে তিনি আর্য্য মানবের পূজার্হ ও তর্পণীয় হইয়াছিলেন। ইহাতে

অবিশ্বাসের কিছুই নাই। চিত্রগুপ্তের সন্ততিগণ পুরুষানুক্রমে রাজকীয় গণক, লেখক, অর্থসচিব ও সান্ধিবিগ্রহিক প্রভৃতির কার্য্য পরিচালন করিয়া কালসহকারে অসিজীবী ক্ষত্রিয়সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িলে, তাঁহাদের কায়স্থ এই নাম কল্পিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মার বিভিন্ন অঙ্গ হইতে যেমন চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে, তেমন ব্রহ্মার কায় হইতে কায়স্থের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে।

কায়স্থ যে চিত্রগুপ্তবংশধর ইহা চিরপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে, চিত্রগুপ্তদেবের দ্বাদশ পুত্র হইতে যে দ্বাদশ শাখা হইয়াছিল—শ্রীবাস্তব, সূর্য্যধ্বজ, মাথুর, বাল্মীক, গৌড়, অম্বষ্ঠ, সখসেন, করণ, নিগম, ভট্টনাগর প্রভৃতি—তাহা আজও আর্য্যাবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত আছে। বঙ্গীয় কায়স্থগণও আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত কান্যকুব্জাদি জনপদ হইতেই বঙ্গে আসিয়াছিলেন। অতি প্রাচীনকালে চিত্রগুপ্তের এক পুত্র সুচারু গৌড়ে বসতি করায় তাঁহার সন্ততিগণ গৌড় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এজন্য ব্যবস্থাদর্পণে পণ্ডিত শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালার পূর্ব্বতন কায়স্থগণ চিত্রগুপ্ততনয় সুচারুর বংশধর। কাশীর ভৃগু-কোষ্ঠীর কথা অনেকে শুনিয়াছেন, বহু বঙ্গীয় কায়স্থের জন্মকুণ্ডলী কাশীর ভৃগু কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া কোষ্ঠী লইয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাতে জাতিবিচারে প্রত্যেকেই 'চিত্রগুপ্তবংশজাত' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এ অবস্থায় বঙ্গীয় কায়স্থ যে চিত্রগুপ্তসন্তান তাহা অস্বীকার করিবার উপায় কি? আর চিত্রগুপ্তবংশধর বলিলে অগৌরব কি? বরং তাহাতেই অশেষ গৌরব। অমিতপ্রতিভাবান্ যে মহান্ পুরুষ সশরীরে দেবলোকে নীত হইয়া নিখিল মানবের ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি সর্ব্বমানবের প্রণম্য, তর্পণীয় ও অর্চ্চনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, যিনি অসাধুগণের দণ্ডদাতা, রাজনীতিবিচক্ষণ, পরমধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছেন,

যাঁহাকে দ্বিজগণ ভোজনকালে আহুতি দিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, দেবগণ ও মহর্ষিগণ যাঁহার ভাষিত ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতেন, সেই সর্ব্বলোকপূজ্য ভগবান্ চিত্রগুপ্তের বংশধর বলিয়া পরিচয়দানের অধিকার নিশ্চয়ই গৌরবজনক।

শাস্ত্রের অনেক কথা কাল্পনিক বা আলঙ্কারিক হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রে যে কথা যে ভাবে আছে, তদ্দ্বারাই জাতির পূর্ব্বতন উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করিতে হইবে। আর্য্যসমাজে পূর্ব্বকালে কোন্ জাতি কিরূপ মর্য্যাদাসম্পন্ন ছিল তাহার সন্ধান করিতে হইলে এই সকল শাস্ত্রোক্তিই আমাদের পথপ্রদর্শক আলোকবর্ত্তিকা। প্রতিকূল ও অনুকূল সকল কথার পর্য্যালোচনা করিয়া ঐতিহ্যতত্ত্ব কল্পনাজাল হইতে মুক্ত করিয়া সত্য নির্ণয় করিতে হইবে। চিত্রগুপ্তবংশধর না বলিলে কায়স্থের ভয়াবহ ক্ষতি; প্রথমতঃ, সত্যের অপলাপজনিত পাপ, দ্বিতীয়তঃ, আর্য্যসমাজে নিজের জাতিমূল অস্বীকার করিলে তৃণের ন্যায় ভাসিতে হয়। যতকাল জাতিভেদ আছে ততকাল আপন জাতির অস্তিত্ব ও সম্ভ্রমরক্ষার চেষ্টা করিতেই হইবে। যাঁহারা চন্দ্রবংশীয় বা সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন তাঁহারা স্ব স্ব বংশের অলৌকিক পৌরাণিক উৎপত্তিকথা স্মরণ করিয়াই গৌরব বোধ করেন। অবশ্য আজিকার দিনে বুদ্ধিজীবী কায়স্থজাতি কোন অন্ধবিশ্বাস লইয়া থাকিতে পারে না, তাহাকে সততই সত্যের অনুসন্ধান ও সত্যকেই অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু বিনা শ্রমে সত্য উদ্ধারের আগ্রহে অসত্যের সহিত সত্যকেও ত্যাগ করিলে বহু অকল্যাণ হইতে পারে।

কেহ কেহ বাচস্পত্যাভিধান ও ব্যবস্থাদর্পণধৃত বচনাবলীর প্রামাণিকতা লইয়া এই তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন যে ঐ সকল বচন বর্ত্তমানের মুদ্রিত পুস্তকে বা হস্তলিপিতে দৃষ্ট হয় না।

এ তর্ক অকিঞ্চিৎকর। কারণ অধুনা পুরাণের যে সকল হস্তলিপি

বা মুদ্রিত পুস্তক দৃষ্ট হইতেছে তৎসমুদয় খণ্ডিত। যুগযুগান্তর ধরিয়া কীটদষ্ট জীর্ণ পুস্তক শতশতবার নূতন নূতন লোকের দ্বারা নূতন উপকরণে লিখিত হইয়াছে। তাহাতে লেখকের অভিরুচি অনুসারে বহু বচন-প্রমাণ শাস্ত্র হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং নূতন নূতন কল্পিত কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এজন্য দেখা যায় একই পুরাণের কোন দুইখানা লিপি একরূপ নহে। ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে স্বর্গীয় রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় গরুড়পুরাণ সানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত বর্ত্তমান "বঙ্গবাসী" সংস্করণের বহু প্রভেদ লক্ষিত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটীতে বা কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত পুরাণ ও স্মৃতির হস্তলিপির সহিতও "বঙ্গবাসী" সংস্করণের বিস্তর অনৈক্য দৃষ্ট হইতেছে।

হিন্দুরাজত্বকালে কায়স্থজাতি রাজ্যশাসনব্যাপারে অতিশয় ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং সেই ক্ষমতার অপব্যবহার যে তাঁহারা করিতেন তদ্বিষয়ে বহু শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। এজন্য কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের উৎকর্ষজ্ঞাপক বচন প্রমাণাদি শাস্ত্র হইতে উৎক্ষিপ্ত করিয়া এবং স্থলবিশেষে গ্লানিজনক বচন রচনা করিয়া তাহাদিগকে লোকসমাজে হেয় করিতে বিশেষ প্রয়াস করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডের এবং ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রনামা অশাস্ত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডের যতগুলি হস্তলিপি ও মুদ্রিত পুস্তক পাইয়াছি তাহার প্রত্যেকটিতেই বিষয়সূচীতে "কায়স্থানাং সমুৎপত্তিং গয়া-ব্যাখ্যানমেব চ" বর্ণিত হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা আছে, কিন্তু পুস্তকমধ্যে কায়স্থের সম্যক্ উৎপত্তিবিবরণ দূরে থাকুক, কায়স্থের কোন প্রসঙ্গই নাই। যাঁহারা এই উৎপত্তিবিবরণ পুস্তকের ভিতর হইতে তুলিয়া ফেলিয়াছেন তাঁহারা বিষয়সূচী হইতে "কায়স্থানাং সমুৎপত্তিং" কথাটীও

লোপ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেইজন্য এই চরম বিদ্বেষ কিঞ্চিৎ ধরা পড়িয়াছে। বাচস্পত্য অভিধানধৃত ভবিষ্যপুরাণীয়, পদ্মপুরাণীয় ও স্কন্দপুরাণীয় বচনসম্বন্ধেও সেই কথা। উক্ত অভিধান প্রণয়নকালে বাচস্পতিমহাশয় প্রাচীন হস্তলিপিতে ঐ সকল বচন অবশ্যই দেখিয়াছিলেন, পরে তাহাও বিলুপ্ত হইয়াছে। তিনি কায়স্থদের বাড়াইবার জন্য ঐ সকল বচন রচনা করিয়া অত বড় দায়িত্বপূর্ণ কোষগ্রন্থপ্রণয়নে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন, একথা কেহই বিশ্বাস করিবে না।

আমরা দেখিতে পাই মিতাক্ষরা, বীরমিত্রোদয় প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধে অনেক ব্যাসবচন, অত্রিবচন, যমবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহা বর্ত্তমান ব্যাসসংহিতা, অত্রিসংহিতা বা যমসংহিতায় নাই। এমন কি, রঘুনন্দন তদীয় অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে বিভিন্ন স্মৃতির যে সকল বচন ধরিয়াছেন তাহারও অনেক বচন বর্ত্তমানের প্রচলিত স্মৃতিসংহিতায় পাওয়া যায় না। তথাপি মিতাক্ষরা, বীরমিত্রোদয়, অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব প্রভৃতি নিবন্ধধৃত সমুদয় বচনই প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়। কেন তাহা হয়? কারণ ঐ সকল বচন ঐ সকল সংহিতায় নিশ্চয়ই তাঁহারা দেখিয়াছেন, ইহাই সকলে বিশ্বাস করে। এই কারণে বাচস্পত্যধৃত পুরাণবচনগুলিও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অশেষশাস্ত্রবিদ্ বাচস্পতি মহাশয় ঐ সকল নিবন্ধকার হইতে বিদ্যায় হীন ছিলেন একথা বলা যাইতে পারে না। ঐ সকল নিবন্ধ হইতে তাঁহার বিপুল কোষগ্রন্থ অনেক অধিক গবেষণার ফল ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব বলিতে হইবে বাচস্পত্যধৃত রচনাবলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন যুক্তিসহ তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে না।

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মান্য "বঙ্গবাসী" সংস্করণের স্কন্দ ও গরুড় পুরাণে কায়স্থের যে উল্লেখ আছে তদ্দ্বারাও তাঁহার দ্বিজাতিত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বই প্রমাণিত হইতেছে। গরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—যমলোকে

বৃহৎ চিত্রগুপ্তপুরে কায়স্থগণ নিখিলমানবের পাপপুণ্য দর্শন করিতেছেন। ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ব মানবের পাপপুণ্য দর্শনের অধিকার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে কায়স্থ দ্বিজাতি এবং ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইতে নিম্নতর হইতে পারেন না। স্কান্দ প্রভাসখণ্ডে ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ মিত্রের পুত্র চিত্র আশৈশব ঋষিগণ দ্বারা পালিত এবং ব্রতে ও তপস্যায় দীক্ষিত হইয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া সশরীরে যমলোকে নীত হইয়া বিশ্বমানবের চরিতলেখক ধর্ম্মরাজসহকারিপদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এইরূপ পরিচয় যাঁহার তিনি কি অদ্বিজ শূদ্র? যদি তাহাই হয় তবে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি সর্ব্ববর্ণের এই শূদ্রত্বপদই একান্ত স্পৃহণীয় হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইয়া কেহ ধর্ম্মে কর্ম্মে এতদপেক্ষা বড় হইতে পারেন নাই। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মরাজের সহকর্ম্মকারী ধর্ম্মবিচারক বলিয়া চিত্রগুপ্তও ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় না হইলে তাঁহাকে, সুতরাং তৎসন্ততি কায়স্থজাতিকেও, ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে। অকপট বিবেকবান্ ব্যক্তিমাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন।

পুরাণে মিত্র ধর্ম্মাত্মা এবং সতত সর্ব্বভূতের হিতে রত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহা সত্ত্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণের লক্ষণ। ঋতুকালে স্বীয় ভার্য্যাতে অভিগমন করায় তাঁহার চিত্র ও চিত্রা নামে পুত্র ও কন্যা যমজ উৎপন্ন হন। মিত্র তখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পত্নীও পতির চিতায় আরোহণ করিয়া সহমৃতা হন। তদবধি চিত্র ও চিত্রা বনে ঋষিগণকর্ত্তৃক পালিত এবং ব্রত ও তপস্যায় দীক্ষিত হন। ইহাও ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। কালক্রমে চিত্র তপস্যা দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া দেবলোকে নীত হইলে চিত্রা ভ্রাতৃবিরহে বিষাদিতা হইয়া দেহত্যাগ করিয়া এক পুণ্যতোয়া নদীতে পরিণতা হন। বস্তুতঃ ভ্রাতা চিত্র অপেক্ষা ভগ্নী চিত্রার কাহিনী কম গৌরবের কথা নহে। "বঙ্গবাসী" সংস্করণ প্রভাসখণ্ডের ১৪০ অধ্যায়ে সেই পুণ্যকথা

বর্ণিত আছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে—"মহাপ্রাজ্ঞ মহাত্মা চিত্রগুপ্ত সমুদ্র হইতে সশরীরে যমপুরে নীত হইলে পরমদুঃখিতা চিত্রা ভ্রাতার অন্বেষণে এক নদীতে পরিণতা হইয়া সাগরে গমন করেন। দ্বিজাতিগণ এই নদীকেই চিত্রপথা নাম দিয়াছেন। তাহাতে স্নান করিয়া নরনারী-গণ চিত্রপ্রতিষ্ঠিত চিত্রাদিত্য নামক সূর্য্যবিগ্রহ দর্শন করিলে সূর্য্যলোকে গমন করিয়া থাকেন। হে দেবী, বর্ত্তমান কলিযুগে সেই নদী অন্তর্ধান করিয়াছে, প্রাবৃট্‌কালে কখনও দৃষ্ট হয়। তাহাতে স্নানদান সর্ব্বপাতক-নাশন, সর্ব্বকালেই তাহার দর্শন পুণ্যজনক। ঐ নদী দর্শন করিয়া স্বর্গস্থ পিতৃগণ আনন্দে নৃত্য করেন এবং সামগান করেন, আর বলেন আমাদের কোন বংশধর এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে আমাদের কল্পান্তস্থায়িনী প্রীতি উৎপাদন করিবে। ইহা জানিয়া মানবগণ এই নদীতে স্নান ও পিতৃগণের প্রীতির জন্য শ্রাদ্ধ করিবে।" এই সমস্ত কথাই মিত্রকুলের অসাধারণ উৎকর্ষের পরিচায়ক। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কুলেই এইরূপ সত্ত্বগুণাধার বহু নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; শূদ্রবর্ণের যে যে লক্ষণ ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার তুলনা করুন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যে যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে তাহার সহিতও তুলনা করুন। চিত্ত হইতে বিদ্বেষবুদ্ধি মুছিয়া ফেলিয়া ক্ষণকালের তরে চক্ষুষ্মান হইয়া এই সকল শাস্ত্রবচনের আলোচনা করুন। তাহাতে সকল সংশয় অপনীত হইবে।

যে চিত্রগুপ্ত স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের মুদ্রিত পৌরাণিক তর্পণমন্ত্রে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্বমানবের নমস্য ও তর্পণীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, যিনি তাঁহাদেরই প্রকাশিত মহাভারতে দেবগণ ও মহর্ষিগণের মান্য ধর্ম্মবেত্তা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রচারিত ধর্ম্মশাস্ত্রে যাঁহাকে দ্বিজাতিগণ ভোজনকালে অন্নবলি দিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, তিনিও কি দ্বিজাতি নহেন? যমতর্পণমন্ত্রে চিত্রগুপ্ত চতুর্দ্দশ যম মধ্যে একজন

যম বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছেন। শ্রুতিতে যম ক্ষত্রিয়দেবতা (১৪) বলিয়া উক্ত হওয়াতে তদ্দ্বারা চিত্রগুপ্তেরও ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে কোন সৎ তর্ক এ যাবৎ আমরা শুনিতে পাই নাই।

এক্ষণে আমরা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের উজ্জ্বল ধ্যানমন্ত্র স্মরণ করিয়া তাঁহার লোকপাবন চরিতকথা পরিসমাপ্ত করিতেছি।

চিত্রগুপ্তং ঘনশ্যামং কমলায়তলোচনম্।
কম্বুগ্রীবং বিশালোরঃস্থলহারবিরাজিতম্॥
লেখনীং বজ্রদণ্ডঞ্চ মসীপাত্রমসিং তথা।
চতুর্ভি র্বাহুভির্নিত্যং বিভ্রতং মহিষধ্বজম্॥
বিচিত্রাসনমারূঢ়ং দিব্যাম্বরধরং পরম্।
জীবানাং পুণ্যপাপানি গণয়ন্তমহর্নিশম্॥
বিদ্যুদ্দামসমুদ্ভাসি ত্রিবৃদ্ যজ্ঞোপবীতকম্।
ব্রহ্মঘোষনিনাদেন মুখরীকৃতদিঙ্মুখম্॥
ধীমন্তং ধারণাধীশং ধ্যানস্তিমিতলোচনম্।
গুণাধীশং গুণাতীতং চিন্তয়েচ্চিন্তিতার্থদম্॥

কায়স্থের জাতীয় বৃত্তি ও অধিকার।

রাজ্যশাসনে অসি অপেক্ষা লেখনীর প্রভাব কম নহে। পুরাকালে যে সকল ক্ষত্রিয় রাজ্যরক্ষার জন্য লেখনী পরিচালনে নিয়োজিত

---

(১৪) বৃহদারণ্যক শ্রুতি ১ম অধ্যায়—

"যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রানীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যু রীশানঃ"। ব্যবস্থাদর্পণেও চিত্রগুপ্তদেবের ক্ষত্রিয়ত্ববিষয়ক প্রমাণ মধ্যে যমতর্পণ মন্ত্র ও এই শ্রুতিবাক্য ধৃত হইয়াছে।

হইয়াছিলেন কালক্রমে তাঁহারাই কার্য্যের ভিন্নতা হেতু অসিজীবী ক্ষত্রিয় সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া কায়স্থ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এজন্য লেখকতাই কায়স্থ ক্ষত্রিয়দিগের জাতীয় বৃত্তিরূপে গণ্য হইয়াছিল। ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও পুরাণে এবং প্রাচীন তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে তাহার বিস্তর প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

বিষ্ণুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—লেখ্য (দলিল) তিন প্রকার, রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক ও অসাক্ষিক। রাজার ধর্ম্মাধিকরণে (বিচারালয়ে) রাজনিযুক্ত কায়স্থের দ্বারা লিখিত এবং ধর্ম্মাধিকরণের অধ্যক্ষের (বিচারপতির) সহিমোহর করা যে দলিল তাহাই রাজসাক্ষিক দলিল। (১৫)

বৃহৎপরাশর সংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে—রাজা শুচি, জ্ঞানবান্, ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে মুদ্রাকরান্বিত (সহি মোহর প্রদানের অধিকারযুক্ত) করিবেন, এবং লেখ্যরচনায় বিচক্ষণ কায়স্থদিগকে লেখক নিযুক্ত করিবেন। (১৬)

মনুসংহিতার ভাষ্যে মেধাতিথি লিখিয়াছেন—রাজার ব্রহ্মোত্তর ভূম্যাদির শাসনপত্র কায়স্থহস্ত লিখিত হইলেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। (১৭)

---

(১৫) অথ লেখ্যং ত্রিবিধম্। রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্॥ ৩।৭ অঃ, বিষ্ণুস্মৃতি।

(১৬) শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যবিচক্ষণান্॥
১০।১০ অঃ, বৃহৎপরাশর সংহিতা।

(১৭) রাজাগ্রহারশাসনান্যেককায়স্থহস্তলিখিতান্যেব প্রমাণী ভবন্তি।
মনুভাষ্য, ৩য় শ্লোক, ৮ অঃ।

এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে যে রাজকীয় যাবতীয় দলিল পত্র কায়স্থেরাই লিখিতেন এবং কায়স্থকৃত না হইলে কোন দলিলই পাকা দলিল হইত না।

শুক্রাচার্য্য তদীয় নীতিশাস্ত্রে লিখিয়াছেন—প্রত্যেক গ্রামে রাজা ব্রাহ্মণকে গ্রামপতি (বিবাদমীমাংসক), কায়স্থকে লেখক, বৈশ্যকে কর-আদায়কারী এবং শূদ্রকে চৌকিদার নিযুক্ত করিবেন। (১৮)

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—ঠক, তস্কর, দুর্ব্বৃত্ত ও মহা-সাহসিকগণের দ্বারা নিপীড়িত প্রজাগণকে, বিশেষতঃ কায়স্থগণের দ্বারা পীড্যমান প্রজাদিগকে রাজা রক্ষা করিবেন। (১৯) রাজ্যের যাবতীয় লিখন কার্য্য ও দলিলপত্র কায়স্থদের অধিকারভুক্ত থাকায় তাঁহারা অনেক সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেন তাহা এই স্মৃতিবচন হইতে জানা যাইতেছে। মিতাক্ষরা নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতিনিবন্ধে বিজ্ঞানেশ্বর এই যাজ্ঞবল্ক্যবচনের টীকায় লিখিয়াছেন—কায়স্থেরা গণক ও লেখক, তাহাদের দ্বারা নিপীড়িত প্রজাকে বিশেষরূপে রক্ষা করিবে, কারণ তাহারা রাজবল্লভ (রাজার প্রিয়পাত্র) এবং অতি চতুর বলিয়া দুর্ণিবার (প্রজাগণ কিছুতেই তাহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেনা)। (২০)

---

(১৮) গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখক স্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যোহি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥
৪২৮।২ অঃ, শুক্রনীতি।

(১৯) চাটতস্করদুর্ব্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥
৩৩৩।১ অঃ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

(২০) কায়স্থা গণকা লেখকাশ্চ। তৈঃ পীড্যমানা বিশেষতো রক্ষেৎ। তেষাং রাজবল্লভতয়াতিমায়াবিত্বাচ্চ দুর্ণিবারত্বাৎ॥
মিতাক্ষরা, ব্যবহারাধ্যায়।

এজন্যই সোমদেব তদীয় কথাসরিৎসাগরে একস্থলে লিখিয়াছেন—কায়স্থ একাই ব্রহ্মা ও রুদ্রের কার্য্য করেন, তিনি লিখিয়া সৃষ্টি করেন, আবার ক্ষণকালমধ্যে করস্থিত জগৎকে বিনষ্ট করেন। (২১)

বীরমিত্রোদয় নামক স্মৃতিনিবন্ধে মিত্রমিশ্র ব্যাসবচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—রাজা শব্দশাস্ত্রজ্ঞ, শুচি, জিতক্রোধ, অলুব্ধ, সত্যবাদী ব্যক্তিকে স্ফুটলেখক, এবং ত্রিস্কন্ধ, জ্যোতিষাভিজ্ঞ, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তিকে গণক নিযুক্ত করিবেন। এই ব্যাসবচন হইতে জানা যাইতেছে যে গণক ও তৎসহকারী লেখক দ্বিজাতি। (২২)

মৎস্যপুরাণে লেখকের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—যিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, উপায়বাক্যকুশল (যে স্থলে যেরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আবশ্যক তাহা নির্ণয় করিতে যিনি দক্ষ—অর্থাৎ যিনি Diplomacy উত্তমরূপে জানেন) এবং অল্প কথায় যিনি বহু অর্থ ব্যক্ত করিতে পারেন, এইরূপ ব্যক্তিকে রাজা লেখক পদে নিযুক্ত করিবেন। (২৩)

(২১) কায়স্থো হি করোত্যেকো ব্যাপারং ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ।
লিখত্যুৎপুংসয়তি চ ক্ষণাদ্ বিশ্বং করস্থিতম্॥
৭২ অঃ, কথাসরিৎসাগর।

(২২) স্ফুটলেখং নিযুঞ্জীত শব্দলাক্ষণিকং শুচিম্।
স্ফুটাক্ষরং জিতক্রোধমলুব্ধং সত্যবাদিনম্॥
ত্রিস্কন্ধং জ্যোতিষাভিজ্ঞং স্ফুটপ্রত্যয়কারকম্।
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ॥

শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন মিত্যুক্তে র্গণকো দ্বিজাতি স্তৎসাহচর্য্যাৎ লেখকোঽপি দ্বিজাতিঃ॥

ব্যবহারাধ্যায়, বীরমিত্রোদয়।

(২৩) উপায়বাক্যকুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
বহ্বর্থবক্তা চাল্পেন লেখকঃ স্যান্নৃপোত্তমঃ॥
১১৫ অঃ, মৎস্যপুরাণ।

গরুড়পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—মেধাবী, বাক্‌পটু, প্রাজ্ঞ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী সাধু ব্যক্তি রাজার লেখক হইবেন। (২৪)

শুক্রনীতিতে উক্ত হইয়াছে—গণক অর্থ গণনা করিবে এবং লেখক ন্যায্য লিখিবে। শুচি, গণনাকুশল, শব্দ ও অভিধানতত্ত্বজ্ঞ এবং বিবিধ প্রাদেশিক লিপি যাঁহারা জানেন রাজা এইরূপ ব্যক্তিগণকে গণক ও লেখক নিযুক্ত করিবেন। (২৫)

আজকাল Accountant-General (মুখ্যগণক), Finance Minister (অর্থসচিব), Revenue Minister (রাজস্বমন্ত্রী), Foreign Minister (পররাষ্ট্রসচিব), War Minister (সামরিক মন্ত্রী বা সান্ধিবিগ্রহিক) বলিতে আমরা যাহা বুঝি, প্রাচীন ভারতে কায়স্থ গণক ও লেখকেরাই সেই সকল উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে মহর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া বলিতেছেন—রাজ্যের আয়ব্যয়গণনা কার্য্যে নিযুক্ত সমুদয় গণক ও লেখকগণ প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে আপনার আয় ব্যয় নিরূপণ করেন ত? (২৬)

(২৪) মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী হ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ॥
১১২ অঃ, গরুড়পুরাণ, উত্তরখণ্ড।

(২৫) গণকো গণয়েদর্থং লিখেন্ন্যায্যঞ্চ লেখকঃ॥
শব্দাভিধানতত্ত্বজ্ঞৌ গণনাকুশলৌ শুচী।
নানালিপিজ্ঞৌ কর্ত্তব্যৌ রাজ্ঞা গণকলেখকৌ॥
৪ অঃ, শুক্রনীতি।

(২৬) কচ্চিচ্চায়ব্যয়ে যুক্তাঃ সর্ব্বে গণকলেখকাঃ।
অনুতিষ্ঠন্তি পূর্ব্বাহ্নে নিত্যমায়ব্যয়ং তব॥
৪ অঃ, মহাভারত, সভাপর্ব্ব।

তখন গণক ও লেখকেরাই যে অর্থ সচিবের কার্য্য করিতেন, তাহা মহাভারতের এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

মিতাক্ষরাতে এইরূপ ব্যাসবচন উদ্ধৃত হইয়াছে—রাজার সন্ধি-বিগ্রহকারী যে লেখক তিনি স্বয়ং রাজার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া রাজশাসন লিখিবেন। (২৭)

অপরার্কও তদীয় যাজ্ঞবল্ক্যনিবন্ধে এইরূপ ব্যাসবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—সন্ধিবিগ্রহ-লেখক স্বয়ং রাজার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া তামার পাতে বা অন্য সাধারণ পাতে রাজশাসন লিখিবেন। (২৮)

সন্ধি ও বিগ্রহ (যুদ্ধ) বিষয়ক ব্যাপার যিনি নির্ব্বাহ করিতেন তিনিই সন্ধিবিগ্রহকারী; তদ্বিষয়ে উপায়বাক্যকুশল, অল্প কথায় বহুঅর্থ বক্তা যে মেধাবী লেখক তিনিই সন্ধিবিগ্রহ-লেখক। স্থূল কথা, আজিকার পররাষ্ট্রসচিব ও সমরসচিবই পূর্ব্বকালে সন্ধিবিগ্রহকারী, সন্ধিবিগ্রহ-লেখক বা সান্ধিবিগ্রহিক নামে অভিহিত হইতেন এবং এই সকল পদে কায়স্থগণই নিযুক্ত হইতেন। হিন্দুরাজত্বকালের যে সকল তাম্রশাসন এবং শিলালিপি এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সাক্ষ্যদান করিতেছে। প্রাচীনকালে আর্য্য নৃপতিগণ ব্রাহ্মণকে বা অন্য গুণবান্ ব্যক্তিকে ভূমিদান করিয়া তামার পাতে বা শিলাফলকে তাহার চিরস্থায়ী শাসনপত্র লিখিয়া দিতেন। তাহাতে চারিটী বিষয় লিখিত হইত—যে রাজা দান করিতেছেন তাঁহার পরিচয়, যাহাকে দান

(২৭) সন্ধিবিগ্রহকারী তু ভবেদ্ যস্তস্য লেখকঃ।
স্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেদ্ রাজশাসনম্॥
মিতাক্ষরা, আচারাধ্যায়।

(২৮) রাজ্ঞা তু স্বয়মাদিষ্টঃ সন্ধিবিগ্রহলেখকঃ।
তাম্রপট্টে পটে বাঽপি প্রলিখেদ্ রাজশাসনম্॥
অপরার্কের যাজ্ঞবল্ক্যনিবন্ধ।

করিতেছেন তাহার পরিচয়, যে বস্তু দান করিতেছেন তাহার পরিচয়, এবং যিনি ঐ শাসনপত্রের লেখক তাঁহার পরিচয়; তদ্ব্যতীত শাসন পত্র প্রদানের তারিখ থাকিত। সুতরাং এই সকল শাসন পত্রই পুরাতত্ত্বনির্ণয়ে ঐতিহাসিকগণের প্রধান অবলম্বন এবং কায়স্থজাতির পূর্ব্বগৌরব, অধিকার ও বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধেও এই সকল ঐতিহাসিক লিপি নিঃসন্দেহ প্রমাণ।

কোশলাধিপতি মহাভবগুপ্তের একখানা তাম্রশাসনে লেখকের পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে—এই ত্রিফলী (তিনটী ফলকযুক্ত) তাম্রশাসন আদিত্যপুত্র প্রবিশুদ্ধ কায়স্থ মহাসান্ধিবিগ্রহী রাণক শ্রীমল্লদত্ত কর্ত্তৃক লিখিত হইল। (২৯)

চেদিরাজ জাজল্লদেবের একখানি শিলালিপিতে চিত্রগুপ্তজ শ্রীবাস্তব বংশীয় লেখক রত্নসিংহের এইরূপ পরিচয় রহিয়াছে—কাশ্যপীয় ও অক্ষপাদীয় নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তর্কে বিপক্ষবাদিগণের সিংহস্বরূপ, মামেপুত্র, বাস্তব্যবংশকমলের ভানুসদৃশ ধীমান রত্নসিংহ কর্ত্তৃক এই সুললিত প্রশস্তি রচিত হইল। (৩০)

চেদিরাজ পৃথ্বীদেবের শিলাফলকে এই রত্নসিংহের পুত্র দেবগণের এইরূপ পরিচয় লিখিত হইয়াছে—নিখিল শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা যাহার বুদ্ধি

---

(২৯) লিখিতমিদং ত্রিফলিতাম্রশাসনং মহাসান্ধিবিগ্রহিরাণক শ্রীমল্লদত্ত প্রবিশুদ্ধকায়স্থ আদিত্যসুতেনেতি। Indian Antiquary, Vol. V, p. 57.

(৩০) কাশ্যপীয়াক্ষপাদীয়-নয়সিদ্ধান্তবেদিনা।
বিপক্ষবাদিসিংহেন রত্নসিংহেন ধীমতা॥
বাস্তব্যবংশকমলাকরভানুনেয়ং
মামেসুতেন রচিতা রুচিরা প্রশস্তিঃ॥

Epigraphica Indica, Vol. I, P. 42.

বিশুদ্ধ হইয়াছে, কাব্য শাস্ত্রে যিনি সুপণ্ডিত, যিনি সৎতর্কসাগরের পারগামী, দণ্ডনীতি জ্ঞানে যিনি ভার্গব শুক্রাচার্য্য সদৃশ, সেই দেবগণ এই প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। (৩১)

দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহারাজ জয়াদিত্যের তাম্রফলকে কায়স্থ নাগদত্তের পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে—এই প্রশস্তির লেখক কায়স্থ নাগদত্ত দয়াতে বুদ্ধসদৃশ, গুণনিধি, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্ ও অপ্রিয়বাদ-বিমুখ। সেই সচিব কর্ত্তৃক সর্ব্বলক্ষণযুক্ত (পূর্ণাঙ্গা), সুললিত এই প্রশস্তি রচিত হইয়াছে। তিনি স্বগুণ জ্ঞাপনে অনিচ্ছুক হওয়ায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাদত্ত কর্ত্তৃক এই তিনটী আর্য্যা লিখিত হইল। (৩২)

Indian Antiquary (ভারতীয় পুরাতত্ত্ব) নামক গ্রন্থমালা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পঞ্চম খণ্ডে কটক জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় তাম্রশাসনের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—It is a noticeable fact that the Sandhibigrahi or Minister of War and Peace and the Secretary were always Kayasthas, or men of the writer caste. This not only

(৩১) নিঃশেষাগমশুদ্ধবোধবিভবঃ কাব্যেষু যো ভব্যধীঃ
সৎতর্কাম্বুধিপারগো ভৃগুসুতো যো দণ্ডনীতৌ মতঃ॥
Epigraphica Indica, Vol. I, P 48.

(৩২) সুগতপ্রতিমঃ কৃপয়া গুণনিধিরভবজ্জিতেন্দ্রিয়ো বিদ্বান্।
বিপ্রিয়বাদে বিমুখঃ কায়স্থ নাগদত্ত ইতি॥
সচিবেন তেন রচিতা লক্ষণযুক্তা সুবর্ণকৃতশোভা।
সদ্বৃত্তা ললিতপদা ভক্ত্যা পরয়া প্রশস্তিরিয়ম্॥
স্বগুণজ্ঞাপনভীরোস্তস্য ভ্রাত্রা কণীয়সা রচিতম্।
আর্য্যাণাং ত্রিতয়মিদং বিদ্যাদত্তেন ভূতার্থম্॥
Colebrooke's Miscellaneous Essays, Vol. II.

occurs in the Kataka-plates, but in grants or inscriptions found in Ceylon and Central India. (৩৩)

অর্থাৎ ইহা একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় যে হিন্দুরাজাদের শাসনকালে সান্ধিবিগ্রহিক বা যুদ্ধ ও সন্ধিবিষয়ক মন্ত্রী ও সেক্রেটরী (সচিব) সর্ব্বদাই কায়স্থেরাই হইতেন। কেবল কটকের তাম্রফলকসমূহে নহে, সিংহল ও মধ্যভারতে প্রাপ্ত শিলালেখ ও শাসনপত্রাদিও এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে।

বাঙ্গালার সেনরাজগণের শাসনপত্রাদিতেও কায়স্থসান্ধিবিগ্রহিকের নাম দৃষ্ট হয়। কাটোয়ার নিকটে প্রাপ্ত বল্লালের তাম্রশাসনে "শ্রীহরিঘোষঃ সান্ধিবিগ্রহিকঃ," লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে "সান্ধিবিগ্রহিকঃ শ্রীনারায়ণদত্তঃ," বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে "শ্রীকোপিবিষ্ণুর-ভবদ্‌গৌড়মহাসান্ধিবিগ্রহিকঃ" ইত্যাদি পরিচয় দৃষ্ট হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা ভোজবর্ম্মার সময়ে অজয়গড় দুর্গের নিকটে পর্ব্বতগাত্রে ১৬টী বৃহৎ পঙ্‌ক্তিতে শ্রীবাস্তবশাখার এক কায়স্থ মহাবংশের গুণাবলি বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে শ্রীবাস্তব কায়স্থগণের অধ্যুষিত ৩৬টী পুরমধ্যে বেদনিনাদে মুখরিত টক্কারিকাপুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তথায় কায়স্থকুলপদ্মের ভানুসদৃশ জাজুক নামে ঠক্কুরধর্ম্মযুক্ত এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি শৈশবেই বেদাদি চতুর্দ্দশ বিদ্যায় পারদর্শী হন এবং রাজার সর্ব্বাধিকার পদ এবং তাম্রশাসনসহ দুগৌড় নামক গ্রাম প্রাপ্ত হন। এই লিপিতে এই বংশে উৎপন্ন বহু মন্ত্রী, সেনাপতি ও দুর্গরক্ষকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (৩৪)

---

(৩৩) Indian Antiquary, Vol. V.

(৩৪) এই গিরিলিপি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব-কৃত "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়ে" সম্যক্ উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৭২—৭৫ দ্রষ্টব্য।

আর অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক। মহর্ষি হারীত তদীয় সংহিতায় ক্ষত্রিয়ের বিশেষ লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ক্ষত্রিয় নীতি-শাস্ত্রার্থকুশল, সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিদ্, দেবব্রাহ্মণভক্ত এবং পিতৃকার্য্যপরায়ণ হইবেন (৩৫)। কায়স্থগণ যে সন্ধিবিগ্রহতত্ত্বজ্ঞানে অদ্বিতীয় এবং নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন তাহা সম্যক্ প্রমাণিত হইয়াছে। তাহারা যে পিতৃকার্য্যপরায়ণ এবং দেবব্রাহ্মণভক্ত তাহাও কাহারও অবিদিত নহে। অতএব উল্লিখিত শাস্ত্রীয় প্রমাণপরম্পরা এবং ঐতিহাসিকলিপি সমূহ হইতে কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়বর্ণতাই প্রমাণিত হইতেছে। এই সকল প্রমাণের স্থূলসিদ্ধান্ত এই—(ক) রাজকীয় আয়ব্যয়গণনা এবং রাজকীয় শাসনপত্র ও সর্ব্বপ্রকার লিপি ও লেখ্যরচনায় কায়স্থজাতির সর্ব্বময় অধিকার ছিল, (খ) কায়স্থগণই রাজার সান্ধিবিগ্রহিক (সমর-সচিব ও পররাষ্ট্রসচিব) পদে নিযুক্ত হইতেন, (গ) তাঁহারা নীতিশাস্ত্রে এবং বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, (ঘ) তাঁহারা দ্বিজাতি এবং ক্ষত্রিয়োচিত সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন ছিলেন, (ঙ) এইরূপ বৃত্তি ও অধিকার শূদ্রের ত হইতেই পারেনা, বৈশ্যেরও হইতে পারে না, কেবল ক্ষত্রিয়-বর্ণেরই এ সকল লক্ষণ ও অধিকার থাকিতে পারে, অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র মতেও কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ॥" গুণকর্ম্মদ্বারাই ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি বর্ণ হইয়াছে, সুতরাং ক্ষত্রিয়োচিত গুণকর্ম্মান্বিত কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে কোন তর্ক থাকিতে পারে না।

(৩৫) নীতিশাস্ত্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।
দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যপরস্তথা॥
হারীতসংহিতা, ২য় অঃ।

কায়স্থের ক্ষাত্রতেজ ও রাজদণ্ড ধারণ।

কায়স্থজাতি প্রধানতঃ লেখনীজীবী হইলেও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাঁহারা স্বাভাবিক প্রকৃতিবশে অসি ও রাজদণ্ডধারণে কদাচ পরাঙ্‌মুখ হন নাই। কবি কহ্লন-বিরচিত রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস। তাহা হইতে জানা যায় যে দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীর রাজ্যে কায়স্থগণ অতিশয় প্রভাবশালী ছিলেন। রাজা তাহাদিগকে শাসন করিতে পারিতেন না, এবং কোন কোন রাজার রাজত্বকালে কায়স্থেরাই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় গোনন্দ বংশের শেষ রাজা বালাদিত্য অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা অনঙ্গলেখাকে তিনি অশ্বঘোষবংশীয় কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনের সহিত বিবাহ দেন। প্রজ্ঞাতে দীপ্তিমান দুর্লভবর্দ্ধন প্রজ্ঞাদিত্য উপাধি ধারণ করিয়া ৫৪২ শকে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তদ্‌বংশে ১৬ জন রাজা ক্রমে রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে মহারাজ জয়াদিত্য (বা জয়াপীড়) দিগ্‌বিজয়ী বীর ছিলেন। তিনি স্বীয় মন্ত্রী বামনের সহিত পাণিনি-সূত্রের কাশিকানামক বৃত্তি রচনা করেন। তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি চতুর্ব্বেদেই সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া গৌড়দেশ আক্রমণ করেন, গৌড়ের তদানীন্তন রাজা জয়ন্তকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা কল্যাণদেবীকে বিবাহ করেন এবং পরে স্বীয় শ্বশুরকে পঞ্চগৌড়ের আধিপত্য প্রদান করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ক্ষত্রিয় রাজা বালাদিত্যের একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তৎসহ কাশ্মীর রাজলক্ষ্মীকে হস্তগতা করিতে পারিলে তৎকালীন ভারতের যে কোন ক্ষত্রিয় রাজকুমার আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতেন। এ অবস্থায় বালাদিত্য কোন ক্ষত্রিয় রাজকুমারকে কন্যাদান না করিয়া

কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনকে কন্যাদান কেন করিলেন? ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণতা তখন সুবিদিত ছিল এবং ক্ষত্রিয় ও কায়স্থের মধ্যে আদান প্রদানও অল্লাধিক চলিত ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু দর্শনের অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী বিদ্যারত্ন এম, এ, মহোদয় মৎপ্রণীত "নিত্যকর্ম্ম-মঞ্জরী "নামক পুস্তকের সমালোচনায় এতৎপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"বাঙ্গালাদেশে ও ভারতের অন্যান্যপ্রদেশে যাঁহারা বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায় সমুন্নত, এবং রাজকীয় উচ্চপদে নিযুক্ত রহিয়াছেন, সেই কায়স্থজাতি আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইতিহাসও একথার সাক্ষ্য প্রদান করে। কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ গোনন্দবংশীয় ক্ষত্রিয় মহারাজ বালাদিত্য দুর্লভবর্দ্ধনের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। রাজ-তরঙ্গিণী প্রণেতা কহ্লন ইঁহাকে কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয় না হইত, তাহা হইলে কদাপি ক্ষত্রিয় মহারাজ বালাদিত্য ইঁহার হস্তে কন্যাসম্প্রদান করিতেন না। এই কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধন এক প্রসিদ্ধ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, যে বংশে পাণিনির কাশিকাবৃত্তিপ্রণেতা, বেদশাস্ত্রবিদ্ দিগ্‌বিজয়ী বীর জয়াদিত্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাও কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বের নিঃসন্দেহ নিদর্শন। বস্তুতঃ পৌরাণিক প্রমাণাদি ব্যতীত বিস্তর ঐতিহাসিক প্রমাণ রহিয়াছে, যাহা হইতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়-বর্ণত্বই সিদ্ধ হইতেছে।" (কায়স্থ পত্রিকা, মাঘ সংখ্যা, ১৩৩৩)

দিল্লীশ্বর আকবরের ব্যবস্থাসচিব আবুলফজল ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে "আইন-ই-আকবরি" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আকবরের শাসনাধীন ভারতের বিবরণ (Gazetter) প্রণয়ন করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটী এই ফার্সিভাষায় লিখিত গ্রন্থের কর্ণেল্ ব্লকম্যান

ও জ্যারেট্‌কৃত ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে প্রত্যেক প্রদেশের পূর্ব্ব ইতিহাসও কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের পূর্ব্ব ইতিহাস প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে এদেশে প্রথমে এক ক্ষত্রিয়বংশ রাজত্ব করিত। তৎপর এক কায়স্থবংশ বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন, তদ্বংশে রাজা ভোজগৌড়ীয়, লালসেন, রাজা মাধু, সামন্তভোজ, রাজা জয়ন্ত প্রভৃতি রাজত্ব করেন। তৎপরে আর একটী কায়স্থবংশ রাজত্ব প্রাপ্ত হন। তদ্বংশে রাজা আদশূর (আদিশূর), যামনীভান (যামিনীভানু), উনরুদ্ (অনিরুদ্ধ) প্রভৃতি রাজত্ব করেন। তৎপরে আর একটী কায়স্থবংশ রাজপদ লাভ করেন। তদ্বংশে ভূপাল, ধূপাল, দেবপাল, জয়পাল প্রভৃতি রাজত্ব করেন। তাহার পর আর একটী কায়স্থবংশের ৭ জন রাজা বঙ্গদেশ শাসন করেন, তাঁহাদের নাম সুখসেন, বল্লালসেন, লছমন সেন, মাধুসেন, কেশুসেন, সদাসেন এবং রাজা নৌজা বা নারায়ণ।

আইন্-ই-আক্‌বরিতে ভোজ, শূর, পাল ও সেন এই চারিটী রাজবংশকেই কায়স্থ বলা হইয়াছে। তাহাতে বোধ হইতেছে যে, আক্‌বরের রাজত্বকালে দিল্লীতে ও বাঙ্গালাদেশে এই রাজবংশগুলিকে লোকে কায়স্থ বলিয়াই জানিত। সেনরাজাগণ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিয়াছেন। বৈদ্যজাতিতে সেন পদ্ধতির বাহুল্যই তাহার একমাত্র কারণ। বস্তুতঃ তদ্বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছুই নাই। কায়স্থজাতিতেও অনেক বিখ্যাত সেনবংশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব সেন বংশপদ্ধতি হইতে বৈদ্যত্ব অবধারিত হইতে পারে না।

বিজয়সেনদেবের প্রশস্তি, এবং বল্লালসেনদেব, লক্ষ্মণসেনদেব প্রভৃতির তাম্রশাসন দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে সেনবংশ বৈদ্য ছিলেন না। বিজয়সেনদেবের প্রশস্তি হইতে জানা যাইতেছে

যে তাঁহার পিতামহ সামন্তসেনদেব চন্দ্রবংশোদ্ভব, ব্রহ্মক্ষত্রিয়কুল-শিরোমণি এবং দাক্ষিণাত্য হইতে গৌড়ে আসিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে আনন্দভট্টকৃত বল্লালচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ৪১৮ বর্ষ পূর্ব্বে সুবর্ণবণিকদিগের স্বার্থে লিখিত হইয়াছে। ইহাতেও বল্লালকে চন্দ্রবংশসম্ভূত ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। অতএব ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে কিঞ্চিদধিক চারি শতাব্দী পূর্ব্বেও বাঙ্গালার লোকে সেনরাজগণকে বৈদ্য বলিয়া জানিত না। বল্লালের তাম্রশাসনে চন্দ্রবংশ হইতে উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসনে ওষধিনাথবংশ (চন্দ্রবংশ), ও কর্ণাটক্ষত্রিয়, এবং কেশবসেন-দেবের তাম্রশাসনে সোমবংশ লিখিত আছে। অতএব সেনরাজগণের নিজ উক্তি হইতে আমরা চন্দ্রবংশ, ব্রহ্মক্ষত্রিয় ও কর্ণাটক্ষত্রিয় এই কয়টী কথা মাত্র পাইতেছি। আর আইন-ই-আকবরিতে পাইতেছি যে সেনবংশ কায়স্থ ছিলেন।

সেনবংশীয়দের হাত হইতেই মুসলমানগণ বাঙ্গালাদেশ কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহাদের জাতিসম্বন্ধে আবুলফজল ভুল করিয়াছেন ইহা সম্ভবপর নহে। বরদা ও সিন্ধুপ্রদেশে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে তাঁহারা গোদাবরী তীরে পৈঠন পত্তনে বাস করিতেন, পরে রাজকীয় অত্যাচারে তদ্দেশ ত্যাগ করেন, তাহাদের কুলগ্রন্থে এইরূপ বিবরণ আছে। অতএব যখন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটদেশ হইতে ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনবংশ রাঢ়দেশে আসিয়াছিলেন, বোধ হয় সেই সময়েই অন্য ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ গুর্জ্জর ও সিন্ধুদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। ব্রহ্মক্ষত্রিয়দিগের উৎপত্তিবিষয়ক স্কন্দপুরাণীয় বিবরণ হইতে জানা যায় যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ চন্দ্রবংশীয় রাজা কামপতি ও সূর্য্যবংশীয় রাজা অশ্বপতির বংশধরগণ মহর্ষি ভৃগুর অভিশাপে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রগুপ্তের লেখনীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ভৃগুর

আদেশেই তাহাদের প্রভু ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় সংজ্ঞা হইয়াছিল। ১৯০১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্টে গুর্জ্জর ও সিন্ধুদেশের বর্ত্তমান ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ লেখনীবৃত্তিক ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ কায়স্থেরই শ্রেণীবিশেষ। সুতরাং আইন-ই-আকবরিতে সেনবংশকে কায়স্থ বলা হইয়াছে তাহা মিথ্যা নহে। লোকে সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে কায়স্থ বলিয়াই জানিত। তবে শাসনপত্রাদিতে তাঁহারা অধিকতর গৌরব-সূচক চন্দ্রবংশ বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ব্রহ্মক্ষত্রিয় সংজ্ঞা হইতে তাঁহাদের কায়স্থত্বই সপ্রমাণ হইতেছে, বৈদ্যত্বসূচক কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এযাবৎ কেহ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

সেনবংশের পতনের পরে, বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক নদীয়া বিজয়ের পরে, যখন মাধবসেন, কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতে-ছিলেন, সেই সময়েও সেনবংশের সামন্ত ও আত্মীয় রাঢ়ভূমিস্থিত কর্ণস্বর্ণের শাণ্ডিল্যগোত্রীয় দেববংশ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে "দেববংশম্" নামে যে প্রাচীন হস্তলিপি কিশোরগঞ্জের উকিল ভৈরবচন্দ্র রায় মহাশয়ের গৃহে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কর্ণসেন্য দেবকুল শাণ্ডিল্যগোত্রজ এবং "ক্ষত্রপকায়স্থা দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূতাঃ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। হাইকোর্টের উকিল মাহিষ্যজাতীয় শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র সরকার মহাশয় ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন যে গয়ার পাণ্ডাদের গৃহে রক্ষিত পুরাতন একখানা খাতাতে তিনি দেববংশের এইরূপ পরিচয়ই লিপিবদ্ধ দেখিয়াছেন। মালদহজেলায় পাণ্ডুয়ার (প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা গৌড়-নগরের) অদূরে মৃত্তিকাগর্ভে চণ্ডীচরণপরায়ণ মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনদেবের নামাঙ্কিত দুইটী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে মহেন্দ্রদেব ১৩৩৩ শকে এবং দনুজমর্দ্দনদেব ১৩৩৯ শকে পাণ্ডুনগরে রাজা ছিলেন। পরে সুন্দরবনের

অন্তর্গত বাসুদেবপুরে দনুজমর্দ্দনের নামাঙ্কিত যে অপর মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে ১৩৩৯ শকেই দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপেও রাজা হইয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমিত হইতেছে যে দেববংশ যবনাক্রমণে রাঢ়ভূমি ত্যাগ করিয়া বারেন্দ্রদেশে পাণ্ডুয়াতে রাজ্যস্থাপন করেন, পরে বারেন্দ্রদেশেও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পারিয়া সাগর-বেষ্টিত চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেন। দনুজমর্দ্দনই বঙ্গজ-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা; কুলজীগ্রন্থে উক্ত আছে যে তিনি বঙ্গজকুলীন পুরবসুর কন্যা বিবাহ করেন।

দেববংশের শেষ রাজা জয়দেব অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে তদীয় দৌহিত্র পরমানন্দ বসুরায় চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন। সার্দ্ধত্রিশতাব্দী পূর্ব্বে যে বারভূঞা বাঙ্গালায় প্রসিদ্ধিলাভ করেন তন্মধ্যে চন্দ্রদ্বীপে কন্দর্প-নারায়ণ বসুরায়, যশোহরে রাজা প্রতাপাদিত্য গুহ রায়, বিক্রমপুরে চাঁদ-কেদার দেব রায়, ভূষণায় মুকুন্দরাম দেব রায় এবং ভুলুয়ায় লক্ষ্মণ-মাণিক্য শূর রায় সমধিক প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই প্রচুর স্থলসৈন্য ও নৌসৈন্য ছিল। প্রতাপাদিত্য, চাঁদকেদার রায়, মুকুন্দ রাম রায় এবং মহম্মদপুরের সীতারাম রায় স্বাধীনতার জন্য অমিতপ্রতাপ মোগলের সহিত যুদ্ধ করিতেও পরাঙ্‌মুখ হন নাই।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি ভোজ, শূর, পাল ও সেন—এই চারিটী কায়স্থ রাজবংশ বহুশতাব্দী ধরিয়া বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছেন, তৎপরেও কায়স্থ দেববংশ তিন শতাব্দী কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছেন, তাহার পরেও মহারাজ প্রতাপাদিত্যপ্রমুখ কায়স্থ ভৌমিকগণ শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয়দানে কুণ্ঠিত হন নাই। এ সমুদয়ই বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের অবিনাশী নিদর্শন। পাল রাজগণ কায়স্থ হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মী ছিলেন। তাঁহাদের বহু শাসনপত্র হইতে জানা যায় যে তাঁহারা তৎকালীন ভারতের বহু ক্ষাত্রিয় রাজকুলের সহিত বিবাহ

সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বিজয় পতাকা ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

কাশ্মীর ও বঙ্গদেশ ব্যতীত আর্য্যাবর্ত্ত ও মহারাষ্ট্র দেশেরও অনেক কায়স্থের শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই; তথাপি এ বিষয়ে বাঙ্গালার কায়স্থই সমধিক গৌরবান্বিত, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বঙ্গদেশ প্রধানতঃ কায়স্থেরই দেশ এবং বাঙ্গালার ইতিহাস প্রধানতঃ কায়স্থেরই ইতিহাস। কায়স্থেরাই এ দেশের শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতিসাধন করিয়াছেন, কায়স্থনৃপতি আদিশূরই এদেশে সনাতন ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কান্যকুব্জ হইতে বিদ্বান ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করিয়াছেন। আবার বৌদ্ধধর্ম্মী পাল নৃপতিগণের সুদীর্ঘ শাসনকালে বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম নিষ্প্রভ ও লুপ্তপ্রায় হইলে কায়স্থনৃপতি বল্লালসেনদেবই নবগুণের ভিত্তির উপর কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া বৈদিক সদাচার পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় বলিয়াছেন, বাঙ্গালার অষ্টাদশ গৌরব মধ্যে এক গৌরব বাঙ্গালার কায়স্থজাতি। ঐতিহাসিকের চক্ষে কায়স্থই বাঙ্গালার প্রধান গৌরবস্থল। বাঙ্গালার বর্ত্তমান কায়স্থ সমাজ তাহাদের অতীত ক্ষত্রগৌরব স্মরণ করিয়া প্রবুদ্ধ হউন।

কায়স্থের বঙ্গে আগমন।

বৌদ্ধবিপ্লবের অবসানে মুসলমানবিপ্লবের অন্ধকারযুগে ব্রাহ্মণগণ প্রচার করিলেন—জঘন্য কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুইজাতিমাত্র আছে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠগণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আর কায়স্থদের শূদ্রত্ব দৃঢ় করিবার জন্য কুলজীগ্রন্থেও অনেক নূতন কথার সন্নিবেশ করিলেন, তাহাতে লিখিলেন—কান্যকুব্জ হইতে মকরন্দ দশরথাদি

পঞ্চ কায়স্থ পঞ্চব্রাহ্মণের ভৃত্যরূপে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেনন। রাজকর্ম্ম-জীবী কায়স্থেরা নবাবসরকারে চাকরি ও প্রতিপত্তিলাভের জন্য সেদিনে কেবল আরবি ফার্শি শিখিতেন, আর ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও শাস্ত্রবচন ব্রাহ্মণেরা যাহা বলিতেন তাহাই বিশ্বাস করিতেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণদের লিখিত সেই কুলগ্রন্থেই ব্রাহ্মণ কায়স্থের আগমনবৃত্তান্তে দেখিতে পাই—

গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকাস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ ॥

অর্থাৎ, বিপ্রগণ গোযানে, ঘোষ বসু মিত্র এই তিনজন অশ্বারোহণে, দত্ত কুলশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম গজারোহণে এবং সুধী গুহ পাল্কিতে আগমন করিয়াছিলেন।

পুস্তকান্তরে—

গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানেনাগতা বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্বিতাঃ ॥

অর্থাৎ, প্রধানগণ (কায়স্থবীরগণ) হস্তী, অশ্ব ও শিবিকায় আরোহণ করিয়া এবং বিপ্রগণ গোযানে আরোহণ করিয়া বঙ্গে আগমন করেন।

যাঁহাদের প্রধান বলা হইল এবং হস্তী, অশ্ব ও শিবিকায় যাঁহারা আগমন করিলেন তাঁহারা কিরূপ ভৃত্য ?

আবার ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রণীত কুলজীতে আদিশূরের রাজসভায় আগত পঞ্চকায়স্থের এইরূপ পরিচয় দৃষ্ট হয় :—

ইনি মকরন্দ নামে বিদিত, কৃতী ও যতি, পুণ্যরাশিকেই ইনি বসন করিয়াছেন, দ্বিজগণের বন্দনীয়কুলজাত ভট্টনারায়ণ ইহাঁর গতি (মুক্তি-পথের সেতু), ইনি সৌকালীন গোত্রজ, ঘোষকুলপদ্মের ভানুসদৃশ, ভট্টনারায়ণের শিষ্য, মহাতান্ত্রিক এবং সূর্য্যধ্বজধারী মহাবীর।

বসুবংশীয়গণ বসুতুল্য (বসুদেবগণের তুল্য) বীর্য্যবান্ এবং বসুধার অধীশ্বর। এই দশরথ জগতে বিদিত এবং কুলগৌরবে প্রথম। ইনি

চেদিরাজ কুলকুমুদের চন্দ্রস্বরূপ, গৌতমগোত্রজ, শ্রীদক্ষশিষ্য বীরাগ্রগণ্য, অভিমানী, মহাত্মা, সুধীর, ধার্ম্মিক এবং নির্ম্মল মুখশ্রীবিশিষ্ট।

মিত্রবংশসাগরে কালিদাস চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন, ইঁহার প্রতাপরবির তেজে শত্রুনারীগণ উত্তপ্ত হইতেছেন, ইনি বৈষ্ণবপ্রধান, রথিশ্রেষ্ঠ, ছান্দড়ের শিষ্য, বিশ্বামিত্রগোত্র, শাস্ত্রজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সুশীল ও সুধীর, আদ্যাপ্রকৃতি তাঁহার কুলদেবী।

ইঁহার নাম বিরাট, ইনি বিরাট পুরুষের ন্যায় গরীয়ান ও মহান্, অগ্নিকুলোদ্ভূত কাশ্যপগোত্রজ, অতি তপস্বী ও মহাবাহু, শ্রীহর্ষের শিষ্য, কালীভক্ত, মতিমান্, ব্রাহ্মণপালক ও ধাম্মিকাগ্রগণ্য; গুহ ইঁহার বংশাভিধান।

ইনি অগ্নিদত্তের কুলোদ্ভূত, সুদত্তের বংশদীপক ও সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ, ইঁহার নাম পুরুষোত্তম। ইনি মহাকৃতী, মহামানী, কুলবান্‌দিগের অগ্রগণ্য, সকলের রক্ষার্থে ইনি বঙ্গদেশে আসিয়াছেন। ইনি শিবভক্ত, শৈবসেনাপতি, রথিগণের অগ্রগণ্য রথী, মৌদ্গল্যগোত্র, শাস্ত্রজ্ঞ, শস্ত্রজ্ঞ, দীপ্তিমান্ ও বলশালী। পিণাকপাণি ইঁহার কুলদেবতা। (৩৬)

এই সকল পরিচয় বাক্যে অতিরঞ্জন আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা হইতে নিশ্চিত রূপে জানা যাইতেছে যে এই পঞ্চ কায়স্থ বিদ্বান্, বীর্য্যবান্ ও আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। পরিচয় বাক্যগুলি সমুদয়ই ক্ষত্রিয়োচিত, তাহাতে ভৃত্যত্ব বা শূদ্রত্বের কোন নিদর্শন নাই, কেবল শিষ্যত্বের পরিচয় আছে। কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ। পঞ্চ কায়স্থ মধ্যে মকরন্দ,

(৩৬) এ স্থলে পরিচয় বাক্যগুলির অনুবাদ মাত্র দেওয়া হইল। মূল সংস্কৃত আর্য্যাগুলি মৎকৃত "কায়স্থসমাজের সংস্কার" নামক পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। দক্ষিণরাঢ়ীয়কুল পঞ্জিকা মতে পুরুষোত্তম ভরদ্বাজগোত্রীয়।

দশরথ, কালিদাস ও বিরাট যথাক্রমে ভট্টনারায়ণাদি ৪ জনের শিষ্য ছিলেন, কুলজীলেখক এই মাত্র বলিতেছেন। পুরুষোত্তমের পরিচয়ে এ কথা উক্ত হয় নাই যে তিনি কোন ব্রাহ্মণের শিষ্য ছিলেন। বহু কুলগ্রন্থেই এ কথা উক্ত হইয়াছে যে বিনয়ের অভাবে পুরুষোত্তম কুলীন হইতে পারেন নাই। কুলগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—"চকার নৃপতিঃ স তং নিষ্কুলং বিনয়াদ্ধীনম্।"—সেই রাজা আদিশূর পুরুষোত্তমকে বিনয়হীন বলিয়া নিষ্কুল করিলেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, পুরুষোত্তম স্বীয় পরিচয়ে কোন ব্রাহ্মণের আনুগত্য স্বীকার না করাতেই তাঁহার অবিনয় প্রকাশ পাইয়াছিল।

কোন কোন কুলগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে মকরন্দাদি ৪ জন কায়স্থ আদিশূরের সভায় বলিয়াছিলেন—"বয়মপি পঞ্চশূদ্রা নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাম্।"—হে নৃপতে, আমরা পঞ্চশূদ্র, ব্রাহ্মণদিগের কিঙ্কর। কিন্তু পুরুষোত্তম স্বীয় পৃথক্ পরিচয়ে বলিয়াছিলেন—"বিলোকিতুং তব রাজ্যৈশ্বর্য্যং সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চাগতোঽহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ।"—"হে রাজা, তোমার রাজ্যৈশ্বর্য্য দর্শনের জন্য এবং সকলের রক্ষার জন্য আমি বঙ্গদেশে আসিয়াছি।" ইহাতে পুরুষোত্তমের অবিনয় প্রকাশ পাওয়ায় তিনি কুলহীন হন।

কায়স্থেরা শূদ্র বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, ইহা কদাচ সম্ভব নহে। "পঞ্চশূরাঃ" শব্দটীকে "পঞ্চশূদ্রাঃ" করা হইয়াছে ইহাও অসম্ভব নহে। আর কেহ কেহ যদি ব্রাহ্মণের কিঙ্কর বলিয়া বিনয় প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রকৃত ভৃত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, উহা বিনয়ের প্রকাশ মাত্র বুঝিতে হইবে। কুলগ্রন্থের বিভিন্ন উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা সুস্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে উক্ত পঞ্চ কায়স্থ উচ্চকুল জাত, বিদ্বান ও বীর পুরুষ ছিলেন এবং যোদ্ধ বেশে ব্রাহ্মণদের রক্ষা করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। কুলগ্রন্থ হইতে আরও জানা যায় যে

আদিশূর বৌদ্ধধর্ম্মপ্লাবিত বঙ্গে বৌদ্ধগণকে পরাভূত করিয়া সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই সনাতন ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আদিশূর কোলাঞ্চপতি বীরসিংহের নিকট ব্রাহ্মণ প্রার্থনা (৩৭) করিলে তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিতে সম্মত হন নাই। পরে আদিশূর ৭ শত অনার্য্যকে গরুর পৃষ্ঠে চড়াইয়া এবং গলায় সূত্রধারণ করাইয়া যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলে বীরসিংহ গোবিপ্রবধের আশঙ্কায় সন্ধি করিতে এবং পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে বঙ্গে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। তৎসঙ্গে ৫ জন কায়স্থ বীর পুরুষও বঙ্গে আগমন করেন। কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ের রাজধানী বহু দূর পথ। সেই সুদীর্ঘ অচেনা পথ এই দশ জন ব্যক্তি কিরূপে অতিবাহন করিয়াছিলেন? হস্তী ও অশ্বের তত্ত্বাবধানের জন্য, শিবিকাবাহন ও গোযান পরিচালনের জন্য, বহু লোকজন ও বহু ভৃত্য ব্রাহ্মণ কায়স্থদের সঙ্গে আসিয়াছিল, বহু রাজসৈন্যও তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। এইরূপ সমারোহে তাঁহারা বঙ্গে আসিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত কায়স্থদের ভৃত্য হইয়া আসিবার কোনই কারণ ছিল না। বর্ত্তমানে ঐতিহাসিক তত্ত্বের যতই আলোচনা হইতেছে ততই শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করিতেছেন যে এই ভৃত্যত্ব-অপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক।

আর একটী বিশেষ প্রণিধান যোগ্য কথা এই যে—যে নব গুণে

(৩৭) সুজিতসৌগতবৃন্দে বঙ্গরাজ্যে মদীয়ে।
দ্বিজকুলবরজাতান্ সানুকম্পঃ প্রযাস্তু॥
ধ্রুবানন্দের কায়স্থকারিকা।

অর্থাৎ আদিশূর শ্রেষ্ঠ দ্বিজ প্রার্থনা করিয়া কান্যকুব্জপতিকে যে পত্র লিখেন তাহাতে বলা হইয়াছে—সৌগত (বৌদ্ধ) গণ সম্যক জিত হইয়াছে যে বঙ্গরাজ্যে, তথায় অনুকম্পাপুরঃসর দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠদিগকে রাজা (কান্যকুব্জপতি) প্রেরণ করুন।

ব্রাহ্মণের কৌলীন্য, সেই নবগুণেই কায়স্থেরও কৌলীন্য হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যেমন সামান্য তারতম্য, সেকালের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যেও সেইরূপ সামান্য প্রভেদ মাত্র ছিল, নতুবা একই নবগুণে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কৌলীন্য হইতে পারে না। তারপর সেই নবগুণ—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা ও দান—কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজাতিরই যোগ্য। বিদ্যা, দান ও তপস্যাদিতে শূদ্রের অধিকার নাই।

মনু বলিতেছেন—শূদ্রের একমাত্র কার্য্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন দ্বিজাতির সেবা করা। শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট অন্ন, জীর্ণবস্ত্র, ও জীর্ণ পরিচ্ছদাদি দিবে; শূদ্রের কোন সংস্কার নাই, ধর্ম্মেও তাহার অধিকার নাই, আর শূদ্র সমর্থ হইলেও ধনসঞ্চয় করিবে না, কারণ তাহা হইলে ব্রাহ্মণের সেবার বিঘ্ন হইবে। (৩৮) অত্রি বলিতেছেন—দ্বিজাতিই শূদ্রের একমাত্র আরাধ্য, সুতরাং জপ, তপস্যা, তীর্থযাত্রা সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন ও দেবতার আরাধনায় তাহার অধিকার নাই। শূদ্র জপ-হোমপরায়ণ হইলে রাজা তাহাকে বধ করিবে। (৩৯) বিষ্ণু বলিতেছেন—শূদ্রকে জ্ঞানদান করিবেনা, ধর্ম্ম বা ব্রত উপদেশ করিবে না, উচ্চতর বর্ণের প্রতি উদ্ধত বাক্য বলিলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিবে বা মুখে তপ্ততৈল ঢালিয়া দিবে, একাসনে বসিলে কটিতে দাগ দিয়া নির্ব্বাসিত করিবে। (৪০) গৌতম বলিতেছেন—শূদ্র বেদবচন উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিবে, কাণ পাতিয়া দ্বিজাতিদের বেদপাঠ শ্রবণ করিলে সীসা ও জৌ দিয়া তাহার কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিয়া দিবে। (৪১)

---

(৩৮) মনুসংহিতা—১ম ও ১০ম অধ্যায়। বঙ্গবাসী সংস্করণ।
(৩৯) অত্রিসংহিতা—১৯।১৩৫ শ্লোক। ঐ
(৪০) বিষ্ণুসংহিতা—৫ম অধ্যায়। ঐ
(৪১) গৌতম সংহিতা—১২শ অধ্যায়। ঐ

শূদ্রজাতি সম্বন্ধে এইরূপ ভূরি ভূরি অনুশাসন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। আচার, বিনয়, দান, তপস্যাদি নবগুণে যে শূদ্রের অধিকার থাকিতে পারে না, তদ্বিষয়ে অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক। অতএব নবগুণে যে কায়স্থগণ কৌলীন্য পাইয়াছেন তাঁহারা আদিশূর রাজসভায় শূদ্র বলিয়া আত্মপরিচয় দান নিশ্চয়ই করেন নাই।

কেহ কেহ বলেন—বসু ঘোষাদি ক্ষত্রিয় হইলেও, কর পালিত সেন সিংহ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় নহে। এইরূপ উক্তি সমাজতত্ত্বে অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। বর্ণহিসাবে কুলীন ও মৌলিকে কোনই পার্থক্য নাই, যেমন ব্রাহ্মণের মধ্যেও কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের মধ্যে বর্ণহিসাবে কোন পার্থক্য নাই। দ্বিজ বাচস্পতি তদীয় কারিকাতে লিখিয়াছেন—পঞ্চকায়স্থের পরে আরও তিন জন এবং তৎপরে আরও ১৯ জন কায়স্থ আদিশূরের রাজত্বকালেই কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। মকরন্দ, দশরথ, বিরাট, কালিদাস ও পুরুষোত্তম, এবং দেবদত্ত নাগ, চন্দ্রভানু নাথ ও চন্দ্রচূড় দাস এই ৮ জনের নাম করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"অষ্টৌ খ্যাতাস্তু কায়স্থাঃ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।" তৎপরে জয়ধর সেন, ভূমিঞ্জয় কর, ভূধর দাম, জয় পাল, চক্রধর পালিত, চন্দ্রধ্বজ চন্দ্র, রিপুঞ্জয় রাহা, বীর ভদ্র, দণ্ডধর ধর, তেজোধর নন্দী, শিখিধ্বজ দেব, বশিষ্ঠ কুণ্ড, ভদ্রবাহু সোম, বীরবাহু সিংহ, ইন্দুধর রক্ষিত, হরিবাহু অঙ্কুর, লোমপাদ বিষ্ণু, বিশ্বচেতা আঢ্য ও মহীধর নন্দন, এই ১৯ জনের নাম ও গুণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

একোনবিংশতিশ্চৈতে কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।
স্থাপয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ আদিশূরো নৃপোত্তমঃ॥

* * *

সপ্তবিংশতিনামানি গ্রামাণি সমৃদ্ধানিচ।
বাসার্থং প্রদদৌ তেভ্য আদিশূরো নৃপোত্তমঃ॥

অর্থাৎ এই ১৯ জনও কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছেন। ইঁহাদের সকলকেই নৃপশ্রেষ্ঠ আদিশূর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ২৭ জনের বসতির জন্য আদিশূর ২৭ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। অতএব মকরন্দাদি পঞ্চকায়স্থ হইতে মৌলিক কায়স্থদের সম্মান বড় কম ছিল না।

দ্বিজ ঘটকচূড়ামণিও লিখিয়াছেন—

আর যত কায়স্থ আইলেন পরে।
পত্র দিয়া মুনিগণ আনিল সবারে।
পশ্চিম হইতে আইলা গৌড়দেশ পরে॥
সপ্তগ্রামে মিলিল মৌলিক আসি যত।
আর যত কায়স্থ আইল তবে তত॥

পঞ্চ কায়স্থ বাঙ্গালায় আসিয়া সম্মান ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া ক্রমে আরও বহু কায়স্থ বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক লিপি হইতে জানা গিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত ২৭ জন কায়স্থের বঙ্গে আগমনের পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে বহু কায়স্থের বসতি ছিল। ব্যবস্থাদর্পণধৃত যমবচনে উক্ত হইয়াছে যে চিত্রগুপ্তদেবের পুত্র সুচারু গৌড়দেশে বাস করায় তৎসন্ততিগণ গৌড় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। অতএব ইহা খুব সম্ভব যে রুদ্র, বল, শূর, ভূমিক, শর্ম্মা, বর্ম্মা, আইচ, হোড়, হেস, অর্ণব প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণই বাঙ্গালার পূর্ব্বতন কায়স্থ এবং সুচারুর বংশধর, সুতরাং তাঁহারাও ক্ষত্রিয়।

বৈষ্ণব সাহিত্যে ক্ষত্রিয়বর্ণতার প্রমাণ।

প্রায় ২০ বর্ষ পূর্ব্বে প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কবি কর্ণপুর চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের নবম অঙ্কে লিখিয়াছেন:—
"কেশববসুনাম্না তদমাত্যেন কথিতম্—শূরত্রাণ শ্রীচৈতন্যনাম কোঽপি মহাপুরুষঃ পুরুষোত্তমান্মথুরাং প্রযাতি তদ্দিদৃক্ষয়া অমী লোকাঃ সঞ্চরন্তি।"

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য হরিনাম করিতে করিতে মথুরার পথে তদানীন্তন গৌড়ের রাজধানী রামকেলীতে উপস্থিত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর চতুর্দ্দিকে অগণিত লোক। গৌড়ের মুসলমান শাসন কর্ত্তা লোকসমাগম দেখিয়া বিচলিত হইলেন এবং অমাত্য কেশববসুকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেশববসু বলিলেন—শূরত্রাণ, শ্রীচৈতন্য নামক এক মহাপুরুষ পুরুষোত্তম হইতে মথুরায় যাইতেছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঐ লোক সকল সঞ্চরণ করিতেছে।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্যভাগতে এই ঘটনা সম্বন্ধে বলিতেছেন:—

কেশবখানেরে রাজা ডাকি আনাইয়া।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্ময় হইয়া॥
কহত **কেশবখান** কেমত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি নাম বোল যার॥ অন্ত্য খণ্ড, ৪ অঃ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তদীয় চৈতন্যচরিতামৃতে এই একই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন:—

গৌড়েশ্বর যবন রাজ্য প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥

* * *

কেশব ছত্রিরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রি উড়াইয়া দিল॥

দেখা যাইতেছে একই ব্যক্তিকে কেশব বসু, কেশব খান ও কেশব ছত্রি বলা হইয়াছে। খান, নবাব প্রদত্ত উপাধি। ছত্রি, ক্ষত্রিয় শব্দের

অপভ্রংশ। মহাপ্রভুর সময়েও যে বাঙ্গালা দেশে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া লোকে জানিত তদ্বিষয়ে ইহা প্রমাণ।

অম্বষ্ঠকুলজাত শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীল গোবিন্দদাস তদীয় "প্রেমবিলাস" নামক বৈষ্ণব ইতিহাসের চতুর্ব্বিংশতি বিলাসে গৌড়ে ব্রাহ্মণ কায়স্থের আগমন সংবাদে লিখিয়াছেন :—

পঞ্চঋষির সঙ্গে দিলা ভৃত্য পঞ্চজন।
পঞ্চঋষির রক্ষাসেবা করিবার কারণ॥

* * *

যোদ্ধবেশধারী পঞ্চ ভৃত্য হন ক্ষত্র॥
ক্ষত্রিয় কায়স্থ এই ভৃত্য পঞ্চজন।
পঞ্চ ঋষির সঙ্গে গৌড়ে করিলা গমন॥

এই গ্রন্থ ১৫২২ শকে লিখিত হইয়াছে। অতএব ইহা নিঃসন্দেহ যে ৩২৭ বর্ষ পূর্ব্বেও কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণতা এ দেশে অবিদিত ছিল না। কুলজী গ্রন্থের ভৃত্যাপবাদ বিস্তার লাভ করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যেও অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। গোবিন্দদাস পঞ্চ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিয়াও তাহারা ব্রাহ্মণদের ভৃত্যভাবে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন এই অমূলক প্রবাদ বিশ্বাস করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত।

চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় বেদান্তধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যজাতির মান ও গৌরব জগতের দৃষ্টিতে শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া, স্বীয় অসীম জ্ঞান ও প্রতিভায় সকলকে বিমোহিত করিয়া, স্বামীজী যখন ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, যখন তাঁহার যশোদুন্দুভি সমগ্র ধরায় ধ্বনিত হইতে লাগিল, যখন কলম্বো হইতে

দাক্ষিণাত্যের নগরে নগরে সনাতন ধর্ম্মের মহীয়সী বাণী প্রচার করিয়া তিনি মান্দ্রাজ নগরে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার স্বদেশের, বঙ্গদেশের কোন কোন সংবাদপত্রে তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া, সন্ন্যাসে ও বেদান্তপ্রচারে অনধিকারী বলিয়া, গালি দিতেছিল। তিনি এক বক্তৃতায় এই অভিযোগের একটা উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন :—

"আমি সমাজসংস্কারকগণের মুখপত্রে পড়িলাম যে—তাঁহারা বলিতেছেন—আমি শূদ্র; আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—শূদ্রের সন্ন্যাসী হইবার কি অধিকার আছে? ইহাতে আমার উত্তর এই—যদি তোমরা তোমাদের পুরাণ বিশ্বাস কর, তবে জানিও, আমি সেই মহাপুরুষের বংশধর, যাঁহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ—যমায় ধর্ম্মরাজায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ—মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, আর যাঁহার বংশধর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। এই বাঙ্গালী সংস্কারকগণ জানিয়া রাখুন, আমার জাতি অন্যান্য নানা উপায়ে ভারতের সেবা ব্যতীত শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অর্দ্ধাংশ শাসন করিয়াছিল। যদি আমার জাতিকে বাদ দেওয়া যায়, তবে ভারতের আধুনিক সভ্যতার আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? কেবল বাঙ্গালাদেশেই আমার জাতি হইতে তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক সকলের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমার জাতি হইতেই আজকালকার ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইয়াছে। উক্ত সম্পাদকের আমাদের ইতিহাস কতকটা জানা উচিত ছিল—তাঁহার জানা উচিত ছিল যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণেরই সন্ন্যাসী হইবার সমান অধিকার, ত্রৈবর্ণিকেরই বেদে সমান অধিকার।" (৪২)

(৪২) "ভারতে বিবেকানন্দ" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

১৮৯৩।২৪শে মে তারিখে স্বামীজী কোন কায়স্থ শিষ্যাকে যে পত্র লিখেন তাহা হইতে কতিপয় ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"নিত্য যথাশক্তি গীতা পাঠ করিও। তুমি "দাসী" কেন লিখিয়াছ? বৈশ্য ও শূদ্রেরা দাস ও দাসী লিখিবে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 'দেব' ও 'দেবী' লিখিবে।" (৪৩)

যুগ-ঋষি, নিখিলশাস্ত্রজ্ঞানশুদ্ধ স্বামী বিবেকানন্দ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন—কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, দেব ও দেবী উপনাম তাহাদের ব্যবহার্য্য, দাসদাসী শব্দ তাহাদের ব্যবহার্য্য নহে। তাঁহার এই উক্তি হইতেই শিক্ষিত জনগণের সকল সংশয় ছিন্ন হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার প্রবর্ত্তনের যে চেষ্টা হইতেছে স্বামী বিবেকানন্দ তাহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, এবং একদা বেলুড়মঠে কতিপয় কায়স্থ বালকের উপনয়নও করাইয়াছিলেন।

উপনয়নসংস্কারলোপের কারণ।

কায়স্থের পৈতা যদি ছিল তবে গেল কেন? এই প্রশ্ন অনেকের মনে উদিত হইতেছে। বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারই উপনয়ন লোপের কারণ। আমাদের কুলগ্রন্থে উক্ত আছে—মহারাজ আদিশূর বৌদ্ধধর্ম্ম-প্লাবিত বঙ্গদেশে দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠদিগকে প্রেরণের জন্য কান্যকুব্জপতিকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস করিবার জন্যই আদিশূর সনাতনধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণকায়স্থগণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু শূরবংশের রাজত্ব দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। শূরবংশের পতনের পরে দেশে অরাজকতা

(৪৩) বিবেকানন্দের "পত্রাবলী—১ম ভাগ" হইতে উদ্ধৃত।

(মৎস্যন্যায়) উপস্থিত হয়। তখন বরেন্দ্রভূমিতে প্রজাগণ মিলিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মী বপ্যটপালের পুত্র গোপালকে রাজা করেন। পালবংশের ত্রিশতাধিকবর্ষব্যাপী রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বঙ্গ ও বিহারে পুনরায় ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিব্বতীয় রাজপুস্তকাগারে রক্ষিত তেঙ্গুর ও দেন্‌জুর নামক কোষগ্রন্থের বিবরণ হইতে জানা যায় যে তৎকালে বাঙ্গালার কায়স্থ পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থপ্রণয়নে তৎপর ছিলেন। বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া তাহার বিস্তারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ফলে সনাতন ধর্ম্ম নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল, আদিশূরানীত ব্রাহ্মণগণ যে বৈদিক ধর্ম্ম ও বেদজ্ঞান বাঙ্গালায় লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। পরে পালবংশের রাজত্বের অবসানকালে বিক্রমপুরে বৌদ্ধধর্ম্মবিনাশে বদ্ধপরিকর বর্ম্মবংশ এবং বরেন্দ্রভূমিতে সনাতনধর্ম্মী বিজয়সেনদেব রাজ্যস্থাপন করেন। বর্ম্মবংশের রাজা শ্যামলবর্ম্মা মহারাষ্ট্র হইতে বেদজ্ঞান ও বৈদিক আচারসম্পন্ন ৫ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ এখন পাশ্চাত্যবৈদিক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পরে উৎকল হইতে বেদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ রাঢ়দেশে আনীত ও স্থাপিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্ততিগণ এখন দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামে অভিহিত হন। আদিশূরানীত রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবে বৈদিক ক্রিয়াদি ভুলিয়া যাওয়াতেই নবাগত ব্রাহ্মণগণ বৈদিকসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেন-দেবের ধর্ম্মাধিকারী মন্ত্রী হলায়ুধ তদীয় ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব নামক পুস্তকের প্রথমেই এজন্য দুঃখ জ্ঞাপন করিয়াছেন। (৪৪) রাঢ়ীবারেন্দ্রদোষকারিকা

(৪৪) ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম্—"বেদাধ্যয়নবিধের্ন কেবলমর্থজ্ঞানে তাৎপর্য্যম্। কিন্তু যথাবিধি অধ্যয়নপূর্ব্বকে বেদার্থজ্ঞানে। এতৈস্তু রাঢ়ীয়বারেন্দ্রকৈ-রনুচিতাচার এব কেবলঃ ক্রিয়তে এবং চোভয়োরপি গ্রন্থার্থতো বেদ-

নামক কুলজীগ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে যে বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া পৈতা ফেলিয়া দিয়া পরে বৈদিকব্রাহ্মণ হইতে পাঁতি লইয়া পুনঃ পৈতা গ্রহণ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মত্যাগ করিয়া আবার ব্রাহ্মণধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে—বারেন্দ্রব্রাহ্মণের এরূপ অখ্যাতি আছে। (৪৫)

বৌদ্ধযুগে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণেরাও অনেকে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ পৈতাটী মাত্র রাখিয়াছিলেন। পরে যখন আবার সনাতন-ধর্ম্মী রাজা হইলেন, বৈদিক সংস্কারাদি ও যাগযজ্ঞ পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইল তখন যে সকল ব্রাহ্মণ পৈতা ফেলিয়া দিয়াছিলেন তাঁহারাও পুনঃসংস্কৃত হইয়াছিলেন, জীবিকার জন্যই তখন তাঁহাদের বৈদিকসংস্কার পুনঃ গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালার কায়স্থ, অম্বষ্ঠ, বৈশ্য যাঁহারা নিঃশেষে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহারা আর উপবীত গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। তাহার ফলে যে তাঁহারা ক্রমে শূদ্র বলিয়া গণ্য হইবেন এই আশঙ্কা তখন তাঁহাদের চিন্তাপথে উদিত হয় নাই।

ক্রমে হিন্দু রাজত্বের অবসান হইল, মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন রাজকর্ম্মী কায়স্থজাতি আরবি ফার্সি শিখিতে লাগিলেন, অন্যান্য জাতিও তৎকালীন রাজভাষা শিক্ষা করাই গৌরবজনক এবং প্রতিপত্তিলাভের উপায় বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণগণ তখন

জ্ঞানং নাস্ত্যেব"॥ "বেদাধ্যয়নবেদার্থজ্ঞানপরাঙ্মুখব্রাহ্মণস্য শূদ্রত্বমেব প্রতিপাদিতম্। তত্রচ কলৌ আয়ুঃপ্রজ্ঞোৎসাহশ্রদ্ধাদীনাম্ অল্পত্বাৎ উৎকলপাশ্চাত্যাদিভি র্বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে"।

(৪৫) এক বাপের দুই বেটা দুই দেশে বাস।
বুদ্ধ পাইয়া জাত যাইয়া করল সর্ব্বনাশ॥
পৈতা ছিঁড়িয়া পৈতা চায় বৈদিকে দেয় পাঁতি।
কর্ম্ম খাইয়া ধর্ম্ম পাইল বারেন্দ্র অখ্যাতি॥
বাঢ়ীবারেন্দ্রদোষকারিকা।

শাস্ত্রবচন উচ্চারণ করিয়া যাহা বলিতেন, ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাই সুব্যবস্থা বলিয়া লোকে মানিয়া লইত। বঙ্গদেশে তখন সংস্কারাদি ক্রিয়া নানা স্থানে নানা মতে চলিতেছিল। এই বিশৃঙ্খলতা দূরীভূত করিবার জন্য এই সময়ে নবদ্বীপের প্রতিভাবান্ স্মার্ত্তপণ্ডিত রঘুনন্দন "অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব" নামে এক বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ প্রচার করেন। প্রথমে তাঁহার মত নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি প্রমুখ পণ্ডিতগণও অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে রঘুনন্দনের মতই প্রায় সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছে। রঘুনন্দন ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও অম্বষ্ঠাদি সকলেরই ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রত্ব ঘোষণা করিয়াছেন:

ধ্রুবানন্দমিশ্রকৃত কায়স্থকারিকাতে উক্ত হইয়াছে—

গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
ততঃ কালে গতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতাঽভবন্।
তান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতা স্তন্ত্রাণামপি পারগাঃ॥
তথা তু শূদ্রধর্ম্মা স্তে খ্যাতাশ্চ শ্রুতিশাসনাৎ।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান অবলম্বন করিয়া বিপ্রমানদাতা কায়স্থগণ যজ্ঞসূত্র এবং গায়ত্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন; এইভাবে অনেক কাল গত হইলে তাঁহারা আগমোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারা তন্ত্রপারগ ও তান্ত্রিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন, তথাপি বেদের অনুশাসন মতে তাঁহারা শূদ্রধর্ম্মা বলিয়াই খ্যাত হইলেন। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান কিরূপ, যাহা অবলম্বন করিলে যজ্ঞসূত্র ও বৈদিক গায়ত্রীর আর আবশ্যকতা থাকে না? ইহা যে বুদ্ধপ্রচারিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারিকালেখক ইচ্ছা করিয়াই বৌদ্ধধর্ম্মের নাম করেন নাই। কায়স্থগণ দীর্ঘকাল বৌদ্ধমত অনুসরণ করিয়া, সনাতন ধর্ম্ম পুনঃ প্রভাব লাভ করিলে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তন্ত্রপারগ হইয়াছিলেন ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

বঙ্গজসমাজের প্রায় সমুদয় কায়স্থ অদ্যাপি তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দক্ষিণ ও উত্তর বঙ্গের অবস্থাও এইরূপ ছিল। কিন্তু তান্ত্রিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও বৈদিক উপনয়ন সংস্কার পুনঃ গ্রহণ না করায় কায়স্থগণ রঘুনন্দনপ্রমুখ স্মার্ত্তগণের চেষ্টায় ক্রমে শূদ্রধর্ম্মা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ইহাও সত্য। যাহা হউক, বৌদ্ধধর্ম্মমত অবলম্বনহেতুই যে কায়স্থগণ যজ্ঞসূত্রাদি ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা এই কুলগ্রন্থদ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে।

রঘুনন্দন তদীয় শুদ্ধিতত্ত্বে অশৌচপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—"প্রতিলোমজাত বর্ণসঙ্করদিগের শৌচাশৌচ শূদ্রবৎ হইবে ইহাই আদিত্যপুরাণে উক্ত আছে। ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়দিগেরও যে শূদ্রত্ব হইয়াছে তাহা মনু বলিয়াছেন, যথা—এই সকল ক্ষত্রিয়জাতি ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপহেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—মহানন্দীর শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র অতি লুব্ধ মহাপদ্ম নন্দ পরশুরামের ন্যায় নিখিল ক্ষত্রিয়দিগের অন্তকারী হইবে, তাহার পর হইতে শূদ্র ভূপালগণই পৃথিবী ভোগ করিবে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে মহানন্দী পর্য্যন্তই ক্ষত্রিয় ছিল। এইরূপে ক্রিয়ালোপহেতু বৈশ্যদিগের তথা অম্বষ্ঠদিগেরও শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে, এ কথা জাতিপ্রসঙ্গে বলা হইল।" (৪৬)

---

(৪৬) প্রতিলোমজাতানান্তু 'শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরন্ শূদ্রবদ্ বর্ণসঙ্করা' ইত্যাদিত্যপুরাণাদ্ ব্যবস্থা। ইদানীন্তনক্ষত্রিয়াদীনামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।" অতএব বিষ্ণুপুরাণম্ "মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি"। তেন মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্ বৈশ্যানামপি তথৈব অম্বষ্ঠাদীনামপীতি জাতিপ্রসঙ্গাদুক্তম্॥

শুদ্ধিতত্ত্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৬৬ পৃষ্ঠা।

রঘুনন্দনের সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে, পরন্তু এই কয়টী কথার মধ্যে বিস্তর পরস্পরবিরোধিতা দৃষ্ট হইতেছে। মনু ১০ম অধ্যায়ের ৪৩ ও ৪৪ শ্লোকে বলিতেছেন—পুণ্ড্র, ওড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ প্রভৃতি দেশগত ক্ষত্রিয়জাতিসকল ব্রাহ্মণের অদর্শনে ক্রিয়ালোপহেতু ক্রমশঃ বৃষলত্ব (বেদহীনত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে। (৪৭)

অর্থাৎ প্রাচীনকালে যে সকল ক্ষত্রিয় যুদ্ধব্যপদেশে আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে উল্লিখিত বিভিন্ন দেশে যাইয়া আধিপত্য স্থাপন করিয়া বংশানুক্রমে বসতি করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের অদর্শনে ক্রমে তাঁহাদের বৈদিক সংস্কারাদি লুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু রঘুনন্দনের সময়ে বঙ্গের "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়দিগের" উপনয়নসংস্কার লুপ্ত হইলেও তাহাদের ব্রাহ্মণের অদর্শন ঘটে নাই, সম্যক্ বৃষলত্বও হয় নাই। তাহার পর বিষ্ণুপুরাণের কথা। কলিকালে মহানন্দীর পুত্র নিখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী হইয়াছিলেন, তাহাতে বুঝিতে হইবে তখনও অগণিত ক্ষত্রিয় ছিল। তাহা হইলে পরশুরাম নিখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী হইলেন কিরূপে? পরশুরাম নিখিলক্ষত্রিয়ান্ত করিলেও যখন কলিকালে মহানন্দী নামক ক্ষত্রিয় এবং আরও অসংখ্য ক্ষত্রিয় ছিলেন, তখন নন্দ নিখিলক্ষত্রিয়ান্ত করার পরেও ক্ষত্রিয় থাকিবেনা কেন? পুরাণ বলিতেছেন, নন্দ দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়ান্তক হইবেন। তাহাতেই স্বীকার করা হইল যে প্রথম পরশুরাম নিখিল ক্ষত্রিয় বিনাশ করেন নাই। প্রথম পরশুরাম যখন ২১ বার

(৪৭) শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ৪৩
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥ ৪৪
১০ অঃ, মনু

পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াও ক্ষত্রিয় নিঃশেষ করিতে পারিলেন না, তখন দ্বিতীয় পরশুরাম নন্দ কিরূপে ক্ষত্রিয় নিঃশেষ করিবেন? ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—পরশুরাম একবিংশতি বার ব্রাহ্মণদ্রোহী ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। (৪৭ক) ভাগবতকার "ব্রাহ্মণদ্রোহী" শব্দ দ্বারা এই মহাতর্কের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরশুরাম সত্যযুগে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রমুখ ক্ষত্রিয়দিগকে নিধন করিলেন, কিন্তু ত্রেতাতে সূর্য্যবংশোদ্ভব রামচন্দ্রের নিকট এবং দ্বাপরে চন্দ্রবংশজাত ভীষ্মদেবের নিকট পরাভব স্বীকার করিলেন। তাহার পর আর তাঁহার বার্ত্তা পাওয়া যায় না। অতএব ইহা নিঃসন্দেহ যে তিনি পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন নাই। ক্ষুদ্র নন্দের পক্ষেও তাহা অসম্ভব। অনভিজাত নন্দ সিংহাসন অধিকার করিলে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ স্বভাবতঃই বিরোধী হইয়াছিলেন, তাহাদের সহিত নন্দের যুদ্ধ বাধিয়াছিল, নন্দ বহু ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন—ইহাই মাত্র সত্য হইতে পারে। পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়ান্ত করিলে যে ক্ষত্রিয়ান্ত হয় না তাহা বিষ্ণুপুরাণই স্বীকার করিতেছেন, অতএব বিষ্ণুপুরাণের দোহাই দিয়া—মহানন্দী পর্য্যন্তই ক্ষত্রিয় ছিল, পরে আর ক্ষত্রিয় নাই, একথা বলা বিচারবিমূঢ়তা মাত্র। বস্তুতঃ পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করা, নিখিলক্ষত্রিয়ান্ত করা প্রভৃতি উক্তি অতিশয়োক্তি বা অর্থবাদ মাত্র।

আর এক কথা এই যে, রঘুনন্দন "ইদানীন্তন-ক্ষত্রিয়দিগের" শূদ্রত্ব হইয়াছে বলিতেছেন। বহুপূর্ব্বেই যদি ক্ষত্রিয় লোপ হইয়া থাকে, তবে "ইদানীন্তন-ক্ষত্রিয়" কোথা হইতে আসিল? ইদানীন্তন-ক্ষত্রিয় বলাতে বুঝিতে হইবে, রঘুনন্দন তাঁহার সময়েও বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় জাতি দেখিতেছিলেন, কিন্তু ইহাও দেখিতেছিলেন যে তাহাদের ক্রিয়ালোপ অর্থাৎ উপনয়নসংস্কার লোপ হইয়াছে, এজন্য মনুর দোহাই

(৪৭ক) ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ৩ আঃ।

দিয়া বলিয়াছেন—ক্রিয়ালোপ হইলে বৃষলত্ব হয়, অতএব ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়গণও বৃষলত্ব (শূদ্রত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বৈশ্য অম্বষ্ঠ সকলেই যখন উপবীতহীন তখন এই সমুদয় জাতিই এখন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকল জাতিরই এখন শূদ্রবৎ একমাস অশৌচ পালনীয়। এক্ষণে আর একটী বিচার্য্য বিষয় এই—রঘুনন্দনের "ইদানীন্তন-ক্ষত্রিয়" শব্দের লক্ষ্য কাহারা? তিনি তাঁহার আশেপাশে উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপ হইয়াছে, এমন ক্ষত্রিয় দেখিতে পাইতেছিলেন। অতএব ইহা সহজবোধ্য যে বাঙ্গালার কায়স্থজাতিই সেই লুপ্তক্রিয় ক্ষত্রিয়জাতি, কায়স্থজাতিই তাঁহার "ইদানীন্তন-ক্ষত্রিয়"-শব্দের লক্ষ্য।

ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া বঙ্গের ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদি জাতি বৈদিক যাগযজ্ঞ ও যজ্ঞসূত্রধারণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সার্দ্ধচতুঃশতাব্দপূর্ব্বে রঘুনন্দন সেই কথা জানিতেন না এমন মনে হয় না। কিন্তু তিনি ঐতিহাসিক সত্য ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপুরাণ ও মনুসংহিতার বচন অযথা উদ্ধৃত করিয়া ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদি জাতিকে চিরকালের জন্য শাস্ত্রবাক্যের নাগপাশে বাঁধিয়া শূদ্র করিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সত্য একদা প্রকটিত হইবেই, সুতরাং তাঁহার এই প্রয়াস সফল হইতে পারে না।

উপনয়নসংস্কার পুনঃপ্রবর্ত্তন শাস্ত্রসম্মত কি না।

কায়স্থদের উপবীত ছিল, কিন্তু বহুপুরুষ যাবৎ তাহা লুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে পুনরায় তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, কালাত্যয় দ্বারা তাহা বারিত হইয়াছে কি না, এরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে।

এ বিষয়ে শাস্ত্রমত ও বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের অভিমতের আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ব্রাহ্মণসভার কর্ণধার পণ্ডিতাগ্রণী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়-বর্ণতা অস্বীকার করেন না, এবং রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্বে উক্ত "ইদানীন্তন-ক্ষত্রিয়" শব্দের লক্ষ্য যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ তাহাও স্বীকার করেন। তবে তিনি বলেন, বহুপুরুষযাবৎ উপনয়নহীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের উপনয়ন আর হইতে পারে না এবং এজন্যই ব্রাহ্মণসভা কায়স্থদের উপনয়নের বিরোধী। (৪৮)

বহুপুরুষ অনুপনীত থাকার পরেও প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উপনয়ন শাস্ত্রসম্মত। বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কোন কোন কায়স্থশাখায় স্মরণাতীত কাল হইতেই উপনয়নসংস্কার প্রচলিত রহিয়াছে, কিন্তু কোন কোন শাখা সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম-বিপ্লবই তাহার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। ঐরূপ বহুপুরুষযাবৎ অনুপনীত কায়স্থগণের পুনরায় উপনয়ন হইতে পারে কি না, ১২৭৯ বঙ্গাব্দে কাশীর মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী প্রমুখ তদানীন্তন বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তদ্দেশীয় পদস্থ কায়স্থ বিহারীলাল কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যবস্থা দেন যে, শাস্ত্রমতে সুচিরকাল অনুপনীত কায়স্থগণের ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত এবং তদনন্তর উপনয়ন গ্রহণের বাধক কিছু নাই। মিতাক্ষরাতে বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন—"যস্য পিতৃপিতামহৌ অনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং, যস্য প্রপিতা-মহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং।" আপস্তম্বের মত অনুসরণ করিয়া বিজ্ঞানেশ্বর বলিতেছেন—"যাহার পিতা ও পিতামহের উপনয়ন হয় নাই তাহার সংবৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতে হইবে, আর যাহার প্রপিতামহাদিরও উপনয়ন স্মরণ হয়

---

(৪৮) "ব্রাহ্মণসমাজ" পত্রিকা, ১৩২০ সাল, ৩১৩ পৃষ্ঠা।

না, তাহার দ্বাদশ বার্ষিক ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য করিয়া সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে।" বাচস্পত্য অভিধানে কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়বর্ণতা প্রসঙ্গে বাচস্পতিমহাশয়ও বলিয়াছেন—"বহুকালপতিতসাবিত্রীকস্যাপি প্রাগুক্ত-আপস্তম্ববচনেন প্রায়শ্চিত্তস্য বিধানাৎ তথা প্রায়শ্চিত্তাচরণে চ উপনয়নাদি-অধিকারিতা ভবিতুম্ অর্হত্যেব" অর্থাৎ বহুকালযাবৎ পতিতসাবিত্রীক জনেরাও, আপস্তম্ব বচনমতে প্রায়শ্চিত্তের বিধান থাকায়, প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উপনয়ন ও বেদাধিকার লাভ করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের অনেক পণ্ডিত বলেন, আপস্তম্ববচনে যে প্রপিতামহাদি শব্দ আছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে প্রপিতামহ হইতে পিতামহ, পিতা ইত্যাদি নিম্নতর পুরুষ, অর্থাৎ প্রপিতামহ পর্য্যন্ত অনুপনীত থাকিলে ১২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করণান্তর উপনয়ন হইতে পারে, কিন্তু তদূর্দ্ধ পুরুষের উপনয়ন না থাকিলে সে পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই, সুতরাং উপনয়নও আর হইতে পারে না। এই মত কতদূর যুক্তিসহ তাহা দেখা আবশ্যক। 'যাহার প্রপিতামহাদির উপনয়ন অনুস্মরণ হয় না' ইহার সরলার্থ এই যে যাহার প্রপিতামহ হইতে উর্দ্ধতর পুরুষগণের উপনয়ন স্মরণ হয় না। নিম্নতর পুরুষের উপনয়ন স্মরণ না হওয়ার কি কারণ হইতে পারে? আর এক কথা এই যে, পিতৃপিতামহ অনুপনীত থাকিলে কেবল সংবৎসর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা, তদুপরি একপুরুষ (প্রপিতামহ) অনুপনীত থাকিলেই এক বৎসর স্থলে বার বৎসেরর ব্যবস্থা, এত বড় গুরু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইতে পারে না। যাহা হউক, এ বিষয়ে আপস্তম্ব যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

অতিক্রান্তে সাবিত্র্যাঃ কালে ঋতুং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ।

(প্রথম খণ্ড ১।২৪)

অথোপনয়নং। (১।১।২৫) ততঃ সংবৎসরং উদকোপস্পর্শনম্। (১।১।২৬)

অথাধ্যাপ্যঃ। (১।১।২৭) অথ যস্য পিতা পিতামহ ইতি অনুপেতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্মহসংস্তুতাঃ। (১।১।২৮) তেষাং অভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জয়েৎ (১।১।২৯)। তেষাং ইচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং। (১।১।৩০)

যথা প্রথমাতিক্রমে ঋতুঃ এবং সংবৎসরঃ। (১।১।৩১)

অথোপনয়নং তত উদকোপস্পর্শনম্। (১।১।৩২)

প্রতিপুরুষং সংখ্যায় সংবৎসরান্ যাবন্তঃ অনুপেতাঃ স্যুঃ। (১।২।১)

অথ যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশানসংস্তুতাঃ। (১।২।৫) তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জয়েৎ। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ। অথ উপনয়নং তত উদকোপস্পর্শনং পাবমান্যাদিভিঃ। (১।২।৬)

তত ঊর্দ্ধং প্রকৃতিবৎ। (১।২।১০)

ইহার অর্থ—

ব্রাহ্মণের ষোল বৎসর, ক্ষত্রিয়ের বাইশ বৎসর এবং বৈশ্যের চব্বিশ বৎসর মধ্যে উপনয়ন হওয়া চাই, সেই কাল অতিক্রান্ত হইলে ব্রাত্যতা হয়, তজ্জন্য ঋতু অর্থাৎ দুইমাস ব্রহ্মচর্য্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিলে উপনয়ন সংস্কার হইবে। তৎপরে এক বৎসর নদী বা সরোবরে যাইয়া প্রতিদিন অবগাহন স্নান করিবে। তৎপরে বেদাধ্যয়নের যোগ্য হইবে। যাহার পিতা-পিতামহের উপনয়ন হয় নাই, সেই মানবক এবং তাহার পিতা-পিতামহ ব্রহ্মহ (ব্রহ্মহত্যারী) সদৃশ। তাহাদের নিকটে গমন এবং তাহাদের সহিত ভোজন ও বিবাহ বর্জন করিবে। তাহারা ইচ্ছা করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিবে। যেমন বালক যথাকাল অতিক্রম করিলে তাহার ঋতুকাল (দুইমাস) ব্রহ্মচর্য্যব্রত করিতে হইবে, সেইরূপ এ স্থলে (অর্থাৎ পিতা ও পিতামহ অনুপনীত থাকিলে) সংবৎসর ব্রহ্মচর্য্যব্রত করিতে হইবে। তৎপর উপনয়ন এবং তৎপরে পূর্ব্ববৎ অবগাহন স্নান করিতে হইবে। যদি পিতা ও পিতামহের

পূর্ব্ববর্ত্তীরও উপনয়ন না হইয়া থাকে, তবে যত পুরুষ যাবৎ উপনয়ন হয় নাই তাহা গণনা করিয়া তত বৎসর ব্রহ্মচর্য্যব্রত করিতে হইবে। যাহার প্রপিতামহ হইতে উর্দ্ধতন পুরুষের উপনয়ন স্মরণ হয় না, অর্থাৎ যে স্থলে কত পুরুষ যাবৎ উপনয়ন লুপ্ত হইয়াছে তাহার গণনা করা যায় না সেই স্থলে মাণবক এবং তাহার পিতা ও পিতামহ যাহারা জীবিত আছে সকলেই শ্মশানসদৃশ, অর্থাৎ শ্মশান হইতে যতটা দূরে থাকার বিধি আছে তাহাদের নিকট হইতেও ততদূরে থাকিবে। তাহাদের সমীপে যাওয়া, তাহাদের সহিত ভোজন ও বিবাহ ত্যাগ করিবে। তাহারা (অর্থাৎ সেই বালক ও তাহার পিতা, পিতামহ যাহারা জীবিত আছে) ইচ্ছা করিলে দ্বাদশবার্ষিক ত্রিবেদবিহিত ব্রহ্মচর্য্যব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত আচরণকরণান্তর উপনয়ন লাভ করিবে এবং তৎপর পূর্ব্ববৎ পাবমানীসূক্ত পাঠ করিয়া অবগাহন স্নানাদি করিবে। তাহার পর প্রকৃতিবৎ, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তান্তর উপনয়ন যাহাদের হইবে তাহাদের পুত্র-পৌত্রাদি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির যে স্বাভাবিক ভাব তাহাই প্রাপ্ত হইবে। (৪৯)

অতএব মিতাক্ষরা-প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর এবং কোষকার তর্কবাচস্পতি আপস্তম্ব-বচনের যেরূপ তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়াছেন তাহাই যে যথার্থ তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না। আপস্তম্বের ১।২।৫ ও ১।২।৬ সূত্রের প্রথমে 'যস্য' এই একবচনান্ত পদ ও পরে 'তে' ও 'তেষাং', এই বহু-বচনান্ত পদ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যাহার প্রপিতামহাদির উপনয়ন স্মরণ হয় না সে নিজে এবং তাহার পিতা, পিতামহ যাহারা বর্ত্তমান আছে, সকলেই ইচ্ছা করিলে প্রায়শ্চিত্ত-

---

(৪৯) মুদ্রিত অপাস্তম্বসূত্র "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" পুস্তকাগারে অথবা Imperial Libraryতে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বক উপনীত হইতে পারিবে। অতএব বয়োবৃদ্ধ হইলেও, পুত্রপৌত্রাদি জন্মিলেও, প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উপনয়ন হইতে পারে।

অথর্ব্ববেদ ও তাণ্ডমহাব্রাহ্মণাদি হইতে জানা যায় যে, পুরাকালে আর্য্যগণ গৃহস্থ ও যাযাবর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। যাযাবর আর্য্যগণ পশুপাল লইয়া ভ্রমণ করিতেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অসভ্য ছিলেন এবং গৃহস্থ ঋষিগণকে সময়ে সময়ে আক্রমণ করিতেন। তাহাদের নাম ছিল ব্রাত্য এবং তাহাদের অস্থায়ী বাসভূমিকে ব্রাত্যা বলিত। আবার তাহারা ব্রাত্যস্তোম নামক যজ্ঞদ্বারা পবিত্র হইয়া দলে দলে গৃহস্থ হইত। তাণ্ডমহাব্রাহ্মণের ১৭ অধ্যায়ে আছে—

"দেবা বৈ স্বর্গং লোকমায়ং স্তেষাং দৈবা অহীয়ন্ত ব্রাত্যাং প্রবসন্তঃ।" ১।১ ইহার ভাষ্যের অনুবাদ এই—দেবগণ পুরাকালে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই লোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করেন। তাঁহাদের সম্পর্কিত জনেরা (দৈবাঃ) আচারহীন ব্রাত্য হইয়া বাস করার দরুণ হীন হইয়া পৃথিবীতেই পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। এই ব্রাত্য চতুর্ব্বিধ, যথা নিন্দিত, কনীয়াংস, জ্যায়াংস ও হীনাচার। প্রথম তিনের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিন যজ্ঞ এবং হীনাচার ব্রাত্যের জন্য চতুঃষোড়শী যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। ব্রাত্যাতে বাসকারী জ্যেষ্ঠ ব্রাত্যগণ কিরূপ স্তোম (যজ্ঞ) করিয়া পবিত্রতা লাভ করিবেন তৎসম্বন্ধে উক্ত ব্রাহ্মণে লিখিত হইয়াছে—

"অথৈষ শমনীচমেঢ্রাণাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্তো ব্রাত্যাং প্রবসেয়ুস্ত এতে যজেরণ্।" ১৭।৪।১। পণ্ডিতবর জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বলেন, এই শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিয়া অসংখ্যপুরুষ-অনুপনীত ব্রাত্যগণেরও উপনয়ন হইতে পারে কেহ কেহ এরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু কেবল জ্যেষ্ঠ বা জ্যায়াংস ব্রাত্য সম্বন্ধেই সেই বিধি, হীনাচার সম্বন্ধে নহে। অর্থাৎ বঙ্গীয় কায়স্থগণ ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইলেও তাহারা হীনাচার ব্রাত্য, সুতরাং উক্ত শ্রুতিবচনোক্ত ব্রাত্যস্তোমে তাহাদের অধিকার

নাই। কায়স্থেরা কি হীনাচার ব্রাত্য? কদাচ নহে। ভগবান্ বুদ্ধদেব প্রচারিত অধ্যাত্মিক জ্ঞান অবলম্বন করিয়া যাঁহারা বৈদিক উপনয়ন ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা হীনাচার ব্রাত্য নহেন। তাঁহারা ভগবৎপ্রোক্ত নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অনুচিতাচার করিয়াছেন এমন বলা যাইতে পারে না। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার, তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম অনার্য্য ধর্ম্ম নহে, বস্তুতঃ ব্রাত্য হইয়াও যতদূর আর্য্য সদাচার গ্রহণ করা যায় তাহাই তাঁহারা করিয়াছেন। সুতরাং জ্যায়াংস ব্রাত্য যদি কেহ থাকে তবে সে কায়স্থ। (৫০) সুতরাং বঙ্গীয় কায়স্থদের পুনঃ উপবীত গ্রহণে কোন শাস্ত্রীয় বাধা নাই। আবার তাঁহারা পারস্কর বচনের দোহাই দিয়াছেন। পারস্কর ত্রিপুরুষ-পতিতসাবিত্রীক ব্রাত্যের ব্রাত্যস্তোম দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করার বিধি দিয়াছেন, বহুপুরুষ অনুপনীত ব্রাত্য সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই; কিন্তু তদ্দ্বারাই আপস্তম্বের সুস্পষ্ট বিধি ব্যর্থ হইতে পারে না। আপস্তম্ব বহুপুরুষপতিতসাবিত্রীকের জন্য গুরু প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন, পারস্কর তদ্বিষয় চিন্তা করেন নাই। একজন যে বিষয়ের ব্যবস্থা করেন

(৫০) "শমনীচমেঢ্রাণাং" শব্দের সায়নভাষ্যোক্ত অর্থ—শমেন যৌবনাপগমেন নীচা অনুন্নতা মেঢ্রাঃ শিশ্না যেষাম্, অর্থাৎ বৃদ্ধগণের। অতএব জ্যেষ্ঠ বা জ্যায়াংস শব্দে বৃদ্ধ ব্রাত্যগণকে বুঝাইতেছে, আর কনীয়াংস বলিতে তরুণ ব্রাত্যগণকে বুঝাইতেছে। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় জ্যায়াংস শব্দের অর্থ 'বৃদ্ধ' মনে না করিয়া 'শ্রেষ্ঠ' মনে করিয়াছেন। শম শব্দের সংযম অর্থ ধরিলে 'সংযতেন্দ্রিয় ব্রাত্যগণের' এইরূপ অর্থ হইবে। তদর্থে শ্রেষ্ঠত্বও বুঝাইতে পারে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ও কনীয়াংস শব্দের সায়ন যে অর্থ করিয়াছেন তাহাই সুবোধ্য ও সমীচীন। বৃদ্ধ ব্রাত্যগণও ব্রাত্যস্তোম করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন ইহাই শ্রুতির অর্থ। আর যদি 'শ্রেষ্ঠ' অর্থ মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেও বঙ্গের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কায়স্থগণকে শ্রেষ্ঠ ব্রাত্যই বলিতে হইবে।

নাই, আর একজন সে বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। এই ক্ষুদ্র তর্ক কায়স্থদের উপনয়নের অন্তরায় হইতে পারে না। বস্তুতঃ আপস্তম্বসূত্রের অর্থ এমন সুস্পষ্ট যে তাহার অর্থান্তর ঘটাইবার চেষ্টা বিফল প্রয়াসমাত্র। বলা বাহুল্য, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় চণ্ডী-চরণ স্মৃতিভূষণ, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ বরাবরই আপস্তম্ব বচনানুসারে কায়স্থদের পুনঃ-সংস্কার গ্রহণের অনুকূলে দৃঢ়তার সহিত সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

আর একটী সংশয় ভঞ্জন করা আবশ্যক। আপস্তম্ব বলিয়াছেন, বারবৎসর ত্রিবেদবিহিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে হইবে। কলির মানব কি তাহা করিতে সমর্থ? শাস্ত্রকারগণ তাহার মীমাংসা করিয়াছেন—

কৃতে ব্রতং সমাদিষ্টং ত্রেতায়াং ধেনুরেব চ।
কৃচ্ছ্রাদীনান্তু সর্ব্বেষাং মূল্যন্তু দ্বাপরে কলৌ ॥ (৫১)

অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তার্থে সত্যযুগের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত আদিষ্ট হইয়াছে, ত্রেতাতে ব্রতের পরিবর্ত্তে ধেনু দান করিতে হইবে, আর দ্বাপর ও কলিযুগে ধেনুমূল্য দান করিয়া সমুদয় প্রায়শ্চিত্তাদি সম্পন্ন করিতে হইবে। ধেনুমূল্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান এই যে, আঢ্য মধ্য দরিদ্র ভাগহারে ধেনুর সমসংখ্যক রৌপ্যমান, তাম্রমান ও কপর্দ্দকমান মূল্য দিতে হইবে। ব্রাত্যতারূপ উপপাতকের প্রায়শ্চিত্তার্থে ৩৬০ ধেনুমূল্য দান বিহিত। গঙ্গা-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—

প্রায়শ্চিত্তং তত্র ভবেৎ যত্র গঙ্গা ন বিদ্যতে।
পাপং ব্রহ্মবধাদিকং দুরাধর্ষং কথং যাতি।
চিন্তয়েদ্ যো বদেদপি তস্যাহং প্রদদে পাপং কোটিব্রহ্মবধাধিকম্ ॥

(৫১) "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত পঞ্জিকায় প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা দেখুন।

অর্থাৎ যেখানে গঙ্গা আছেন সেখানে গঙ্গাস্নানেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, যেখানে গঙ্গা নাই কেবল সেখানেই বিধানানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিতে হইবে। দুরাধর্ষ ব্রহ্মবধাদি পাপ গঙ্গাস্নানে কিরূপে যাইবে, এরূপ চিন্তা যে করিবে বা এরূপ কথা যে মুখেও আনিবে তাহার কোটী ব্রহ্মবধের অধিক পাপ হইবে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও গঙ্গামাহাত্ম্যের বচন ধরিয়াছেন, সুতরাং ইহা মান্য গ্রন্থ। আর্য্য হিন্দুকে বিশ্বাস করিতেই হইবে যে, এমন কোন পাপ নাই গঙ্গাস্নানে যাহার শুদ্ধি না হইবে। সুতরাং ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে যদি কাহারও কোন সংশয় উপস্থিত হয় বা কেহ যদি প্রায়শ্চিত্তের জন্য আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হন, তিনি গঙ্গাস্নান দ্বারা পবিত্রতা লাভ করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারেন।

কেহ কেহ দুঃখ করিয়াছেন, ব্রাত্যতা স্বীকার করিয়া কায়স্থেরা পিতৃ-পিতামহদিগকে ব্রহ্মঘ্ন-সদৃশ মহাপাতকী বলিয়া অঙ্গীকার করিতে-ছেন এবং শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া পণ্ড করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তামসিক ভোগবাসনা বা ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার দরুণ যাহাদের ব্রাত্যতা তাহাদিগকেই ঐরূপ পাপী বলিতে হইবে, কায়স্থদের সেরূপ পাপ অঙ্গীকার করিবার কারণ নাই। আর এক কথা এই যে, শাস্ত্রে পাপিমাত্রই কঠোর ভাষায় নিন্দিত হইয়াছে। দেখুন পরাশর বলিতেছেন ঃ—

দক্ষিণার্থং তু যো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেৎ শূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ১২ আঃ

যে ব্রাহ্মণ দক্ষিণা লইয়া শূদ্রের ঘৃত আহুতি দেয় সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র হয়, আর ঐ শূদ্রই ব্রাহ্মণ হয়। আর মনু বলিতেছেন—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ ২ অঃ

যে ব্রাহ্মণ গায়ত্রী সহযোগে দ্বিজত্ব লাভ করিয়া বেদ পাঠ না

করিয়া অন্যশাস্ত্রপাঠে শ্রম করে সে জীবিতকালেই শীঘ্র সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণ শূদ্রযাজন করিলে বা বেদ পাঠ না করিলে তাঁহার পাপ হয় বটে, কিন্তু সেই পাপের জন্য কি কঠোর শাস্তির বিধান! শাস্ত্রে ঐরূপ কঠোর বিধান সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। কিন্তু সমাজ কি ঐ রূপ ব্রাহ্মণকে শূদ্র, বা ঐরূপ শূদ্রকে ব্রাহ্মণ করিতেছে? লোকসমাজে পাপের প্রতি ভয় ও ঘৃণা জন্মাইবার জন্যই ঐরূপ কঠোরবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। মনুষ্যসমাজ কোনকালেই উহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে পারে নাই।

অশৌচহ্রাস করিলে প্রত্যবায় হইবে কিনা।

কায়স্থগণ দ্বাদশাহ অশৌচ গ্রহণ করিলে পূর্ব্বকৃত শ্রাদ্ধাদির পণ্ডতা স্বীকার বা বর্ত্তমানের ত্রয়োদশাহ-শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবে কি না তদ্বিষয় মৎকৃত "কায়স্থসমাজের সংস্কার" নামক পুস্তকে 'অশৌচ-তত্ত্ব'-অধ্যায়ে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার আভাস প্রদত্ত হইল।

মনু বলিতেছেন—ব্রাহ্মণের ১০ দিন, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন, এবং শূদ্রের ৩০ দিন অশৌচ হইবে। কিন্তু ন্যায়বর্ত্তী অর্থাৎ দ্বিজগণের অনুগত শূদ্রের বৈশ্যবৎ ১৫ দিন অশৌচ হইবে। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিতেছেন, ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রের ১৫ দিন অশৌচ হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কোন শূদ্রের পিতৃপিতামহ ৩০ দিন অশৌচ পালন করিলেও সে স্বয়ং সদাচারী হইলে বৈশ্যবৎ ১৫ দিন অশৌচ পালন করিবে। (৫২)

---

(৫২) মনুসংহিতা—৫ অধ্যায়, ৮৩ ও ১৪০ শ্লোক; যাজ্ঞবল্ক্য অঃ ৩।২২।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, রাজগণের অশৌচ নাই, রাজা যাহার অশৌচ না থাকা আবশ্যক মনে করিবেন তাহার অশৌচ থাকিবে না, যুদ্ধে বা বজ্রপাতে মৃত্যু হইলে সপিণ্ডদিগের অশৌচ হইবে না। দীক্ষিতদিগের, যজ্ঞীয়কর্ম্মরত পুরোহিতাদির, যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, বা ব্রতগ্রহণ করিয়াছেন, ব্রহ্মচারী, দানকার্য্যরত বা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অশৌচ হইবে না। আরব্ধদানকার্য্যে, বিবাহে বা যজ্ঞে, যুদ্ধে, দেশবিপ্লবে, আপৎকালে, বা ক্লেশকর অবস্থাতে সদ্যঃশৌচ হইবে। (৫৩) পরাশরের মতে বজ্রপাতে মরিলে, শিশুর মৃত্যু হইলে ও সন্ন্যাসীর মৃত্যুতে সপিণ্ড-দিগের সদ্যঃ শৌচ। কর্ম্মকার কুম্ভকারাদি শিল্পিদিগের, কারুকরদিগের, চিকিৎসকের, দাস, দাসী, নাপিত, বেদাধ্যায়ী ও রাজার সদ্যঃশৌচ। ব্রতপরায়ণ, মন্ত্রপুত, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ও রাজার অশৌচ নাই, রাজা যাহার ইচ্ছা করিবেন তাহারও অশৌচ থাকিবে না। (৫৪)

পরাশর ও অত্রি উভয়ের মতে, সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের একদিনে শুদ্ধি, কেবল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের তিন দিনে, নির্গুণ ব্রাহ্মণের দশ দিনে শুদ্ধি হইবে। (৫৫) দক্ষ ঋষির মতে, যিনি চারি বেদ ও তাহার ছয় অঙ্গ কল্প ও রহস্যসহ সবিশেষ জানিয়াছেন এবং যিনি তদনুরূপ ক্রিয়াবান্, তাহার অশৌচ হয় না। সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের একদিনে শুদ্ধি, ক্রমশঃ হীনতর ব্রাহ্মণের দুই, তিন বা চারি দিনে শুদ্ধি। রাজা, ঋত্বিক্, দীক্ষিত, শিশু, দেশান্তরগত, ব্রতী ও সত্রীর সদ্যঃশৌচ। যে স্নান না করিয়া, প্রাণাদিকে আহুতি না দিয়া, দেবতাদিগকে অন্নবলি না দিয়া আহার করে সে অশুচি। ব্যাধিগ্রস্ত, অপরিচ্ছন্ন, ঋণগ্রস্ত, ধর্ম্মকর্ম্মহীন,

(৫৩) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা— ৩ অঃ, ২৭, ২৮, ২৯ শ্লোক।

(৫৪) পরাশরসংহিতা—৩ অঃ, ১২, ২৭, ২৮ শ্লোক।

(৫৫) পরাশর—৩ অঃ, ৫ শ্লোক। অত্রিসংহিতা—৮৩ শ্লোক

মূর্খ, বিশেষতঃ স্ত্রীসম্ভোগমুগ্ধ, ব্যসনাসক্ত, পরগলগ্রহ, শ্রদ্ধাহীন, বেদাধ্যয়নহীন, ব্রতহীন ব্যক্তিগণ যাবজ্জীবন অশুচি। (৫৬)

অশৌচ সম্বন্ধে বিষ্ণু-স্মৃতির মত এই যে, (সর্ব্ববর্ণই দশদিন অশৌচ পালন করিয়া), দ্বাদশ দিনে মাসিকার্থ শ্রাদ্ধ করিয়া ত্রয়োদশ দিনে সপিণ্ডীকরণ করিবে, মন্ত্রবর্জ্জিত শূদ্রগণ দ্বাদশ দিনেই সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিবে। (৫৭)

মুম্বই হইতে প্রকাশিত মিতাক্ষরা-প্রকাশে অশৌচ সম্বন্ধে ঋষিদিগের বিভিন্ন মত উদ্ধৃত হইয়াছে। অঙ্গিরা বলিতেছেন, সর্ব্ববর্ণেরই জন্ম ও মরণে দশদিন অশৌচ হইবে। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, পঞ্চদশ রাত্রে ক্ষত্রিয় এবং বিংশতি রাত্রে বৈশ্যের অশৌচ শেষ হইবে। পরাশর বলিয়াছেন, স্বকর্ম্মরত শুদ্ধাচার ক্ষত্রিয়ের অশৌচ ১০ দিন, সেইরূপ বৈশ্যের অশৌচ ১২ দিন। শাতাতপের বাক্য এই যে, ১১ দিনে ক্ষত্রিয়, ১২ দিনে বৈশ্য এবং ২০ দিনে শূদ্র জন্ম ও মরণে শুদ্ধিলাভ করিবে। (৫৮)

কমলাকর ভট্ট তদীয় সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিনিবন্ধ "নির্ণয়সিন্ধু"তে অশৌচ সম্বন্ধে যে সকল ঋষিবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে অঙ্গিরা ও দেবল ঋষির অভিমত এই যে, সর্ব্ববর্ণেরই জন্ম ও মরণে দশদিন অশৌচ হইবে। (৫৯)

আমাদের দেশে যেমন শ্রাদ্ধকালে গীতা ও বিরাট পঠিত হয়, পশ্চিম ভারতে তদ্রূপ গরুড়পুরাণের প্রেতকল্প পঠিত হয়। তাহাতে অশৌচ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা আছে তাহা এই :—

---

(৫৬) দক্ষসংহিতা—৬ অঃ, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০ শ্লোক।

(৫৭) বিষ্ণুসংহিতা—২১ অধ্যায়।

(৫৮) যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি মিতাক্ষরাপ্রকাশসহিতা, মুম্বইসংস্করণ, ৪২৮ পৃষ্ঠা।

(৫৯) নির্ণয়সিন্ধু, মুম্বই সংস্করণ, ৩৭৭ পৃষ্ঠা।

সকল বর্ণেরই জন্ম ও মরণে দশদিনে শুদ্ধি হইবে ইহাই কলির জন্য শাস্ত্রের আদেশ। বারদিনে, তিন পক্ষে, ছয় মাসে বা এক বৎসরে সপিণ্ডীকরণ করিবে, তত্ত্বদর্শী মুনিগণ এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু হে গরুড়, আমি বলিতেছি শাস্ত্রধর্ম্মানুসারে চারি বর্ণই ১২ দিনে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিবে। কলিধর্ম্ম অনিত্য, একালে পুরুষদিগের আয়ুঃ শীঘ্র ক্ষয় হইয়া যায়, শরীর কখন বিকল হয় তাহারও স্থিরতা নাই, সুতরাং কলিকালে সর্ব্ববর্ণ ১২ দিনেই সপিণ্ডীকরণ করিবে। (৬০)

বিষ্ণু-স্মৃতির বাক্য, অঙ্গিরার বচন, দেবলবচন এবং এই গরুড়-পুরাণীয় বচনানুসারে আর্য্যাবর্ত্তে অনেক স্থানে চারিবর্ণই দশদিন অশৌচ পালন করেন এবং দ্বাদশ দিনে সপিণ্ডীকরণ করিয়া থাকেন। এমন স্থান আছে, যেখানে জাতিভেদে অশৌচকালের ভেদ হয় ইহা সাধারণ লোকে জানে না।

রামায়ণেও দেখা যায়, ভরত মহারাজ দশরথের মৃত্যুতে, রাজকুলের বধূগণ ও মন্ত্রি-পুরোহিতাদিসহ দশদিন ভূমিতে শয়ন করিয়া অশৌচ পালন করিয়াছিলেন। দশদিন অতীত হইলে, কৃতশৌচ হইয়া

---

(৬০) সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সূতকে মৃতকেঽপি বা।
দশাহাচ্ছুদ্ধিরিত্যেষ কলৌ শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ॥
দ্বাদশাহে ত্রিপক্ষে বা ষণ্মাসে বৎসরেঽপি বা।
সপিণ্ডীকরণং প্রোক্তং মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
ময়া তু প্রোচ্যতে তার্ক্ষ্য শাস্ত্রধর্ম্মানুসারতঃ।
চতুর্ণামেব বর্ণানাং দ্বাদশাহে সপিণ্ডনম্॥
অনিত্যাৎ কলিধর্ম্মাণাং পুংসাং চৈবায়ুষঃ ক্ষয়াৎ।
অস্থিরত্বাৎ শরীরস্য দ্বাদশাহে প্রশস্যতে॥
গরুড়পুরাণ; প্রেতকল্প। মুম্বইসংস্করণ।

একাদশাহে একোদ্দিষ্টাদি সম্পাদন করিয়া দ্বাদশদিনে পিতার সপিণ্ডী-করণ সম্পন্ন করেন। এস্থলে রামানুজের টীকা দ্রষ্টব্য। মিতাক্ষরা-প্রকাশে পরাশরের যে বচন ধৃত হইয়াছে, রামানুজও সেই পরাশরবাক্য উদ্ধার করিয়া ভরতের দশাহ অশৌচের সমর্থন করিয়াছেন। (৬১)

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবসানে পাণ্ডবগণের একমাস অশৌচ পালনের কথা আছে, কিন্তু আদিপর্ব্বে দেখিতে পাই মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে পাণ্ডবগণের সহিত তাহাদের আত্মীয়গণ, আবালবৃদ্ধ নাগরিকগণ ও ব্রাহ্মণগণ সকলে ভূমিতে শয়ন করিয়া দ্বাদশ-রাত্রি অশৌচ পালন করিয়াছেন। আশ্রমবাসিক পর্ব্বেও দেখিতে পাই, বানপ্রস্থাশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী ও গান্ধারীর মৃত্যু হইলে যুধিষ্ঠির দ্বাদশ দিনে অশৌচত্যাগ করিয়া তাঁহাদের শ্রাদ্ধকার্য্য করিলেন। (৬২) তবে যুদ্ধাবসানে পাণ্ডবদিগের পুরের বাহিরে থাকিয়া একমাস অশৌচ পালনের হেতু কি ?

টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিতেছেন—"পুরের বাহিরে গঙ্গাতীরে একমাস অবস্থানের প্রয়োজন এই যে কোন কপট যুদ্ধ করিয়া থাকিলে তজ্জনিত পাপ দূর করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবেন। পাণ্ডবগণ মরণাশৌচ একমাস পালন করিলেন এমন হইতে পারে না। তাঁহারা শূদ্র নহেন যে একমাস অশৌচ পালন করিবেন। যুদ্ধে মৃত্যু হইলে সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ হয়, ইহা মনু বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের দ্বাদশাহ অশৌচই হইতে

(৬১) বাল্মীকি-রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৭ সর্গ ২৩ শ্লোক, ও ৭৭ সর্গ ১, ২, ৩, ৪ শ্লোক।

(৬২) ব্যাসপ্রণীত মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১২৭ অঃ, ৩০, ৩১, ৩২ শ্লোক ; আশ্রমবাসিক পর্ব্ব ৩৯ অঃ, ১৬, ১৭, ১৮ শ্লোক ; শান্তিপর্ব্বান্ত-র্গত রাজধর্ম্মপর্ব্ব ১ অঃ, ১, ২, ৩ শ্লোক।

পারে না, একমাসের কথা দূরে থাকুক। অথবা এস্থলে এইরূপ অর্থ হইতে পারে—যুদ্ধের অন্তে দ্রৌপদীপুত্রগণকে অশ্বত্থামা পশুবৎ নিহত করেন, তাঁহাদের মৃত্যুতে দ্বাদশাহ অশৌচ হইয়াছে। যুদ্ধকালে যে দিন যে জ্ঞাতির মৃত্যু হইয়াছে সেই দিনই তজ্জনিত অশৌচ শেষ হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের শেষে দ্রৌপদীপুত্রগণের মৃত্যুতে ১২ দিন অশৌচ হইয়াছে, সুতরাং যুদ্ধের ১৮ দিন ও পরবর্ত্তী ১২ দিন এই ৩০ দিন বা একমাস পাণ্ডবগণ পুরের বাহিরে অশৌচ পালন করিয়াছেন।"

টীকাকারের এই অনুমান সমীচীন নহে। দ্রৌপদীপুত্রগণ যুদ্ধে নিহত না হইলেও তাহাদের অপমৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং তাহাদিগের মৃত্যুতে পাণ্ডবদিগের পূর্ণ ১২ দিন অশৌচ হইতে পারে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, মাস-সংখ্যা ১২, সুতরাং মাসমাত্র অর্থ ১২ দিন অর্থাৎ পাণ্ডবগণ যুদ্ধের পর ক্ষত্রিয়বৎ ১২ দিন অশৌচ পালন করিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে যুদ্ধের পর ১২ দিন অশৌচ পালনের কোন হেতু দেখা যায় না। এক অশৌচের মধ্যে অন্য সম অশৌচ উপস্থিত হইলে প্রথম অশৌচের সহিতই দ্বিতীয় অশৌচ সমাপ্ত হইবে, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অষ্টমদিবসে প্রথম জ্ঞাতিবিয়োগ হয়, ঐ দিন সুনাভাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ নিহত হন। ১০ম দিনে ভীষ্মনিপাতন, ১৩শে অভিমন্যুবধ, ১৪শে জয়দ্রথবধ, ১৫শে দ্রোণবধ, ১৭শে দুঃশাসন-বধ ও কর্ণবধ, ১৮ শে শল্য, শকুনি, দুর্য্যোধন ও দ্রৌপদীপুত্রগণ নিহত হন। অতএব যদি সংগ্রামে নিহত ক্ষত্রিয়াদির সদ্যঃশৌচ ধর্ত্তব্য না হয়, তথাপি যুদ্ধের পর ১২ দিন অশৌচ পালনের কোন হেতু নাই।

শাস্ত্রানুসারে যুদ্ধাবসানে পাণ্ডবগণের অশৌচ থাকিতে পারে না। যুধিষ্ঠির সমুদয় জ্ঞাতিবন্ধুগণের মৃত্যুতে এবং ভারতের নিখিল ক্ষত্রিয়কুল বিনষ্ট হওয়াতে অতিশয় বিষাদিত হইয়াছিলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও নিজেকে পরাজিত মনে করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর অশৌচের নিবৃত্তি

হইলেও এই ভয়াবহ জ্ঞাতিবন্ধু ও ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশে নদীতীরে অবস্থান করিয়া একমাস অশৌচপালন করাই তিনি সঙ্গত মনে করিয়াছেন। তিনি এই অসাধারণ শোককর ঘটনার পরে অশৌচের সাধারণ বিধি পালন না করিয়া দীর্ঘকাল অশৌচ পালন করিয়াছেন, এই মাত্র। যাহার ১২ দিন অশৌচ তিনি বিশেষ অবস্থাতে একমাস অশৌচপালন করিলেও প্রত্যবায় হয় না, এই দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে।

আমরা অশৌচ সম্বন্ধে যে সকল ঋষিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে দেখা যায় যে গুণকর্ম্মের উৎকর্ষে অশৌচ হ্রাস হইতে পারে। যেমন ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রের ১৫ দিন অশৌচ, স্বকর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়ের দশদিন, তদ্রূপ বৈশ্যের ১২ দিন, বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের ১ দিন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের তিনদিন, ব্রহ্মবিদ্‌গণের সদ্যঃ-শৌচ ইত্যাদি। আবার ইহাও দেখা যায় যে লোকযাত্রা নির্ব্বাহের সুবিধার জন্য অশৌচ হ্রাস হইতে পারে। যেমন রাজার সদ্যঃশৌচ, রাজকার্য্যানুরোধে রাজার ইচ্ছাতে যে কোন ব্যক্তির সদ্যঃশৌচ, দাসদাসীর সদ্যঃশৌচ, চিকিৎসকের সদ্যঃশৌচ, আরব্ধ যজ্ঞ বিবাহাদিতে সদ্যঃ শৌচ, দেশান্তরে, অতি ক্লেশকর অবস্থাতে সদ্যঃ শৌচ, ইত্যাদি! পরন্তু চতুর্ব্বর্ণই দশদিন অশৌচ পালন এবং দ্বাদশ দিনে সপিণ্ডীকরণ করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থাও রহিয়াছে। আবার যাঁহারা বর্ণভেদে অশৌচভেদের বিধি করিয়াছেন তাঁহারাও সকলে একমত নহেন। কেহ বলিতেছেন শূদ্রের ত্রিশ দিন, কেহ বলিতেছেন ২০ দিন। ক্ষত্রিয়ের অশৌচ কেহ বলেন ১২ দিন, কেহ বলেন ১১ দিন, কেহ বা ১৫ দিন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈশ্যের অশৌচও কাহারও মতে ১৫ দিন, কাহারও মতে ২০ দিন, কাহারও মতে বা ১২ দিন।

এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন যে শাস্ত্রমতে অশৌচ পালনীয় হইলেও প্রয়োজনবোধে তাহার সঙ্কোচ

বা বৃদ্ধি করিলেও প্রত্যবায় হয় না, চতুর্ব্বর্ণই ইচ্ছা করিলে ১০ দিন অশৌচ পালন করিয়া ১১ দিনে আদ্যশ্রাদ্ধ এবং দ্বাদশদিনে সপিণ্ডীকরণ করিতে পারেন। যাঁহারা পূর্ব্বে একমাস অশৌচ পালন করিয়াছেন তাঁহারা এখন ১২ দিন বা ১৫ দিন অশৌচ পালন করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিলেও কোন প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই, বা শ্রাদ্ধ পণ্ড হওয়ার কোন কারণ নাই। পুর্ব্বে যে শ্রাদ্ধ এক মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও পণ্ড হয় নাই। বস্তুতঃ অশৌচকালের হ্রাসবৃদ্ধি শ্রাদ্ধের সফলতার কারণ নহে। পুত্রাদি অশৌচ কালে দশ দিনে দশটী পূরক পিণ্ড দিয়া থাকেন। তাহা যদি পিতামাতা গ্রহণ করেন, তবে ১১শ বা ১৩শ দিনে প্রদত্ত জল পিণ্ড গ্রহণ না করার কোন হেতু নাই। পিতামাতা সন্তানের অশৌচ বিচার করেন না। অশৌচবিচার লৌকিক আচার মাত্র। যতী ব্রহ্মচারীকে, নিষ্ঠাবান্ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে, যোগ্য পাত্রকে শ্রদ্ধার সহিত দান করিলে বা ভোজন করাইলে প্রেত তৃপ্তি লাভ করেন, ইহাই শ্রাদ্ধ। ১১শ দিনে বা ১৩শ দিনে এইরূপ সৎপাত্র আমার শ্রদ্ধাযুক্ত দানাদি গ্রহণ করিবেন কিনা, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। ঐ দিনে পিতৃকার্য্য হইতে পারে কি না তাহা চিন্তার বিষয় নহে। যদি দানের পাত্র ঘটে তবে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হইবে না। বরং অপাত্রে দান করার দরুণই শ্রাদ্ধাদি কার্য্য পণ্ড হইতেছে। তদ্বিষয়েই সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক।

পূর্ব্বে যেরূপ মন্ত্রে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য হইয়াছে এখন তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইলে প্রত্যবায় হইতে পারে এরূপ সংশয়েরও কোন কারণ নাই। যিনি প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, প্রণব ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে তিনি অধিকার লাভ করিয়াছেন। তদবস্থায় বেদমন্ত্রে শ্রাদ্ধাদি না করিলেই প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা।

যাহা হউক, কায়স্থগণ দশাহ বা দ্বাদশাহ অশৌচপালন করিলে

বা ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করিলে, অথবা দ্বাদশ দিবসে সপিণ্ডীকরণ করিলেও যে কোন প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই তাহা সম্যক্ প্রদর্শিত হইল।

পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা।

(১)

১৯৩০ সংবতে (১২৭৯ বঙ্গাব্দে) কাশীর প্রাড় বিবাক (বিচারক) বিহারীলাল তত্রত্য পণ্ডিতবর্গকে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি ও বর্ণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মীমাংসাপত্র প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। তদুত্তরে কাশী, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশের ৯৫ জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত এক সুদীর্ঘ ব্যবস্থা প্রদান করেন। তাহা ১৯৩০ সংবতেই কাশীর মেডিক্যাল হল প্রেসে এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ১৩০৯-১১ সনের কার্য্যবিবরণীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই ব্যবস্থার প্রথমে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে কায়স্থোৎপত্তিকথা হইতে কয়টী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে মাণ্ডব্য মুনি তাঁহার অল্প অপরাধ চিত্রগুপ্তের লেখায় বহুতরীকৃত হইয়াছে সন্দেহ করিয়া চিত্রগুপ্তকে "ধর্ম্মচ্যুত হও" বলিয়া অভিশাপ করেন। ইহাতে মহাবল চিত্রগুপ্ত প্রব্যথিত হইয়া মাণ্ডব্য মুনির উপাসনা করেন। মাণ্ডব্য তাহাতে প্রীত হইয়া চিত্রগুপ্তকে আশ্বস্ত করেন। মাণ্ডব্যের উক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত বচনটী প্রণিধানযোগ্য :—

দ্বিজাতীনাং যথা দানং যজনাধ্যয়নং তথা।
বৈশ্যাদুচ্চা তু তদ্বৃত্তি র্ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদধঃ॥

অর্থাৎ চিত্রগুপ্তসন্তানের দ্বিজাতির কর্ত্তব্য দান, যজ্ঞ ও বেদপাঠে

অধিকার থাকিল, কিন্তু তাহার বৃত্তি (লেখকতা) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি হইতে নিম্ন এবং বৈশ্যের বৃত্তি হইতে উচ্চ নির্দ্দিষ্ট হইল।

তৎপরে পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে বাচস্পত্য-ধৃত বচনের সহিত প্রথম পাঁচ ছত্রে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

স্থষ্ট্যাদৌ সদসৎকর্ম্মজ্ঞপ্তয়ে প্রাণিনাং বিধিঃ।
ক্ষণং ধ্যানস্থিত স্তস্য সর্ব্বকায়াদ্ বিনির্গতঃ॥
দিব্যরূপঃ পুমান্ বিভ্রৎ মসীপাত্রঞ্চ লেখনীম্।
দধান শ্চিত্ররূপেণ রক্ষিতো দৈবতৈ র্হৃদি।
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ॥

তৎপরে স্কন্দপুরাণের রেণুকামাহাত্ম্য হইতে চান্দ্রসেনি-কায়স্থের উৎপত্তিবিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। সর্ব্বশেষ অহল্যাকামধেনু নামক স্মৃতিনিবন্ধের নবমবৎসধৃত ভবিষ্যপুরাণীয় কার্ত্তিকশুক্লদ্বিতীয়াব্রত-কথা সবিস্তার উদ্ধৃত হইয়াছে। বাচস্পত্য অভিধানের ভবিষ্যপুরাণীয় আখ্যানে এই সন্দর্ভের প্রথম ভাগ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু চিত্রগুপ্তের পত্নী ধর্ম্মশর্ম্মার কন্যা ইরাবতী ও দেবকন্যা দক্ষিণার গর্ভে তাঁহার দ্বাদশ পুত্রের উৎপত্তি-কথা বাচস্পত্য অভিধানে ধৃত হয় নাই, এই ব্যবস্থাতে তাহা সম্যক্ উক্ত হইয়াছে। এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে ব্যবস্থাদর্পণধৃত সেই বিবরণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

এই ব্যবস্থার উপসংহারে লিখিত হইয়াছে :— ইত্থং চ মুখ্যকায়স্থপদ-ব্যবহার্য্যাণাং চৈত্রগুপ্তানাং চান্দ্রসেনানাঞ্চ মূলপুরুষাঃ ক্ষত্রিয়া এবেতি সিদ্ধম্।

অর্থাৎ চিত্রগুপ্তজ ও চান্দ্রসেনি কায়স্থদের মূলপুরুষ ক্ষত্রিয় ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

৫৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের বিভিন্নপ্রদেশের শ্রেষ্ঠপণ্ডিতগণ কাশীধামে

অবস্থান করিয়া যে সকল পৌরাণিক বচন প্রমাণ অবলম্বনে কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন প্রায় সেই সকল প্রমাণই বঙ্গদেশে স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় তদীয় অভিধানে এবং স্বর্গীয় শ্যামাচরণ সরকার বিদ্যাভূষণ মহাশয় তদীয় ব্যবস্থাদর্পণ নামক আইন-গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় এইমাত্র বিশেষ। এতদ্দ্বারা ঐ সকল পৌরাণিক সন্দর্ভের প্রামাণিকতা বিষয়ে সকল তর্ক নিরস্ত হইতেছে।

এই ব্যবস্থায় স্বাক্ষরকারী পণ্ডিতগণের মধ্যে কতিপয়ের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীবাপুদেব শাস্ত্রী, স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী, পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস, নরসিংহ শাস্ত্রী মানবল্লী, বালাশাস্ত্রী আচার্য্য, রাজারাম মোহদল স্মার্ত্ত, ঢুণ্ঢীরাজ দীক্ষিত চিতলে, বিশ্বনাথ অগ্নিহোত্রী, লক্ষ্মীনাথ দ্রাবিড়, বৈদ্যনাথ দীক্ষিত চতুর্ধর, জবাহীর ত্রিপাঠী, রাজাজি জ্যোষী, রামযশন শাস্ত্রী, শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, মধুসূদন ন্যায়বাগীশ, আনন্দচন্দ্র সার্ব্বভৌম, তারাচরণ তর্করত্ন, কেশব শর্ম্মা মরাঠা, রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী পট্টবর্দ্ধন, গণেশ শাস্ত্রী শ্রৌতি, যজ্ঞেশ্বর শাস্ত্রী মহাবল, বালশাস্ত্রী রাণাডে, কাশীনাথ পর্ব্বতীয়, রামমনোরথ দ্বিবেদী, লক্ষ্মণ জ্যোতির্ব্বিদ, সখারাম ভট্ট প্রভৃতি।

(২)

বাঙ্গালার চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়বর্ণতা এবং বর্ত্তমান ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠপণ্ডিতগণের ব্যবস্থা :—

চিত্রগুপ্তবংশজাতানাং কায়স্থানাং মূলপুরুষস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন ক্ষত্রিয়-সন্তানত্বেঽপি সুচিরকালং পুরুষপরম্পরয়া উপনয়নাদিক্রিয়ালোপাৎ ইদানীং ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বমিতি বিদুষাম্পরামর্শঃ॥ স্বাক্ষর—মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মঃ মঃ শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, মঃ মঃ শ্রীচন্দ্রকান্ত

তর্কালঙ্কার, মঃ মঃ শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, মঃ মঃ শ্রীগোবিন্দ শাস্ত্রী, মঃ মঃ শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, শ্রীশিবনাথ সার্ব্বভৌম, শ্রীসিতিকণ্ঠ বাচস্পতি প্রভৃতি।

(৩)

বহুপুরুষ যাবৎ উপনয়নসংস্কার লোপ হইয়া থাকিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপবীত গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে ১৯৫৯ সংবতে (১৩০৯ বঙ্গাব্দে) কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানের ৬৬ জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত যে ব্যবস্থা প্রদান করেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

যে * * সুচিরকালপতিতসাবিত্রীকা ব্রাত্যতামুপাগতাঃ শাস্ত্রোক্তং প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠায় উপনয়নাদিকং কুর্য্যুস্তর্হি তে তথা শাস্ত্রতঃ কর্ত্তুং পারয়ন্তি ন বেতি প্রশ্নে। সর্ব্বথা কর্ত্তুং পারয়ন্তীত্যুত্তরম্। * * এবংবিধ-ব্রাত্যসংস্কারস্য ন কিঞ্চিদ্‌বাধকমস্তীতি সুধিয়ঃ পরামৃশন্তি।

স্বাক্ষর—মঃ মঃ শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, মঃ মঃ সুধাকর দ্বিবেদী, মঃ মঃ স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী, পণ্ডিত জগন্নাথ বেদান্তী, দ্বারকাদত্ত ব্যাস, রঘুবর ত্রিবেদী, শ্রীপীতাম্বর বিদ্যাভূষণ, শ্রীজয়নারায়ণ তর্করত্ন, শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়, ভাগবতাচার্য্য স্বামী, মহিমাদত্ত পাঠক সাঙ্গ-বেদাধ্যাপক, মন্নুলাল কর্ম্মকাণ্ডী, শ্রীগৌরীদত্ত শর্ম্মা (কাশীর রাজপণ্ডিত), শ্রীতেরুবেঙ্কটাচার্য্য (কাঞ্চি), শ্রীহরিনাথ বেদান্তবাগীশ, শ্রীচন্দ্রনাথঝা প্রভৃতি।

(৪)

১৩১১ সালে কালীবর বেদান্তবাগীশ, চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, প্রসন্নকুমার তর্কনিধি, চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, নীলকণ্ঠ স্মৃতিরত্ন, মণীন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ, কেদারেশ্বর স্মৃতিতীর্থ, রামকৃষ্ণ তর্করত্ন প্রমুখ প্রায় শতসংখ্যক, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বঙ্গীয় কায়স্থগণের প্রায়শ্চিত্ত

করিয়া পুনঃ উপবীতগ্রহণের অধিকার স্বীকার করিয়া বহুশাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত ব্যবস্থা প্রদান করেন। তাঁহাদের ব্যবস্থা এই :—

শাস্ত্রতঃ কায়স্থনামধেয়স্য চিত্রগুপ্তস্য ক্ষত্রিয়ত্বে সিদ্ধে তদ্বংশজাততয়া সদাচারসম্পন্নানাং তৎসন্ততীনাং কায়স্থানাং ক্ষত্রোচিতসংস্কারার্হত্বঞ্চ নিরাবাধমেব। পরন্তু তচ্চিত্রগুপ্তবংশীয়ানামস্মদ্দেশীয়ানাং কায়স্থবর্গানাং ব্রাত্যতোপপাতকপাপক্ষয়ার্থিনাং দ্বাদশবার্ষিকব্রতাদ্যাচরণাশক্তৌ গোশত-দক্ষিণকাশীত্যুত্তরশতধেনুদানরূপং প্রায়শ্চিত্তমাঢ্যমধ্যদরিদ্রাণাং ভাগ-হারেণ করণীয়মিতি। উপনীতৈতৎক্ষত্রিয়াণাং তৎসন্ততীনাঞ্চ ক্ষত্রিয়-বদশৌচাদ্যাচরণং তেষান্তু সম্পূর্ণাশৌচং দ্বাদশাহ ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

পণ্ডিতগণ এই ব্যবস্থার সমর্থক বীরমিত্রোদয়, শুক্রনীতি, বৃহদ্‌ব্রহ্মখণ্ড, গরুড়পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ হইতে বচনপ্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন এবং রঘুনন্দনের কলিতে ক্ষত্রিয়বৈশ্যের শূদ্রত্বপ্রাপ্তিবিষয়ক উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এই ব্যবস্থাতে ব্রাত্যতারূপ উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে—দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাচরণে অশক্ত হইলে ১৮০ ধেনুদান ও তাহার দক্ষিণা ১০০ ধেনুদান করণীয়, আঢ্যমধ্যদরিদ্রবিচারে ধেনুমূল্যের তারতম্য হইবে।

(৫)

তিন পুরুষের অধিক অনুপনীত থাকিলে আর উপনয়ন হইতে পারে না বলিয়া যাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের তর্ক খণ্ডন করিয়া ১৩১১ শালে মঃ মঃ কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ এবং প্রমথনাথ তর্কভূষণ এক ব্যবস্থা প্রদান করেন। বাহুল্যবোধে তাহা উদ্ধৃত হইল না। কায়স্থসভার ১৩০৯—১১ সনের কার্য্যবিবরণীতে এই ৫টী ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে।

১৩২৭ বঙ্গাব্দে পরলোকগত অশেষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত আশুতোষ

তর্কতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত কুশধ্বজ স্মৃতিরত্ন ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা কায়স্থ পত্রিকার ১৩২৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল—

পুরুষপরম্পরয়া ব্রাত্যতামাপন্নানাং অস্মর্য্যমাণোপনয়ন-সংস্কারাণাং আদিপুরুষক্ষত্রিয়চিত্রগুপ্ততনয়ানাং গৃহপতীনাং কায়স্থানাং ক্ষত্রিয়াণাং ব্রাত্যস্তোমোদ্দালকব্রতাদ্যশক্তৌ সাজ্যতিলসহস্রমহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা দ্বাদশবার্ষিকব্রতাদ্যশক্তৌ চতুর্দ্দশপ্রাজাপত্যব্রতানুকল্পচতুর্দ্দশপয়স্বিনীধেনু-স্তদুপযুক্তমূল্যং আঢ্যানাঢ্যভেদেন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টমূল্যং বা প্রায়শ্চিত্তত্বেন দত্ত্বা ব্রাত্যধনত্বেন নির্দ্দিষ্টপ্রতোদাদি তন্মূল্যং বা দক্ষিণারূপেণ দত্ত্বা উপনয়নসংস্কারঃ সম্পাদনীয় ইতি। * * আঢ্যাদিবিহিতধেনুমূল্যদানে নিতান্তাসমর্থানান্তু তাদৃশানাং পুরুষপরম্পরাধিগতব্রাত্যভাবানাং ক্ষত্রিয়-চিত্রগুপ্ততনয়ানাং কায়স্থানাং চান্দ্রায়ণব্রতাদ্যসমর্থানাং যথাশক্তিদক্ষিণকং কেবলং সার্দ্ধসপ্তপয়স্বিনীধেনুমূল্যসার্দ্ধসপ্তকার্ষাপণবরাটকমূল্যদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং বিধায় উপনয়নসংস্কারো বিধাতব্য ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

অর্থাৎ বহুপুরুষপর্য্যন্ত অনুপনীত ব্রাত্যক্ষত্রিয় কায়স্থগণ ব্রাত্যস্তোম ও উদ্দালক ব্রতাদি সম্পাদনে অসামর্থ্যহেতু মহাব্যাহৃতিদ্বারা সহস্র তিলাজ্যহোম করিয়া দ্বাদশবার্ষিক ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনে অক্ষমতাহেতু চতুর্দ্দশপ্রাজাপত্যের অনুকল্প চতুর্দ্দশ পয়স্বিনী ধেনু বা আঢ্য অনাঢ্য ভেদে তাহার শাস্ত্রোক্ত মূল্য দান করিয়া ব্রাত্যধন প্রতোদাদি বা তাহার মূল্য দক্ষিণারূপে দান করিবে। * * তাহাতেও অসমর্থ ব্যক্তিগণ চান্দ্রায়ণব্রতানুকল্প সার্দ্ধসপ্তপয়স্বিনীধেনুমূল্য, সাড়েসাতকাহন কড়ির মূল্য, প্রায়শ্চিত্তরূপে দান করিয়া যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া উপনয়ন সংস্কার করিবে।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, পুরাকালে যাযাবর আর্য্যগণ তাহাদের ব্রাত্যধন পশু ও প্রতোদাদি (পশুতাড়নদণ্ডাদি) ত্যাগ করিয়া ব্রাত্যস্তোম

করিয়া যজ্ঞসূত্র ধারণপূর্ব্বক গৃহস্থ হইত। কিন্তু গৃহপতি সদাচারী ব্রাত্যদের ত্যজ্য ব্রাত্যধন কি হইতে পারে? যাযাবর আর্য্যদের যাযাবর অবস্থার যৎকিঞ্চিৎ ধনই ব্রাত্যধন বলিয়া গণ্য হইত। তাহাই পরিত্যজ্য ছিল। ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদি ব্রাত্যেরা যাযাবর নহেন, সুতরাং তাহাদের পক্ষে ব্রাত্যধন দক্ষিণা দেওয়ার বিধান যুক্তিসঙ্গত হইবে না। তর্কতীর্থ মহাশয়ও তাহা ভাবিয়াছেন মনে হয়, তিনি কেবল প্রাচীন প্রথার একটী ধ্বনি তাঁহার ব্যবস্থায় রাখিয়াছেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত ব্রাত্যস্তোমসরণী, ব্রাত্যসংগ্রহ এবং ব্রাত্যশুদ্ধিসংগ্রহ প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথি দেখিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন।

(৭)

কাশীর মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে হিন্দী ভাষায় যে ব্যবস্থা দিয়াছেন নিম্নে তাহা লিখিত হইল :—

"দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য জো নহীং কর সকৃতে হৈং উন্‌হেং উস্‌কা প্রত্যাম্নায় স্বরূপ ৩৬০ গো প্রদান করনা হোগা, গোকা নিষ্ক্রয়মান, রজতমান, তাম্রমান, কপর্দ্দিকামান, ভেদ্‌সে তিন প্রকারকা হোগা, জিস্‌কা জৈসী শক্তি হৈ উস্‌কে অনুসার করণা হোগা, ধনী ধীর, দরিদ্র, অতিদরিদ্র ভেদ্‌সে প্রায়শ্চিত্তকা আধিক্য ঔর সঙ্কোচ করনা হোগা।"

অর্থাৎ যিনি দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপ মহাব্রত পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহাকে উহার প্রত্যাম্নায় (অনুকল্প) স্বরূপ ৩৬০ গোদান করিতে হইবে। ধনীদরিদ্র ভেদে প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য ও সঙ্কোচ করিতে হইবে, অর্থাৎ ধনীর পক্ষে গোর মূল্যের পরিবর্ত্তে ৩৬০৲ টাকা, দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ পয়সা অর্থাৎ ৫৷৶০, এবং অতিদরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ কপর্দ্দক (কড়ি) দিলেই চলিবে। বস্তুতঃ যাঁহার যেরূপ শক্তি তাঁহাকে তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

(৮)

১৩৩১ সনের ২৯শে চৈত্র বহরমপুরের সেনবাবুদের ভবনে ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধে সমাগত পণ্ডিতগণ যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা অবিকল লিখিত হইল :—

ক্ষত্রিয়বর্ণসম্ভূতৈঃ প্রপিতামহাদ্যূর্দ্ধতনবহুপুরুষপারম্পর্য্যেন ব্রাত্যৈরপি কায়স্থৈ বিহিতপ্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানানন্তরং গৃহীতোপবীতৈঃ দ্বাদশাহমশৌচমনুষ্ঠেয়ং ত্রয়োদশদিনেঽশৌচান্তদ্বিতীয়দিনকৃত্যানি করণীয়ানীতি বিদুষাং পরামর্শঃ। বঙ্গদেশীয়ানাং সর্ব্বেষাং কায়স্থানাং ক্ষত্রিয়ত্বে কোঽপি সন্দেহো নাস্তীত্যপি বিদুষাং পরামর্শঃ।

(স্বাক্ষর) মহামহোপাধ্যায় শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশশর্ম্মণাম্। মঃ মঃ শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থশর্ম্মণাম্। মঃ মঃ শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণশর্ম্মণাম্। তর্কতীর্থোপাধিক শ্রীরামগোপাল শর্ম্মণাম্। তর্কতীর্থোপানামক শ্রীঅম্বিকাচরণ শর্ম্মণাম্। স্মৃতিতীর্থোপাধিক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ শর্ম্মণাম্ (নবদ্বীপ)। স্মৃতিতীর্থোপাধিক শ্রীনবকুমার শর্ম্মণাম্। শ্রীরঘুবীর ত্রিবেদিশর্ম্মণাম্ (কলিকাতাস্থশ্রীবিশুদ্ধানন্দসরস্বতীবিদ্যালয়াধ্যাপকানাম্) শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিরত্নশর্ম্মণাম্। শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণিশর্ম্মণাম্॥

ব্যবস্থার মর্ম্মার্থ এই—ক্ষত্রিয়বর্ণসম্ভূত কায়স্থগণ প্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন বহুপুরুষপরম্পরা যজ্ঞোপবীতহীন হইলেও যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের পর উপবীতগ্রহণ করিলে তাহাদের দ্বাদশাহ অশৌচ পালন ও ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করণীয় হইবে। বঙ্গদেশের সমুদয় কায়স্থগণই ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাই বিদ্বদ্‌গণের পরামর্শ ইতি।

বিবিধ প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

উপনয়নসংস্কারের প্রতিকূলে আরও যে সকল তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে, নিম্নে তাহার যথাসম্ভব উত্তর প্রদত্ত হইল।

১ম প্রশ্ন :— মানবতত্ত্ববিদেরা (anthropologists) বলেন, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণকায়স্থাদি কাহারও ধমনীতে খাঁটি আর্য্যরক্ত এখন নাই। যদি আর্য্যত্বই না থাকিল তবে ক্ষত্রিয় বলিয়া লাভ কি?

উত্তর :—মানবতত্ত্ববিদেরা মুখ ও মস্তকের আকৃতিদ্বারা আর্য্য অনার্য্য এবং ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড়ীয় প্রভৃতি জাতিলক্ষণ নির্ণয় করেন এবং বাঙ্গালী জাতির মুখ মস্তকাদির মাপ লইয়া বলিতেছেন যে বাঙ্গালীদের মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড়ীয় রক্তের সহিত বহুল মিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই উক্তি বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় এমন যুক্তিপ্রমাণ আজও উপস্থিত হয় নাই। তবে প্রাচীন আর্য্য বা ককেশীয় জাতি জগতের বিভিন্ন দেশে যাইয়া তত্তৎ দেশের মানব জাতির সহিত যুগযুগান্তর একত্র বাস করিয়া তাহাদের রক্ত যে অল্পাধিক আত্মস্থ করে নাই, একথা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তাহাতেই কি আর্য্যত্ব নষ্ট হইয়াছে? আর্য্যশিক্ষা, আর্য্যসংস্কার ও আর্য্যআচার যাহারা গ্রহণ করিয়াছে তাহারাও আর্য্য হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, রাজপুতেরা হূণজাতি, আর্য্য নহেন; কিন্তু তাহারা ভারতে আসিয়া আর্য্য শিক্ষা ও সংস্কার গ্রহণ করিয়া আর্য্য ক্ষত্রিয়ই হইয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণদের শিক্ষা ও আচার অনুকরণ করিয়া দ্রাবিড় ব্রাহ্মণজাতি গঠিত হইয়াছে। অধুনা ব্রাহ্মণত্বের হিসাবে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বেদবিৎ। এইভাবে প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের আর্য্যজাতি আপনাদের শিক্ষা ও সভ্যতা দান করিয়া অনার্য্যকেও আর্য্য করিয়া লইয়াছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে।

অতএব মুখমস্তকাদির আকৃতি আর্য্যত্ব বা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ত্বের মাপকাঠি নহে, আর্য্যশিক্ষা ও সংস্কারই আর্য্যত্বের পরিমাপক। বাঙ্গালায় আর্য্যত্ব নাই, ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব নাই—এইরূপ উক্তি প্রগল্‌ভতার পরিচায়ক মাত্র। মুসলমান রাজত্বকালে বাঙ্গালার আর্য্য শিক্ষা ও আচার পরিম্লান হইলেও অধুনা তাহার আদর ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে, বেদচর্চ্চাও ক্রমে বাড়িতেছে, তাহার ফলে অনার্য্য কুসংস্কাররাশিও তিরোভূত হইতেছে।

২য় প্রশ্ন ঃ—বুঝিলাম কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, পৈতাও ছিল, কিন্তু বহুপুরুষ যাবৎ লুপ্ত হইয়াছে, এখনও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় গ্রহণ করা যায়। কিন্তু লওয়ার কি প্রয়োজন, এবং না লইলে কি ক্ষতি হয়?

উত্তর ঃ—প্রয়োজন ত্রিবিধ—সামাজিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক। প্রাচীনকালে গুণকর্ম্মানুসারে আর্য্যসমাজ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল। গুণকর্ম্মের উৎকর্ষে তখন আর্য্যমানব উচ্চতর বর্ণ প্রাপ্ত হইত, আর অপকর্ষে নিম্নতর বর্ণে অবনমিত হইত, তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আমরা ইতিহাসে ও পুরাণে দেখিতে পাই। গুণকর্ম্মের ভিত্তির উপরে ঐরূপ বর্ণভেদ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে ভারতের আর্য্যসমাজ আবার জগতের আদর্শ হইবে এবং ভারতে স্বুবর্ণযুগ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু তাহা কি আর হইবে? যদি না হয় তবে আজিকার জন্মগত, অবিচারমূলক বর্ণভেদ ক্রমে বিলুপ্ত হইবে। তথাপি যতকাল বর্ণভেদ থাকিবে ততকাল নিজের জাতিকে দিন দিন হীন হইতে দেওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রমতে দ্বিজাতি না হইলেই একজাতি শূদ্র বা অনার্য্য হইতে হয়। মনু বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ বর্ণ একজাতি শূদ্র, পঞ্চম আর কোন বর্ণ নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নসংস্কারে দ্বিতীয়বার জন্ম হয় বলিয়া তাহারা দ্বিজাতি, আর

শূদ্রের একবারমাত্র জন্ম হয় বলিয়া শূদ্র একজাতি। অতএব মানব প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, দ্বিজাতি ও একজাতি। যাহারা একজাতি, অর্থাৎ উপনয়নসংস্কার যাহাদের হয় না, তাহারাই শূদ্র। অতএব যাহারা বলেন—কায়স্থ চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত এক মহতী জাতি, তাহারা ক্ষত্রিয়ের সমতুল্য, কিন্তু তাহাদের উপনয়নসংস্কার হইতে পারে না, মাসাশৌচই তাহাদের পালনীয়, দাসদাসী উপনামই তাহাদের ব্যবহার্য্য—তাহারা বৃক্ষের মূল কাটিয়া মস্তকে জল দিতেছেন। তাহাদের এই উক্তি মন্বাদি সমুদয় স্মৃতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ। তাহারা কেবল দুই একটী মধুর কথায় ভুলাইয়া কায়স্থদিগকে চিরকাল শূদ্র একজাতি করিয়া রাখিতে চাহিতেছেন। যজ্ঞসূত্র না থাকিলে দাক্ষিণাত্যে কোন হোটেলে স্থান পাওয়া যায়না, কোন ভদ্রলোকের সহিত একঘরে আহার করা যায় না। পশ্চিমভারতেরও অনেক স্থলে সেই অবস্থা। এই সামাজিক গ্লানি দূর করা কি কর্ত্তব্য নহে?

তারপর, উপনয়ন না থাকার দরুণ কলিকাতা হাইকোর্ট কায়স্থদের শূদ্রত্ব অবধারণ করিয়া বহু মোকদ্দমায় বিচারনিষ্পত্তি করিয়াছেন—

(ক) ১৮৮৪ সালে এক দত্তকপুত্রঘটিত মোকদ্দমায় বিচারপতি ফীল্ড্ ও ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড যে রায় দিয়াছেন তাহাতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণতা অস্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু বর্ত্তমানে উপনয়ন সংস্কার না থাকার দরুণ এবং নামান্তে শূদ্রবৎ দাস-দাসী শব্দ ব্যবহার হেতু তাহাদের শূদ্রাচারী এবং শূদ্রত্বে পতিত বলিয়া শূদ্রাচারে গৃহীত দত্তক সিদ্ধ বলিয়া নিষ্পত্তি করিয়াছেন। বিচারপতিদ্বয় তাঁহাদের রায়ে শ্যামাচরণ সরকারকৃত হিন্দু-আইন ব্যবস্থাদর্পণ হইতে কায়স্থ-জাতিবিষয়ক আলোচনার উপসংহার (শেষ পেরা) উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"There is, therefore, a preponderance of authority to evince that the Kayasthas, whether of Bengal or of any other country, were Kshatriyas, but since several centu-

ries past, the Kayasthas, at least those of Bengal, have been degenerated and degraded to sudradom, not only by using after their proper names the surname *Dasa* peculiar to the sudras, and giving up their own which is *Varma,* but principally by omitting to perform the regenerating ceremony Upanayana hallowed by the Gayatri."

অর্থাৎ বঙ্গের ও অন্য প্রদেশের কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় ছিল তদ্বিষয়ে বহু অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে, কিন্তু কতিপয় শতাব্দ যাবৎ বঙ্গীয় কায়স্থগণ গায়ত্রীসংযুক্ত উপনয়ন সংস্কার ত্যাগ করিয়া এবং নামান্তে নিজেদের ব্যবহার্য্য বর্ম্ম-উপনাম ত্যাগ করিয়া শূদ্রের ব্যবহার্য্য দাস-উপনাম ব্যবহার করিয়া শূদ্রত্বে পতিত হইয়াছে। বিচারপতিদ্বয় এই সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইয়া বলিতেছেন—কায়স্থেরা যখন শূদ্রত্বে পতিত হইয়াছেন, তখন দত্তকগ্রহণ সম্বন্ধে দ্বিজোচিত নিয়ম তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইবেনা, তাঁহারা ভাগিনেয়কে দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। (রাজকুমার বঃ বিশ্বেশ্বর, I. L. R. 10 Cal. 688 at p. 694).

ইহার পরেও বহুবার হাইকোর্টে কায়স্থ ক্ষত্রিয় কি শূদ্র এই তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে হাইকোর্টে কায়স্থজাতির সামাজিক মর্য্যাদার অতিশয় হানিকর কয়েকটী নজির হইয়াছে।

(খ) এক মাতাল কায়স্থ এক ধনবান তাঁতীর একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিল। তাহার গর্ভে কন্যা ও পুত্র হইল। পরে তাহার পতি মরিয়া গেল। তৎপর তাহার দেবর তাহাকে ও তাহার সন্তানদিগকে মৃত ভ্রাতার রক্ষিতা বোধে তাড়াইয়া দিল। তখন মোকদ্দমা বাধিল, ক্রমে তাহা হাইকোর্টে ফুলবেঞ্চে গেল; বিচারপতিগণ নজির করিলেন —বিবাহ যে হইয়াছিল তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। বিবাহ বৈধ কি না

তাহাই বিচার্য্য। তাঁতীও শূদ্র, কায়স্থও শূদ্র, সুতরাং এক বর্ণেরই দুই শাখার মধ্যে বিবাহ হইয়াছে। অতএব এই বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রমতে অবৈধ নহে। সুতরাং এই বিবাহজাত সন্তান জনকের সম্পত্তি পাইবে। (৬৩)

(গ) এক কায়স্থ বিষয়সম্পত্তি ও ভাল বাড়ীঘর করিয়া এক অনার্য্য-জাতীয়া বিধবাকে লইয়া সংসার করিত। তাহার গর্ভে পুত্রকন্যা হয়। পরে তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার ত্যক্ত বিষয়ের জন্য তাহার জ্ঞাতি ওয়ারিসগণ ও রক্ষিতারমণীর সন্তানদের মধ্যে মোকদ্দমা হয়; ক্রমে ইহাও ফুলবেঞ্চে যায়। হাইকোর্ট নজির করিলেন—দায়ভাগমতে শূদ্রের ঔরসজাত সন্তান হইলেই জনকের সম্পত্তি পাইবে, সে দাসী-গর্ভজাত হউক, রক্ষিতার গর্ভজাত হউক বা বিধবার গর্ভজাত হউক অতএব এস্থলে ঐ রক্ষিতারমণীর সন্তানগণই সম্পত্তি পাইবে। (৬৪)

(ঘ) কায়স্থজাতিনামে পরিচিত এক ব্যক্তি এক রূপসী ডোমকন্যাকে বিবাহ করিল, কিছু বিষয়ও পাইল, তাহাকে লইয়া সমাজ ছাড়িয়া গিয়া চন্দননগরে বাস করিতে লাগিল। তথা হইতে তাহার এক আত্মীয় ঐ ডোমকন্যাকে লইয়া পলায়ন করিল। পতি স্ত্রীহরণের অভিযোগে মোকদ্দমা করিল। আসামী হাজির হইয়া জবাব দিল, "ডোমের মেয়ে কায়স্থের 'পত্নী' হইতে পারেনা, সে ইচ্ছা করিয়া আমার সঙ্গে গিয়াছে, আমি কাহারও 'স্ত্রী'হরণ করি নাই।" নিম্ন আদালতে

---

(৬৩) বিশ্বনাথ বঃ সরসীবালা, I. L. R. 48 Cal. 926.

(৬৪) রজনীনাথ বঃ নিতাইচন্দ্র, I. L. R. 48 Cal. 643. বিচারপতি নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে একমত হইতে না পারিয়া পৃথক রায়ে বলিয়াছেন যে বাঙ্গালার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার শূদ্রসংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এইরূপ আইন হইলে বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা হইবে।

আসামীর ৬ মাস জেল হইল। মোকদ্দমা ক্রমে ফুলবেঞ্চে গেল, হাইকোর্ট নজির করিলেন—ডোমও হিন্দু, এবং ডোম ছোটজাতি হইলেও শূদ্র, কারণ শূদ্র হইতে নিম্নতর কোন বর্ণ নাই। কায়স্থও শূদ্র। অতএব এস্থলেও এক বর্ণেরই দুই শাখার মধ্যে বিবাহ হইয়াছে। সুতরাং এই বিবাহ বৈধ এবং আসামীর স্ত্রীহরণের অপরাধই হইয়াছে, অতএব ৬ মাস কারাবাস দণ্ড বাহাল রহিল। (৬৫)

(ঙ) পাটনা হাইকোর্টে "ঈশ্বরীপ্রসাদ বনাম রায় হরিপ্রসাদ লাল" মোকদ্দমায়* কোন কায়স্থ তাহার দৌহিত্রকে দত্তকগ্রহণ করিতে পারে কিনা এই তর্ক উত্থাপিত হওয়ায় বিচারপতি জোয়ালাপ্রসাদ ও বাকুনীল কায়স্থজাতির দ্বিজাতিত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া যে সুদীর্ঘ রায় দিয়াছেন তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে "কলিকাতা হাইকোর্ট 'রাজকুমার লাল বনাম বিশ্বেশ্বর দয়াল' মোকদ্দমায় শ্যামাচরণ সরকার কৃত ব্যবস্থাদর্পণের সহিত একমত হইয়া বিহারী কায়স্থদেরও শূদ্র অবধারণ করিয়াছেন। গয়ার সবজজ্ তদনুসারে বিচারনিষ্পত্তি করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ঐ সিদ্ধান্ত আমরা মানিয়া লইতে পারি না। "অসিতা-মোহন বনাম নীরদমোহন ঘোষ মৌলিক" মোকদ্দমাতে কলিকাতা হাইকোর্ট কায়স্থকে শূদ্র অবধারণ করিয়াছেন, কিন্তু ঐ মোকদ্দমা প্রিভি কাউন্সিলে গেলে প্রিভি কাউন্সিলের বিচারকগণ কলিকাতা হাইকোর্টের মত সমর্থন করেন নাই (They have left the question open). এলাহাবাদ হাইকোর্টও কলিকাতা হাইকোর্টের মত গ্রহণ করেন নাই। গোলাপচন্দ্র সরকার তদীয় হিন্দু-ল ও দত্তকবিষয়ক আইন—উভয়গ্রন্থে এতদ্‌বিষয়ক শাস্ত্রমতের সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন

(৬৫) ভোলানাথ মিত্র বঃ ভারতেশ্বর, I. L. R. 51 Cal. 288.

* Patna Law Times, Vol. VIII, p. 35—66 (1926, Feb 23).

এবং দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়। সর্ব্বাধিকারীও তাঁহার উত্তরাধিকারবিষয়ক হিন্দু আইনে শাস্ত্রমতের আলোচনা করিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। উভয়েই দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারে ভয়াবহ প্রমাদ ঘটিয়াছে। ব্যবস্থা-দর্পণেও কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ই বলা হইয়াছে, কিন্তু উপনয়নসংস্কার ত্যাগের দরুণ এবং দাস শব্দ নামান্তে ব্যবহারের দরুণ বঙ্গীয় কায়স্থদের শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে এরূপ বলা হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের অনেক ক্ষত্রিয়-ঠাকুর ও বৈশ্য উপবীতধারণ করে না; কিন্তু তাহারা দ্বিজাতি বলিয়াই স্বীকৃত। বস্তুতঃ কোন কোন দ্বিজাচারের অপালনেই দ্বিজাতির শূদ্রত্ব হইতে পারে না, তাহাদের কুলগত বা সামাজিক অধিকার নষ্ট হইতে পারে না, তদ্দ্বারা কেবল ব্রাত্যত্ব হইতে পারে।"

এই সকল অভিমত উদ্ধৃত করিয়া বিচারপতি জোয়ালাপ্রসাদ পুরাণ, স্মৃতি ও স্মৃতিনিবন্ধাদির বহু প্রমাণের উল্লেখ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে কায়স্থ দ্বিজাতি ও ক্ষত্রিয়। আর বলিয়াছেন যে কলিকাতা হাইকোর্টের নজির বঙ্গীয় কায়স্থদের প্রতি প্রযুক্ত হইলেও বিহারী কায়স্থদের সম্বন্ধে বলবৎ হইতে পারে না, কারণ বিহারী কায়স্থদের সঙ্গে বঙ্গীয় কায়স্থদের কোনরূপ সংস্রব নাই, বিহারী কায়স্থেরা নামান্তে দাস শব্দও ব্যবহার করে না, উপনয়নসংস্কারও ত্যাগ করে নাই।

(চ) তৎপর পাটনা হাইকোর্টে "রাজেন্দ্রপ্রসাদ বসু বনাম গোলোক-প্রসাদ বসু" মোকদ্দমায় * তর্ক উপস্থিত হয় যে উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালী কায়স্থমহিলা মৃতপতির অনুমতিপত্রানুসারে পতির বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দত্তকগ্রহণ না করিয়া অন্যকে দত্তকগ্রহণ করায় গৃহীত দত্তক অসিদ্ধ হইয়াছে কি না।

বিচারপতি রাস্ ও ঔর্ট এ বিষয়ের মীমাংসায় বলিয়াছেন—"দত্তক-

* Patna Law Times, Vol. IX, p. 123 (Dec. 16, 1927).

মীমাংসামতে ভ্রাতাকে দত্তকগ্রহণ করা নিষিদ্ধ। এস্থলে ভ্রাতা বলিতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাও বুঝিতে হইবে, ইহাই গোলাপচন্দ্র সরকার ও মেনের অভিমত। অতএব দ্বিজাতির এরূপ দত্তকগ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। ঈশ্বরী-প্রসাদ বনাম রায় হরিপ্রসাদ লাল মোকদ্দমায় শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণের বিশদ আলোচনা ক্রমে স্থির হইয়াছে যে কায়স্থ দ্বিজাতি। শ্যামাচরণ সরকার কৃত ব্যবস্থাদর্পণের অভিমত এবং তাহাকে ভিত্তি করিয়া কলিকাতা হাইকোর্ট কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আমরা প্রমাণ (authority) রূপে গ্রহণ করিতে পারি না। বিশেষতঃ প্রিভি কাউন্সিলে ঐ মত সমর্থিত হয় নাই। কোন কোন দ্বিজাচার বঙ্গীয় কায়স্থেরা পালন না করিলেও তদ্দ্বারা তাহাদের চিরাগত জাতিধর্ম্ম বা অধিকার লুপ্ত হইতে পারে না। পতির অনুমতি থাকিলেও তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে দত্তকগ্রহণ না করিয়া অন্য দত্তকগ্রহণ করা পত্নীর পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই, কারণ দত্তকগ্রহণ যে আবশ্যক ইহাই অনুমতিপত্রের মুখ্য কথা।"

এই শেষোক্ত নজির দ্বারা প্রবাসী বাঙ্গালী কায়স্থদেরও শূদ্রত্ব অপনীত হইল। রঘুনন্দনশাসিত বঙ্গে মূল বাঙ্গালী কায়স্থজাতির শূদ্রত্ব কতকালে ঘুচিবে তাহা বলা কঠিন। তাহা কায়স্থদের আত্ম-মর্য্যাদাবোধ এবং জাতির সংস্কারসাধনের প্রয়াসের উপর সম্যক্ নির্ভর করে। সর্ব্বাধিকারী হিন্দু-আইনে বলিতেছেন—বঙ্গীয় কায়স্থগণ উপনয়নসংস্কার ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া শূদ্র অবধারিত হইয়াছেন। যদি এখন তাহারা যজ্ঞোপবীত পুনরায় গ্রহণ করে, তবে হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন হইবে না কি?

চিন্তাশীল কায়স্থনেতৃগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য অবধারণ করুন।

পূর্ব্বোক্ত (গ) চিহ্নিত নজির হওয়ার পরেই পাবনা জজকোর্টে এক রক্ষিতার পুত্র কোন কায়স্থ জমিদারের বৈধ পুত্রকে প্রতিবাদী

করিয়া তাহার পিতার ত্যক্ত সম্পত্তির অংশ দাবি করিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে। প্রতিবাদী বাদীকে কিছু টাকা দিয়া আপোষ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

উপনয়ন সংস্কার না থাকার দরুণ এই সকল দুঃসহ গ্লানি বাঙ্গালার বুনিয়াদ, সম্ভ্রান্ত কায়স্থজাতির মস্তকোপরি পুঞ্জীভূত হইতেছে। তদুপরি ধনী লোকদের বিষয় রক্ষাও বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে। বড় লোকের ছেলেরা সময় সময় পথভ্রান্ত হইবে ইহা অস্বাভাবিক নহে। কায়স্থ রাজা জমিদারদের দাসী গর্ভে কত সন্তান হইয়াছে, কিন্তু তাহারা কদাচ জনকের সম্পত্তি দাবি করে নাই। উপনয়নসংস্কার লোপ হইলেও দায়ভাগ বিষয়ে কদাচ কায়স্থ জাতি শূদ্রাচারী হয় নাই। এখন হাইকোর্টের নজিরে তাহাও হইল। কেহ কেহ বলেন—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, এমন অপকর্ম্ম কায়স্থেরা করে কেন? সুখ দুঃখ মানাপমান সমস্তই তুলনা-মূলক। জগতে সমান দুঃখে সকল লোক থাকিলে দুঃখভার সকলেরই কমিয়া যাইত অথবা দুঃখবোধ থাকিতই না। এ স্থলেও যদি এমন নজির হইত যে, যে কোন জাতির অবৈধ সন্তান জনকের সম্পত্তি পাইবে, তাহা হইলে কায়স্থদের অবমাননা বা দুঃখবোধ তেমন হইত না। দ্বিজাতির দাসীপুত্র বা যে কোনরূপ অবৈধ পুত্র ওয়ারিষ হইবে না, কিন্তু কায়স্থের ঐরূপ পুত্র ওয়ারিষ হইবে, কেন না কায়স্থ শূদ্র।—এইরূপ আইন কায়স্থজাতির পক্ষে দুঃখ ও গ্লানিজনক নহে কি?

তারপর আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের কথা। যে সংস্কারদ্বারা মানব বেদবিদ্যাসমীপে নীত হয় তাহাই উপনয়ন। নিখিলজ্ঞানের আকর বেদে দীক্ষিত হওয়াই উপনয়ন। যে দিন মানব বেদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র গায়ত্রী গুরুমুখে শুনিয়া বেদে দীক্ষিত হইল সে দিন সে নবজীবন লাভ করিল, অনন্ত জ্ঞানের দ্বার তাহার জন্য উন্মুক্ত হইল। এজন্যই উপনয়নকে দ্বিতীয় জন্ম বলে এবং তদ্দ্বারা মানবের দ্বিজাতিত্ব হয়। বেদে

অনধিকারী থাকাই বৃষলত্ব বা শূদ্রত্ব। আর্য্য মানবের পক্ষে বেদে অনধিকারী থাকা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছু হইতে পারে না। উপনয়ন না হইলে বেদমন্ত্র উচ্চারণে, প্রণব উচ্চারণে অধিকার হয় না, বিবাহসংস্কারের প্রধান অঙ্গ কুশণ্ডিকা যজ্ঞে এবং অতি উদ্দীপক ওজস্বী বেদমন্ত্রসমূহে, যাহা বিবাহ ক্রিয়ার প্রধান সাধন, তাহাতেই অধিকার হয় না। এ জন্য শূদ্রের বিবাহ বিবাহই নহে, এবং তাহার বৈধ ও অবৈধ পুত্রেও বিশেষ পার্থক্য নাই। বৈদিক দশ সংস্কারই অগ্নির সাক্ষাতে বেদমন্ত্রযোগে সম্পাদনীয়, তাহাতে শূদ্রের অধিকার নাই, এজন্যই মনু বলিয়াছেন শূদ্রের কোন সংস্কারই নাই। শাস্ত্রে আছে "পিতরো মন্ত্রমিচ্ছন্তি"। পিতৃগণ ও মৃত ব্যক্তির আত্মা বিশুদ্ধ বেদমন্ত্রে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং যাহারা বেদমন্ত্র উচ্চারণে অনধিকারী, তাহাদের পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ যে সুসম্পন্ন হয় না তাহা সহজ-বোধগম্য। শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে, এক প্রণব জপ করিয়াই মানব সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবে, গায়ত্রী মন্ত্রেরও ঐরূপ মহিমা উক্ত হইয়াছে। আর্য্য কায়স্থ জাতি কেন তাহাতে অনধিকারী হইয়া থাকিবে? আর্য্যবংশসম্ভূত হইয়া এ সকল আধ্যাত্মিক অধিকারে বঞ্চিত থাকা কত বড় দুঃখ, দুর্ভাগ্য ও অবনতি, আত্মবিস্মৃত কায়স্থজাতি আজ তাহা ভাবিয়া দেখুন এবং এ সকল দুর্গতি দূর করিতে বদ্ধ-পরিকর হউন।

এখন দেখিতেছি অনেক কায়স্থ প্রৌঢ়কাল পর্য্যন্তও দীক্ষা গ্রহণ করেন না। সমাজে উপনয়ন সংস্কার প্রচলিত হইলে বাল্যকালেই বৈদিকী দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, প্রণব ও গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতে অভ্যস্ত হইয়া সকলেই সাধনপথে অল্পাধিক অগ্রসর হইবে। বর্ত্তমান নিরীশ্বর সমাজের পক্ষে ইহা কম লাভ নহে। বস্তুতঃ যজ্ঞসূত্রই ভগবানের সহিত সংযোগসূত্র এবং নিষ্ঠা ও সদাচারলাভের সেতুস্বরূপ। এই যজ্ঞসূত্রেই আজ

ছিন্নভিন্ন কায়স্থজাতির একতাসূত্রে পরিণত হউক, দুর্গতিপ্রাপ্ত কায়স্থ-জাতি তাহা সম্যক্ প্রবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্ম ও অভ্যুদয় লাভ করুন।

৩য় প্রশ্ন :— এখন যে পৈতা ফেলিবার দিন, পৈতা আবার লইব কেন? উহা গর্ব্বের চিহ্ন, উহা ধারণ করিয়া আমরা অনুন্নত জাতিসকলকে আরও অবজ্ঞা করিব না কি? বরং ব্রাহ্মণাদি সকলে পৈতা ফেলিয়া দিউক। পৈতা না লইয়া বেদপাঠ ও ধর্ম্মকার্য্যাদি করিলে ক্ষতি কি?

উত্তর :—এখন পৈতা ফেলিবার দিন নহে, বরং যাহারা ফেলিয়া দিয়াছিল এবং যাহাদের পূর্ব্বে ছিল না তাহারাও আজ পৈতা লইতেছে। বিলাত-ফেরত ব্রাহ্মণ ব্যারিষ্টারকে দেখিতেছি, বহুসহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া পুত্রের উপনয়ন করাইয়া তাহাকে বিলাতে পাঠাইতেছেন। শাস্ত্রমতে যজ্ঞোপবীত শুভ্র সত্ত্বগুণের প্রতিমাস্বরূপ, উহা ধারণ করিয়া গর্ব্বিত না হইয়া সতত সাত্ত্বিক ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে, সকলকে প্রেম ও প্রীতির চক্ষে দেখিতে হইবে, অনুন্নতকে উন্নত করিতে হইবে। ক্ষত হইতে সমাজকে ত্রাণ করিবে বলিয়াই ক্ষত্রিয় নাম হইয়াছে। উপনীত কায়স্থগণকে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে, সমুদয় দুষ্ট ক্ষত হইতে সমাজকে ত্রাণ করিতে হইবে। তাহাতেই ক্ষত্রিয় নামের সার্থকতা। অন্ধের ন্যায় ব্রাহ্মণের অনুকরণ করিলে চলিবে না। নারীজাতিকে এবং নানা জাতিনামে পরিচিত অসংখ্য নরনারীকে আমরা যুগযুগান্তর ধরিয়া সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সকল অধিকারে বঞ্চিত করিয়া, পতিত করিয়া, এবং মনুষ্যত্ববর্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছি। আজ সেই পাপমোচন করিতে হইবে, নতুবা দেশের ও জাতির কল্যাণ হইবে না। বৈদিক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে বেদের সমধিক চর্চ্চা করিতে হইবে, এবং প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম, যাহা আর্য্যমানবের যথার্থ ধর্ম্ম, তাহাই পালন করিতে হইবে। বেদে এমন অনুশাসন নাই যে কোন জাতিবিশেষ অন্য জাতির নিকট অস্পৃশ্য বা পতিত হইয়া থাকিবে। বরং আমরা

গৃহ্যসূত্রে এমন অনুশাসন দেখিতে পাই যে সদাচারী শূদ্রকেও উপনয়ন দিয়া উন্নত করিতে হইবে। প্রাচীন আর্য্য সমাজে নারীদিগের বেদ-চর্চ্চায় সম্যক্ অধিকার ছিল। ঋগ্বেদে আমরা বিশ্ববারা, ঘোষা প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কন্যার বেদসূক্ত দেখিতে পাই। যাহারা এককালে বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন তাহারা আজ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন না। সমুন্নত উদার কায়স্থজাতিকে যথার্থ ক্ষত্রিয়তেজের সহিত এ সকল অবিচার ও পাপ সমাজ হইতে দূর করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়ত্ব বা উপনয়ন গর্ব্বের জন্য নহে, সমাজের ও দেশের কল্যাণের জন্যই তাহা আজ আবশ্যক।

ব্রাহ্মণকে পৈতা ফেলিয়া দিতে বলিলেই ব্রাহ্মণ পৈতা ফেলিয়া দিবে না। দুইটী পথ আছে—বড়কে ছোট করিয়া লওয়া, বা ছোটকে বড় করিয়া লওয়া। বড়কে ছোট হইতে বলিলে, vested interest ত্যাগ করিতে বলিলে, কোনও ফল হইবে না, ছোটকেই বড় হইতে হইবে, এবং বড় করিতে হইবে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বুঝিবেন, ইহাই সমাজসংস্কারের ও দেশোন্নতির প্রকৃত পন্থা। আর এক কথা এই যে, সকল হিন্দু পৈতা ফেলিয়া দিলে আর্য্য আচারপদ্ধতি ও সংস্কারাদি কিছুই থাকিবেনা, প্রাচীন শাস্ত্রেরও কোন মান্য থাকিবেনা, জাতীয় স্বতন্ত্রতাও থাকিবেনা। উপনয়ন বেদবিহিত। উপনয়ন সংস্কার ত্যাগ করিয়াই বেদপাঠ ও দেবপূজা এবং বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সকল কার্য্য করিব, এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে হইলেই, কেবল নব্য স্মৃতি ও পুরাণ নহে, বেদকেও অগ্রাহ্য করিতে হইবে। প্রত্যেক জাতিকেই কোন শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইবে, একটা code মান্য করিতে হইবে। নব্য স্মৃতি ও পুরাণের সকল ব্যবস্থা কালোপযোগী নহে বলিয়া আমরা আমাদের প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম ও সমাজব্যবস্থার অনুসরণ করিতে পারি। কিন্তু উপনয়নই বৈদিক ধর্ম্মকর্ম্মের ভিত্তি, তাহা ত্যাগ করিয়া আমরা বৈদিকাচার কিরূপে অবলম্বন করিব? যদি তাহাও না করি, তবে সমাজের বন্ধন কি

থাকিবে, জাতির স্বাতন্ত্র্য কি থাকিবে? অতএব উপবীত ফেলিয়া দিয়া নহে, উপবীত ধারণে ও বিস্তারেই দেশ ও সমাজের কল্যাণ ও অভ্যুদয় ফিরিয়া আসিবে।

৪র্থ প্রশ্ন :—অতিপূর্ব্বে কি ছিল তাহার আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন কি? আমাদের পিতামহ প্রপিতামহ যাহা করেন নাই তাহা আমরা কেন করিব? তাঁহারা কি আমাদের অপেক্ষা কম জ্ঞানী ছিলেন? তাহারা কেন পৈতা লন নাই?

উত্তর :—যোগবাশিষ্ট রামায়ণে এ বিষয়ে একটী সুন্দর কথা আছে। একদা শ্রীমন্নারায়ণ তীর্থস্বামী পরমহংসদেবের নিকট কায়স্থদের উপনয়ন সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তিনি যোগবাশিষ্ট রামায়ণের—"তাতস্য কূপোঽয়মিতি ব্রুবাণাঃ ক্ষারং জলং কাপুরুষাঃ পিবন্তি"—(৬৪) এইবাক্য উদাহরণ করিয়া বলিলেন, যাহা কল্যাণকর তাহা পূর্ব্বপুরুষাগত না হইলেও কর্ত্তব্য, আর যাহা অকল্যাণকর তাহা পূর্ব্বপুরুষাচরিত হইলেও পরিত্যাজ্য। দশরথসভায় বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে উপদেশ দিতেছেন—"অনেক কাপুরুষ আছে যাহারা 'ইহা আমার পিতার কূপ, আমি এই কূপের জল পান না করিয়া কেন অন্য জল পান করিব?'—এই বলিয়া সেই অপেয় ক্ষারজল পান করে, তথাপি সন্নিহিত সরোবরের স্বাদুজল পান করে না। হে রাম, তুমি তাহাদের ন্যায় বিচারবিমূঢ় হইয়া মদুক্ত এই মোক্ষদায়ক ধর্ম্ম ত্যাগ করিওনা।"

পিতৃপিতামহ হইতে পুত্রপৌত্রাদি অধিক জ্ঞানবান্ হইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তাহাই ত বাঞ্ছনীয়। জ্ঞানের ক্রমোন্নতি হইবে, পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সঞ্চিত জ্ঞানের অধিকারী হইয়া আমরা আরও উন্নত হইব, ইহাই ত স্বাভাবিক। ধর্ম্মবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব, এবং জগতের নৈসর্গিক বিপ্লবে সময়ে সময়ে সেই উন্নতিধারা ব্যাহত ও বিপর্য্যস্ত না

(৬৪) যোগবাশিষ্ট, নির্ব্বাণ প্রকরণ, উত্তর ভাগ, ৬৩ অধ্যায়।

হইলে বিশ্বমানবের জ্ঞান আজ কত বড় হইত তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ। বিংশশতাব্দীর মানব পূর্ব্ব পঞ্চ শতাব্দীর মানব অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবেনা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব হইতে বা মহাপ্রভু চৈতন্যদেব জগন্নাথমিশ্র হইতে অধিকতর জ্ঞানী ছিলেন, ইহা বলিলেও বোধহয় পাপ হইবেনা। পৈতা না থাকিলেও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সমাজে অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহারা ভাবিতেই পারেন নাই যে এই বিংশ-শতাব্দীতে উপনয়নের অভাবে তাঁহাদের সন্ততিগণের এমন দুর্গতি উপস্থিত হইবে। যদি তাহা বুঝিতে পারিতেন তবে অবশ্য যথা-কালেই তাহার প্রতিকার করিয়া যাইতেন। বর্ত্তমানে আমরা দেখিতেছি উপনয়নের অভাবে আমাদের কিরূপ সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটিয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমানের এবং ভবিষ্যবংশধরগণের কল্যাণের জন্য আমাদেরই তাহার প্রতিকার সাধন করিতে হইবে। তজ্জন্য হয়ত কিছু বেগ পাইতে হইবে, বহু বাধা ও বিরোধিতা অতিক্রম করিতে হইবে। তাহাতে ভীত হইলে চলিবেনা।

৫ম প্রশ্ন ঃ—পৈতার কাজ করিতে পারিব না, লইয়া কি হইবে? ব্রাহ্মণেরাই এখন সন্ধ্যা আহ্নিক করে না, আমরা আর কি করিব?

উত্তর ঃ—পৈতার কি ভয়াবহ কাজ আছে যাহা আমরা করিতে পারিব না? আচারনিষ্ঠা পৈতা লইলেও পালনীয়, পৈতা না লইলেও পালনীয়। প্রাতে ও সায়ংকালে সন্ধ্যোপাসনা করা বা প্রণব ও গায়ত্রী জপ করা কি এত বড় কঠিন কাজ যে তাহা আমরা পারিব না? যে ব্রাহ্মণ উকিল বা ডাক্তার সন্ধ্যোপাসনা করে না, সেও তাহার পুত্রের উপনয়ন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। ডাক্তার হউন, উকিল হউন, হাইকোর্টের জজ হউন, ব্যারিষ্টার হউন, মিনিষ্টার হউন বা লাটসাহেব হউন—সকলেরই সন্ধ্যোপাসনা করা কর্ত্তব্য। যদি দ্বিজাতির সকল কর্ত্তব্য আমি পালন

না করিতে পারি, তথাপি সেই কর্ত্তব্যসাধনের অধিকারলাভ করা আমার পক্ষেও আবশ্যক, আমার ভবিষ্যবংশধরগণের জন্যও আবশ্যক। আমি আজ যাহা না করি পরিণত বয়সে হয়ত তাহা করিব, আর ভবিষ্যতে আমার বংশে হয়ত অসাধারণ বেদজ্ঞ, নিষ্ঠাবান্ ও ধার্ম্মিক সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। তজ্জন্য ভিত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইবে, বংশকে দ্বিজাতির অধিকারসম্পন্ন করিতে হইবে। পৈতার কাজ করিতে পারিব না, ইহা অতি অসার কথা। আর কিছু না পারেন, প্রাতে ও সন্ধ্যায় ১০ বার প্রণব ও গায়ত্রী জপ করুন, দন্তধাবন করুন, মলমূত্রত্যাগে শৌচাচার পালন করুন। এমন দিন আসিবে যখন আপনার পক্ষে আরও বহু কার্য্য করা সম্ভব ও প্রীতিকর হইবে।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন :—শ্রীগুরুর অনুগ্রহে আমি যাহা পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট। পৈতা লইয়া আর কি হইবে?

উত্তর :—শ্রীগুরুর কৃপায় যিনি সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বৈদিক দীক্ষার প্রয়োজন না থাকিতে পারে। কিন্তু উপনয়ন ব্যক্তিগত ধর্ম্ম নহে, উহা বংশগত ও জাতিগত ধর্ম্ম। যদি বুঝিলাম—নিজের বংশে ও জাতিতে দশবিধ বৈদিক সংস্কার সম্যক্ অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, তবে আমারও সেই সংস্কার গ্রহণীয়, আমি সাধনপথে বহুদূর অগ্রসর হইলেও আমার তাহা কর্ত্তব্য, কেননা "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ"—শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করিবেন, অপরলোকেরা তাহারই অনুবর্ত্তন করিবে। দেখুন ভগবৎ-শক্তি অবতাররূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াও লৌকিক আচার সম্যক্ পালন করিয়াছেন। অতএব পৈতা লওয়া বড় ছোট সকলেরই কর্ত্তব্য, পরম ভক্ত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণেরও কর্ত্তব্য। বরং তাঁহাদেরই পথ-প্রদর্শক হওয়া উচিত।

৭ম প্রশ্ন :—দেখিতেছি অনেক কায়স্থ অকালে পৈতা লইতেছেন এবং

এক যজ্ঞে ২০।২৫ জনের পৈতা হইতেছে। অনেকে মস্তকমুণ্ডনও করেন না। এইরূপ পৈতা কি ঠিক হইতেছে ?

উত্তর :—প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উপনয়নে প্রায়শ্চিত্তের দিন দেখিতে হয়, উপনয়নের দিন দেখা আবশ্যক নহে। এ বিষয়ে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তদীয় প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে লিখিয়াছেন :—

"মনু উপনয়নবিষয়ে বিশেষ এই বলিতেছেন যে—দ্বিজাতিদিগের পুনঃসংস্কারকার্য্যে মস্তকমুণ্ডন, মেখলা ও দণ্ডধারণ, এবং ভিক্ষাব্রত করিবে না। যম বলিতেছেন, এরূপ সংস্কারে বেদাধ্যয়ন-দিনাদির অপেক্ষাও নাই, যথা—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন উত্তরায়ণে হইবে, দক্ষিণায়নে বৈশ্যের উপনয়ন হইবে, অনধ্যায়ে বা সংক্রমাদিতে হইবেনা, কিন্তু যাহার নৈমিত্তিক উপনয়ন হইবে তাহার অনধ্যায়েও হইবে। এস্থলে অপি শব্দ দ্বারা বুঝিতে হইবে যে দক্ষিণায়ন বা কৃষ্ণপক্ষেও ঐরূপ উপনয়ন হইবে। ইহাতে মলমাসাদি দোষও ধর্ত্তব্য নহে। এই উপনয়ন প্রায়শ্চিত্তরূপাত্মক হওয়াতে সকল কালদোষের প্রতিপ্রসব হইতেছে। দক্ষক বলিতেছেন—নৈমিত্তিক কার্য্য যখন উপস্থিত হইবে, তখনই তাহা করিবে, তাহাতে কোন কালবিচার নাই।" (৬৬)

---

(৬৬) উপনয়নকরণে তু বিশেষমৃতি মনুঃ—

বপনং মেখলা দণ্ডো ভৈক্ষচর্য্যব্রতানি চ।
নিবর্ত্তেত দ্বিজাতীনাং পুনঃসংস্কারকর্ম্মণি ॥

অত্র স্বাধ্যায়াদ্যপেক্ষাদি নাস্তীত্যাহ যমঃ—

বিপ্রস্য ক্ষত্রিয়স্যাপি মৌঞ্জী স্যাদুত্তরায়ণে।
দক্ষিণেঽপি বিশাং কার্য্যং নানধ্যায়ে ন সংক্রমে ॥
অনধ্যায়েঽপি কুর্ব্বীত যস্য নৈমিত্তিকং ভবেৎ।

অত্র অপিনা দক্ষিণায়নকৃষ্ণপক্ষয়োঃ সমুচ্চয়ঃ। মলমাসাদিদোষোঽপ্যত্র নাস্তি। প্রায়শ্চিত্তরূপত্বেন প্রতিপ্রসূতত্বাৎ। তথা চ দক্ষঃ—

অতএব ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক যে উপনয়ন সংস্কার হইবে তাহাতে শাস্ত্রানুসারে দক্ষিণায়ন, কৃষ্ণপক্ষ, অনধ্যায়, মলমাসাদি অকাল বিচার অনাবশ্যক, প্রায়শ্চিত্তহেতুই অকালাদি দোষের খণ্ডন হইতেছে। কেবল প্রায়শ্চিত্তের দিন দেখাই আবশ্যক। শাস্ত্রমতে অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী ভিন্ন সকল তিথিতেই প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। তথাপি অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, ত্র্যহস্পর্শাদি অশুভদিন ত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব শুভদিনে প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উপনয়ন হইয়া থাকে। উপনয়নের দিন বৎসরের মধ্যে দুই তিনটীর অধিক প্রায় থাকে না। একটা গোটা জাতির সংস্কার ঐরূপ দিন দেখিয়া করিতে গেলে বহু শতাব্দীতেও সম্পন্ন হইতে পারে না। যাহা হউক, শাস্ত্রমত এ বিষয়ে আমাদের অনুকূল।

তাণ্ডমহাব্রাহ্মণে ব্যবস্থা আছে যে কোন গৃহপতির গৃহে একযোগে ৩৩ জন ব্রাত্যস্তোম করিয়া পবিত্র হইতে পারেন। সুতরাং এক যজ্ঞে বহু ব্যক্তির উপনয়ন হইতে কোন বাধা নাই। তাহাতে কার্য্যের কোন অঙ্গহানি হয় না, প্রত্যেকের পক্ষে যাহা যাহা করণীয় তৎসমস্তই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মস্তক মুণ্ডন করাই বিহিত। তদ্বিষয়ে শাস্ত্রমত এই—

রাজা বা রাজপুত্রো বা ব্রাহ্মণো বা বহুশ্রুতঃ।
কেশানাং বপনং কৃত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ॥

রাজাই হউন, রাজপুত্রই হউন বা বহুশাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণই হউন, মস্তক মুণ্ডন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

কোন বিশেষ অবস্থায় কেশ রক্ষা করিতে হইলে তজ্জন্য এইরূপ বিধান আছে:—

নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতন্তি যথা যথা।
তথা তথৈব কার্য্যাণি ন কালস্তু বিধীয়তে॥

কেশানাং ধারণার্থং তু দ্বিগুণং ব্রতমাচরেৎ।
দ্বিগুণে তু ব্রতে চীর্ণে দ্বিগুণা দক্ষিণা ভবেৎ॥

কেশ ধারণ করিতে হইলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য দ্বিগুণ মূল্য ও দ্বিগুণ দক্ষিণা দিতে হইবে।

অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ বা ষোল অপেক্ষা কম বয়সের বালক, স্ত্রীলোক এবং রোগী—ইহাদের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। নারীদের ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধান নাই। পতি ও পিতার পতিব্রতা লাভেই স্ত্রী ও কন্যার পতিব্রতালাভ হইবে। ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণ নিত্যশুদ্ধা, তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করাও কর্ত্তব্য নহে। তথাপি কেহ ইচ্ছা করিলে চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্তদিনে নারীদের দ্বারা গঙ্গাস্নান বা সূর্য্যার্ঘদানপূর্ব্বক ভোজ্যোৎসর্গ করাইতে পারেন। উপনয়নের পরে যে শান্তিবারি উপনীতগণের দেহে প্রক্ষেপ করা হয়, তাহা উপস্থিত পুরনারীগণের দেহেও বিকীর্ণ করা কর্ত্তব্য।

৮ম প্রশ্ন :—দাসদাসী বলাতে দোষ কি? তদ্দ্বারা বিনয় প্রকাশ করা হয় মাত্র, তাহা ত সদাচারেরই পরিচায়ক। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ব্রাহ্মণ হইয়াও ত দাস বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই?

উত্তর :—শাস্ত্রমত এই যে, ব্রাহ্মণ দেবশর্ম্মা, ক্ষত্রিয় দেববর্ম্মা, বৈশ্য গুপ্ত, ভূতি বা দত্ত শব্দ নামান্তে ব্যবহার করিবে, আর শূদ্র নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করিবে। দ্বিজাতির নারীগণ দেবী শব্দ এবং শূদ্রানারী-গণ দাসী শব্দ ব্যবহার করিবে। সুতরাং দাসদাসী শব্দ ব্যবহার কেবল শূদ্রের জন্যই বিহিত হইয়াছে। এজন্যই শ্যামাচরণ সরকার তদীয় হিন্দু আইনে লিখিয়াছেন যে নামান্তে দাসদাসী শব্দ ব্যবহার বঙ্গীয় কায়স্থদের শূদ্রত্বে পতিত হওয়ার এক কারণ। বিনয় বা সদাচারের দোহাই দিয়া শাস্ত্রবিধান নাকচ করা যাইবে না। বিনয় ও সদাচার ত ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণেরই আকাঙ্ক্ষিত। তাহারা কি এভাবে বিনয়

প্রকাশ করেন? দাস্যভাবের সাধক বৈষ্ণব সাধুগণ বর্ণনির্ব্বিশেষে দাস বলিতেন, তাহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, জাতিগত বা সমাজগত ধর্ম্ম নহে। তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদি বা জ্ঞাতিগণ ঐরূপ দাস বলিতেন না, এখনও বলেন না। সুতরাং ঐ উদাহরণ এস্থলে ব্যর্থ। সম্ভ্রান্ত কায়স্থদের হৃদয়েও এমন একটা ভ্রান্তধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে দাসদাসী বলাই গৌরবজনক। ভরসা করি, তাঁহারা এই ভ্রান্তি উপলব্ধি করিয়া দেববর্ম্মা ও দেবী শব্দ আপন আপন পরিবারে প্রবর্ত্তন করিবেন। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে আজও পর্য্যন্ত বহু কায়স্থ পিতামাতা ও তদূর্দ্ধ পিতামহ-পিতামহী প্রভৃতিকে দাসদাসী বলেন। পিতা-মাতাকে দাসদাসী বলা বা বলিতে বাধ্য হওয়া অপেক্ষা অনার্য্যতা আর কিছু হইতে পারে না। বস্তুতঃ পিতামাতাকে দাস-দাসী বলার অধিকার কি মানুষের আছে? পিতা সকলেরই স্বর্গ, মাতা সকলেরই স্বর্গাদপি গরীয়সী। এমন দেব ও দেবীকে পুত্রকন্যাগণ দাস-দাসী বলিয়া সম্বোধন করিবেন? বিবেকানন্দের জননীর মৃত্যু হইলে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, অমুকী দাসী পরলোকগতা হইয়াছেন। বিবেকানন্দজননী দাসী হইলে ভারতে দেবী কে? এই গ্লানি সমাজ হইতে অবিলম্বে দূর করা কায়স্থ সাধারণের কর্ত্তব্য। যাহারা পৈতা লন নাই, তাহাদেরও দেববর্ম্মা ও দেবী বলা কর্ত্তব্য।

৯ম প্রশ্নঃ—সমগোত্রীয় দুই বিভিন্ন বংশের মধ্যে বিবাহ দোষাবহ কিনা এবং ঐরূপ সগোত্রাবিবাহ দ্বারা কায়স্থদের পাতিত্য বা শূদ্রত্ব হইয়াছে কিনা?

উত্তর:—শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে দ্বিজাতিগণ অসমানার্ষপ্রবরা কন্যাকে বিবাহ করিবে, অর্থাৎ বরের গোত্র ও প্রবর এবং কন্যার পিতার গোত্র ও প্রবর অসমান হওয়া আবশ্যক। মনু বলিতেছেন—

অসগোত্রা চ যা পিতু রসপিণ্ডা চ যা মাতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥

যে কন্যা মাতার সপিণ্ডা নহে এবং পিতার সগোত্রা নহে সেই কন্যাই দ্বিজাতিদিগের বিবাহ কার্য্যে এবং নিয়োগধর্ম্মমতে সন্তানজননে প্রশস্তা। এতদ্দ্বারা সগোত্রাবিবাহ দ্বিজাতিদিগের পক্ষে অকর্ত্তব্য প্রমাণিত হইতেছে। পতি ও পত্নীর রক্ত যত ভিন্ন বা দূরবর্ত্তী হইবে ততই তাহার সংযোগে উত্তম সন্তান হইবে, ইহাই বোধ হয় এই বিধানের হেতুভূত বিজ্ঞান। কিন্তু প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয়েরা যে মনুর এই অনুশাসন মানিতেন না তাহার বহু প্রমাণ আমরা ইতিহাস ও পুরাণে দেখিতে পাই। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যযাতির পুত্র পুরু ও যদু। ভারতপ্রসিদ্ধ কৌরব ও পাণ্ডবগণ পুরুর বংশধর, আর বসুদেব শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যদুর বংশধর। সুতরাং পুরুবংশীয় ও যদুবংশীয়গণ জ্ঞাতি। কিন্তু পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন জ্ঞাতিকন্যা শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রাকে বিবাহ করিলেন। কেবল তাহাই নহে, অর্জ্জুনের মাতা কুন্তীদেবী বসুদেবেরই ভগ্নী, অতএব অর্জ্জুন মাতুলকন্যাকে, মাতার সপিণ্ডাকে, বিবাহ করিলেন। ইহা যে দোষাবহ হইয়াছে এমন কোন উক্তি আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই না, বরং সুভদ্রাহরণে অর্জ্জুনের বীরত্ব এবং সুভদ্রার রথচালননৈপুণ্যের প্রশংসাই দেখিতে পাই। তারপর ভাগবতে দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্র প্রদ্যুম্নকে তাঁহার মাতুল রুক্মী মহাসমাদরের সহিত আমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় কন্যা রুক্মবতীর সহিত বিবাহ দিলেন। আবার তাঁহাদের পুত্র অনিরুদ্ধও মাতুলকন্যা বিবাহ করিলেন। এইরূপ মাতৃসপিণ্ডা-মাতুলকন্যা-বিবাহ দোষাবহ হইয়াছে, ভাগবতেও এমন কথা দেখিতে পাইনা। অতএব বলিতে হইবে যে প্রাচীন আর্য্যসমাজে এ সকল বিধিনিষেধের অস্তিত্বই ছিল না, অথবা থাকিলেও ক্ষত্রিয়বর্ণের পক্ষে তাহা প্রযোজ্য ছিলনা। এই কলিকালেও কেবল সাতশত বৎসর পূর্ব্বে, পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাকে বিবাহ করিলেন। পৃথ্বীরাজের মাতা ও জয়চন্দ্রের মাতা সহোদরা ভগ্নী; সুতরাং

জয়ন্তের কন্যা মনুর অনুশাসনমতে পৃথ্বীরাজের বিবাহযোগ্যা নহে। তথাপি জয়ন্ত যে সংযুক্তার স্বয়ম্বরে পৃথ্বীরাজকে আমন্ত্রণ করেন নাই, সে কেবল শত্রুতানিবন্ধন, সংযুক্তা তাঁহার অবিবাহ্যা বলিয়া নহে। অতএব বুঝিতে হইবে একালের ক্ষত্রিয়েরাও এই বিধিপালন আবশ্যক-বোধ করেন নাই। অতএব সমগোত্র হইলেও ভিন্নপদ্ধতিবিশিষ্ট দুই ভিন্ন বংশের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ হইলে তাহা প্রাচীন আর্য্যরীতি অনুসারে দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সহস্র বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল যাহারা পৃথক্ বংশনামে পরিচিত তাহাদের মধ্যে রক্তের সমতা কিছুই নাই, সুতরাং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও ইহা দোষাবহ নহে।

পূর্ব্বকালে যে ঋষি উপনয়নসংস্কার করাইয়া ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষিত করিয়া স্বীয় আশ্রমে রাখিয়া বেদাধ্যয়ন করাইতেন তাঁহার নামানুসারে গোত্র হইত। জাতকর্ম্মাদি সংস্কার যিনি করাইতেন সেই আচার্য্যের গোত্রানুসারেও গোত্র পরিবর্ত্তিত হইত। আসামে বিষ্ণুর অবতাররূপে পূজিত কায়স্থকুলপাবন শঙ্করদেবের অপত্যগণমধ্যে এইরূপে দুই গোত্র হইয়াছে, ইহা তদ্দেশে সুবিদিত। বল্লালের সময় কর্ণসুবর্ণের দেববংশে দনুজারিদেব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আমরা কাশ্যপগোত্রীয়, আলম্বায়নগোত্রীয় এবং ঘৃতকৌশিকগোত্রীয় দেববংশের গৃহে রক্ষিত প্রাচীন কাগজে দেখিয়াছি. রাঢ়ে কর্ণস্বর্ণে খ্যাত দনুজারিদেব সকলেরই বীজপুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ঘটককারিকাতেও তদ্রূপই লিখিত হইয়াছে। 'দেববংশম্' নামে যে প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও উক্ত আছে যে কর্ণস্বর্ণের দেববংশ সপ্তগোত্রে বিভক্ত হইয়াছিলেন। তাহা এইরূপ আচার্য্যভেদেই হইয়াছে বলিয়া বুঝিতেই হইবে। কান্যকুব্জাগত পুরুষোত্তমের বংশধরগণ রাঢ়ে ভরদ্বাজগোত্রীয় এবং বঙ্গে মৌদ্গল্যগোত্রীয় দত্ত বলিয়া পরিচিত হওয়ারও ইহাই কারণ।

কাশ্যপ দেব, কাশ্যপ গুহ, কাশ্যপ দত্ত, কাশ্যপ দাস কিম্বা গৌতম কর,

গৌতম দাস, গৌতম বসু, গৌতম দেব প্রভৃতি বংশ সমগোত্র হইলেও তাহাদিগকে এক পূর্ব্বপুরুষের অপত্য বলিয়া স্থির করা যায় না। বিভিন্ন বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণ এক ঋষির শিষ্য হইয়া সমগোত্র হইতে পারেন, আবার আজ যাহারা সমগোত্র বা জ্ঞাতি আছেন কাল আচার্য্যের ভিন্নতায় তাহারা অসগোত্র হইতে পারেন। সুতরাং বিভিন্নবংশ সমগোত্র হইলেও তাহাদের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ দোষাবহ বিবেচিত হইতে পারে না। এইরূপ বিবাহ কায়স্থসমাজে কদাচিৎ হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্দ্বারা কায়স্থের পাতিত্য বা শূদ্রত্ব হইতে পারে না। তবে অনভিজ্ঞজনের নিন্দাবাদ হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য সকলেই এ বিষয়ে বিচারপরায়ণ হইতে পারেন।

১০ম প্রশ্ন :—বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ হইতেছেন, আমরা কেন ব্রাহ্মণ হইব না? তাহারা অম্বষ্ঠ ছিলেন, রঘুনন্দন ক্রিয়াহীন বলিয়া তাহাদেরও শূদ্রত্ব ঘোষণা করিলেন, পরে রাজা রাজবল্লভের সময়ে কেহ কেহ পৈতা লইলেন, বৈশ্যবৎ গুপ্ত উপনাম গ্রহণ করিলেন, পরে আবার পূর্ব্বপুরুষাগত দাস পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া দাশ হইলেন, এক্ষণে আবার ব্রাহ্মণ হইয়া শর্ম্মা হইতেছেন। আমরা কি তাহাদের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিব?

উত্তর :—বহুস্থান হইতে বহুকায়স্থ এই প্রশ্নের উত্তর চাহিতেছেন। বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে বা তাহাদের ব্রাহ্মণত্বের দাবি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এস্থলে করা অনাবশ্যক। বৈদ্যজাতি উৎপত্তিমূলে ব্রাহ্মণ, এরূপ কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ এ যাবৎ দেখিতে পাই নাই। তবে সংখ্যানুপাতে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি সকল জাতি হইতে বৈদ্যজাতির মধ্যে শিক্ষিত নরনারীর সংখ্যা অধিক। শিক্ষায় তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণসৃষ্টি হইয়াছে। যদি গুণকর্ম্মের বিচারে বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণসদৃশ হন তবে তাহাদের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকৃত হউক; তাহাতে আপত্তি করিবার প্রয়োজন কি? বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ হইলেই কায়স্থেরা বৈদ্য হইতে ছোট

হইলেন এরূপ মনে করিবারও কোন হেতু নাই। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইতে ছোট নহে। বৃহদারণ্যক শ্রুতির প্রথম অধ্যায়ে বর্ণসৃষ্টির রহস্য যেরূপ উক্ত হইয়াছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করুন। তাহাতে উক্ত হইয়াছে—"প্রথমে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল, ক্ষত্রিয়াদিরূপ ভেদ তখন ছিল না। সেই একমাত্র ব্রাহ্মণ জগৎকার্য্যসাধনে সমর্থ হইলেন না। তখন শ্রেয়োরূপ ক্ষত্রিয়কে উদ্‌বর্ত্তন করিলেন। অতএব ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান প্রভৃতি ক্ষত্রিয়। এই ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তিমূল ব্রাহ্মণ, অতএব ক্ষত্রিয় যেন ব্রাহ্মণকে হিংসা না করেন। তৎপরে বিত্তোপার্জ্জনকারী এক শ্রেণীগঠন আবশ্যক হওয়াতে বৈশ্য সৃষ্টি করা হইল। তাহাতেও সম্যক্ সুবিধা না হওয়ায় শূদ্রবর্ণ সৃষ্টি করা হইল। তারপর দেখা গেল সর্ব্বনিয়ন্তা নিরঙ্কুশ ক্ষত্রিয়ের উগ্রতা প্রশমন করিতে কেহ নাই, তজ্জন্য ধর্ম্ম (আইন) সৃষ্টি করা হইল।"

অতএব প্রথমে সমাজ ও দেশ রক্ষার জন্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে লইয়াই ক্ষত্রিয়বর্ণ গঠন করা হইয়াছিল। এজন্য আমরা উপনিষদে বহুস্থলে দেখিতে পাই যে ব্রহ্মবিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কেবল ক্ষত্রিয় রাজগণের আয়ত্ত ছিল, পরে ব্রাহ্মণগণ রাজগণের নিকট তাহা শিক্ষা করিয়াছেন। গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ বিবস্বান্ মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন, এইরূপে রাজর্ষিপরম্পরাক্রমে ইহা চলিয়া আসিয়াছিল, কালে তাহা নষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে সেই পুরাতন যোগ আমি তোমাকে বলিতেছি।" সুতরাং প্রথমে জ্ঞানে কর্ম্মে সর্ব্ববিষয়ে ক্ষত্রিয়েরাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কালক্রমে তাঁহারা বাহুবলের চর্চ্চায় ও বলদর্পে মত্ত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যাদির চর্চ্চা ত্যাগ করিলেন এবং তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ হইলেন।

ক্রমে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে ধার্ম্মিক ও সামাজিক প্রভুত্ব লইয়া

বিবাদ উপস্থিত হইল, বহুকাল সংগ্রাম চলিল, ক্রমে ক্ষত্রিয় শক্তি পরাভূত হইল এবং ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপিত হইল। ইহাই ভারতের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-দ্বন্দ্বের স্থূল কথা। এক্ষণে ক্ষত্রিয়গণ যদি জ্ঞানে কর্ম্মে ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিতে পারেন তবে আবার ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহার ব্রাহ্মণ হওয়ার প্রয়োজন কি? ক্ষত্রিয়কুলেই ভগবান্ বামন ভগবান্ রামচন্দ্র, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবান্ গৌতমবুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্ববর্ণের পূজ্য ও জগৎপূজ্য হইয়াছেন; ক্ষত্রিয়কুলেই ভগবান্ চিত্রগুপ্ত ও সত্যব্রত ভীষ্মদেব জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্ববর্ণের তর্পণীয় হইয়াছেন। অতএব ক্ষত্রিয় হওয়া অপেক্ষা অধিক গৌরবের আর কি আছে? রাজর্ষি বিশ্বামিত্র বহু তপস্যা করিয়া মহর্ষি বশিষ্টের কৃপায় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন বলিয়া যে উপাখ্যান আছে তাহার মূলে কোন সত্য নিহিত নাই। তখনই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণ হওয়া লোভের বিষয় ছিলনা। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করিলেই ব্রাহ্মণ হইত। তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলে আমরা দেখিতে পাই বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ট উভয়ে মহারাজ সুদাসের যজ্ঞে বৃত হইয়া যজ্ঞসম্পাদন করিতেছেন, যজ্ঞসমাপনান্তে বিশ্বামিত্র স্বীয় আশ্রমে যাইতেছেন, আর বশিষ্ট তাঁহাকে হিংসা করেন বলিয়া বশিষ্টবংশকে অভিশাপ করিতেছেন। বিশ্বামিত্র এ সময়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, কিন্তু বশিষ্টের সহিত তাঁহার সদ্ভাব নাই, উভয়ে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বশিষ্ট পুরাণের বর্ণনানুরূপ সত্ত্বগুণের প্রতিমাস্বরূপ নহেন, তিনিও বিশ্বামিত্রকুলকে হিংসা করিতেন। এই বেদপ্রমাণের সহিত পৌরাণিক আখ্যায়িকার মিল হইতেছে না। ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপনের জন্যই অমিতপ্রতিভাবান্ বিশ্বামিত্রকে বশিষ্টের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণ করা পৌরাণিক যুগে আবশ্যক হইয়াছিল। ঋগ্বেদে বিশ্বামিত্রের তৃতীয় মণ্ডলে বা বশিষ্টের সপ্তম মণ্ডলে বিশ্বামিত্র কখনও ব্রাহ্মণ হইতে প্রয়াস করিয়াছিলেন, এমন কোন আভাস পাওয়া যায় না। কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়বর্ণ, চিরকাল ক্ষত্রিয়ই থাকুন, ক্ষত্রিয়োচিত তেজ, বীর্য্য, জ্ঞান, কর্ম্ম ও মহানুভবতাদ্বারা দেশ ও সমাজকে উন্নত ও বলশালী করিতে সমুদয় শক্তি নিয়োগ করুন, নিজে বড় হইয়া সকলকে বড় করুন।

কায়স্থ-পরিষৎ।

কায়স্থজাতির মধ্যে উপনয়নসংস্কারাদি ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্ত্তনের জন্য প্রচারকার্য্য পরিচালন করিবার উদ্দেশে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা" প্রমুখ কয়েকটী সভা এবং অনেকগুলি শাখা-সভা স্থাপিত হইয়াছে, এবং তাঁহারা বঙ্গদেশের নানা স্থানে বহুবর্ষ ধরিয়া সাধ্যমত প্রচার করিতেছেন; কিন্তু এখনও অনেক জেলায় এমন বহু নগর ও গ্রাম আছে, যেখানে অদ্যাদিও কিছুমাত্র প্রচার হয় নাই। সেই সকল স্থানে সম্যক্‌রূপে প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য **কায়স্থ-পরিষৎ** স্থাপিত হইয়াছে। তিনমাস অন্তর ইহার প্রচার-বিবরণগুলি মুদ্রিত হইয়া থাকে, এবং পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

প্রচার কার্য্য পরিচালন ব্যতীত, কায়স্থজাতি সম্বন্ধে নানা প্রকার গ্রন্থ এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশিত করাও এ পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য। কায়স্থজনসাধারণের সুবিধা জন্য যথাসম্ভব অল্পমূল্যে এই পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা।
সম্পাদক, কায়স্থ-পরিষৎ,
২৯ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।